সাপ্তাহিক
WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 4 | Issue 16
28 April - 04 May 2017

বর্ষ ০৪ | সংখ্যা ১৬
১৫ বৈশাখ ১৪২৪
৩০ রজব ১৪৩৮ হিজরী

জাতীয় নির্বাচন : সরগরম হয়ে ওঠছে টাওয়ার হ্যামলেটস

রুশানারা-মাসরুর লড়াই

দেশ রিপোর্ট: বৃটেনের সর্বত্র প্রবাহিত হচ্ছে আগামী ৮ জুন অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের ঝড়ো হওয়া। মধ্যবর্তী এই নির্বাচনী হওয়ার ঝাপ্টা এসে লেগেছে বাংলাদেশী অধ্যুষিত টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল এলাকায়ও। নির্বাচনী এলাকার সীমানা পুনঃনির্ধারণের কাজ চললেও আসন্ন নির্বাচনে পুরনো সীমানা অনুযায়ীই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। ফলে পপলার এন্ড লাইম হাউস এবং বেথনাল গ্রীন এন্ড বো এই দুই আসনেই বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা আগের মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। প্রার্থীদের মনোনয়ন চূড়ান্ত না হলেও সম্ভাব্য প্রার্থীদের নিয়ে নির্বাচনী মাঠ এখনই সরগরম হয়ে উঠেছে। পপলার এন্ড লাইমহাউস আসনের এমপি জিম ফিজপ্যাট্রিক চলতি মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই আসনে আর প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু ২০১৫ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর বছর না ঘুরতেই মধ্যবর্তী নির্বাচন আহবানের ফলে জিম ফিজপ্যাট্রিক সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেছেন। স্থানীয়

একটি সংবাদপত্রকে তিনি বলেছেন, ৮ জুনের নির্বাচনে তিনি একই আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। পপলার এন্ড লাইমহাউস আসনে বিপুল সংখ্যক বাঙালির বসবাস হলেও এখনও পর্যন্ত এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য কোনো বাঙালি প্রার্থীর আগ্রহের কথা জানা যায়নি। তবে বেথনাল গ্রীন এন্ড বো আসনে

রুশানারার জনবিচ্ছিন্নতা আজমাল মাসরুরের পুঁজি

চাপের মুখেও অবিচল অলিউর

পপলার-লাইম হাউসে কে?

প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে ইতোমধ্যে একাধিক প্রার্থী আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। লেবার পার্টি থেকে নির্বাচিত বাঙালি প্রার্থী রুশানারা আলীসহ এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমাল মাসরুর ও স্টেপনি গ্রীন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার অলিউর রহমান।

নানা বাস্তবতায় বেথনাল গ্রীন এন্ড বো আসনের নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতাটি বাংলাদেশীদের জন্য বেশ উপভোগ্য হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। লেবার পার্টির টিকিটে ২০১০ সালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে এই আসনে এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন রুশানারা আলী। সমগ্র পৃথিবীজুড়ে

পৃষ্ঠা ১৮

রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ লন্ডনে

হোটেল লবিতে আওয়ামী লীগের অভ্যর্থনা

দেশ ডেস্ক: রাষ্ট্রপতি আবদুল হামিদ স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য গত ২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় লন্ডনে এসে

পৃষ্ঠা ১৮

ঝটিকা সফরে ডেভিড ক্যামেরন ঢাকায়

ঢাকা প্রতিনিধি ঃ ২৪ ঘন্টার এক ঝটিকা সফরে ঢাকায় পৌঁছেছেন বৃটেনের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডেভিড

পৃষ্ঠা ১৮

লেবারের নির্বাচনী প্রচারণার আনুষ্ঠানিক সূচনা

রাজনীতির রীতি বদলে দিতে চান করবিন

দেশ ডেস্ক : কট্টর বামধারার নীতির কারণে পুঁজিপতিদের সমালোচনায় বিদ্ধ যুক্তরাজ্যের লেবার দলের নেতা জেরেমি করবিন বলেছেন, ৮ জুনের নির্বাচনে জয়ী হলে তিনি রাজনীতির রীতি বদলে দেবেন। গত সপ্তাহে লন্ডনে নির্বাচনী প্রচারের সূচনা ভাষণে করবিন এ ঘোষণা দেন।
জেরেমি করবিন ভাষণে বলেন, প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে এবারের নির্বাচনকে ব্রেক্সিট (ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে যুক্তরাজ্যের বিচ্ছেদ)

পৃষ্ঠা ১৮

বহুল আলোচিত বিয়ানীবাজার পৌর নির্বাচন

বিএনপি প্রার্থী এগিয়ে

- জাল ভোট, দাঙ্গা-হাঙ্গামা
- স্থগিত কেন্দ্রের ভোটে ভাগ্য নির্ধারণ

সিলেট প্রতিনিধি: প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত বিয়ানীবাজার পৌরসভা নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শেষে ১০ কেন্দ্রের মধ্যে ৯টি কেন্দ্রের ফলাফল পাওয়া গেছে। বাকি একটি কেন্দ্রের ভোট গণনা বন্ধ রেখেছে নির্বাচন কমিশন। ফলে পূর্ণাঙ্গ ফল জানার জন্য অপেক্ষায় থাকতে হচ্ছে।
২৫ এপ্রিল মঙ্গলবার সকাল থেকে এই পৌরসভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।
৯ কেন্দ্রের ফলাফলে মেয়র পদে ৩ হাজার ৬২১ ভোট পেয়ে এগিয়ে রয়েছেন বিএনপি মনোনিত প্রার্থী আবু নাসের পিন্টু। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বি

পৃষ্ঠা ৩৯

মিনিক্যাব ড্রাইভারদের জন্য সুখবর!!!

100% Free ESOL courses for taxi drivers
Eastend Training is an exam centre for over 50 courses including ESOL, Maths and ICT.
To book your ESOL exam please call 02070961188
EASTEND TRAINING
Home of Lifelong Learning
Training Venue: Osmani centre
- ESOL A1, A2, B1 & B2
- Food Hygiene Level: 1,2,3,& 4
- Health & Safety Level 1,2,3 & 4
- Child Protection & First Aid
- Immigration Home Inspection Report

শতাধিক ট্রেইনার ও ম্যানেজারের প্রশিক্ষক আবদুল হক চৌধুরী সার্বিক সহযোগিতায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ

ABDUL HAQUE CHOWDHURY
Free Life in the UK courses available
No pass no fee for trinity B1 courses
Terms and conditions apply.
M: 07539 316 742
221 Whitechapel Road, (2nd Floor) London E1 1DE
34 Cont...

simplecall
Cheap International Calls
• No contract
• No hidden fees
• Keep your number
• View full call history
• Printed call statement on order
• Setup Call-Direct for easy dialing
• Share one account with many phone numbers
simplecall.com
02035 700 700
Download on the App Store
GET IT ON Google Play
Download Free App

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly

আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের ক্ষোভ

‘বিচারকাজ ছাড়া প্রধান বিচারপতিরা এত কথা পাবলিকলি বলেন না’

ঢাকা প্রতিনিধিঃ কোনো দেশে প্রধান বিচারপতিরা ‘প্রকাশ্যে এত কথা বলেন না’ বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। ‘কোনো কষ্ট থাকলে’ তা নির্বাহী বিভাগকে জানানোর জন্য প্রধান বিচারপতিকে আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের প্রেক্ষিতে গত ২৬ এপ্রিল বুধবার আইন মন্ত্রণালয়ে এক সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের

আইনমন্ত্রী আনিসুল হক

প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা

জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, আমি আপনাদেরকে সবিনয়ে এবং মাননীয় প্রধান বিচারপতির প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হয়ে বলবো, আপনারা অনেক উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশ দেখেছেন, আপনারা প্রতিবেশী দেশও দেখেছেন। কোনো দেশে বিচারকাজ ছাড়া মাননীয় প্রধান বিচারপতিরা

পৃষ্ঠা ৩৮

লন্ডনের ১৮টি কলেজ নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো

‘বিগ আইডিয়া চ্যালেঞ্জ ২০১৭’

দেশ ডেস্ক ঃ লন্ডনের ১৮টি কলেজকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হয়ে গেলো ব্যতিক্রমী প্রতিযোগিতা বিগ আইডিয়া চ্যালেঞ্জ ২০১৭। গত ২৪ এপ্রিল সোমবার সেন্ট্রাল লন্ডনের সেন্ট জেইমস প্লেইসে এ উপলক্ষে এক জমজমাট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। মর্যাদাপূর্ন এই প্রতিযোগিতার হোস্ট ছিলেন ডিউক

পৃষ্ঠা ১৮

গাছের পাতা খেয়ে ২৫ বছর!

দেশ ডেস্ক, ২৩ এপ্রিল : ভাত ও স্বাভাবিক খাবার না খেয়েও যে দিব্যি বেঁচে থাকা যায়, তা দেখিয়েছেন মেহমুদ বাট নামের এক ব্যক্তি। টানা ২৫ বছর ধরে স্রেফ গাছের ডাল আর পাতা খেয়ে বেঁচে আছেন তিনি। অবিশ্বাস্য মনে হলেও এই সময়ে একবারও অসুস্থ হননি বছর ৫০-এর মেহমুদ।

পাকিস্তানের দ্য নিউজের

পৃষ্ঠা ৩৮

মাইল এণ্ডে জামানুর হত্যা

নাইফ-ক্রাইম বন্ধে কমিউনিটি সমাবেশ

লন্ডন, ২৭ এপ্রিল: পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড এলাকার ওয়েজার স্ট্রীটে ছুরিকাঘাতে নিহত বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত তরুণ সৈয়দ জামানুর ইসলামের হত্যার প্রতিবাদ ও ‘নাইফ

পৃষ্ঠা ৩৮

বিজিএমইএকে ১১০ কাঠা জমি বরাদ্দ দিলো সরকার

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল : সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশে হাতিরঝিলস্থ বিজিএমইএ ভবন ভেঙে ফেলতে হচ্ছে। এ কারণে বাংলাদেশ তৈরি পোশাক প্রস্তুতকারক ও রপ্তানিকারক সমিতি (বিজিএমইএ)-কে সাড়ে পাঁচ বিঘা বা ১১০ কাঠা আয়তনের দুটি প্লট বরাদ্দ দিয়েছে সরকার। রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক)-এর ০৩/২০১৭তম বোর্ডসভায় বিজিএমইএ'র অনুকূলে সম্প্রসারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব প্রকল্প আবাসিক এলাকায় ১১০ কাঠা আয়তনের প্রাতিষ্ঠানিক প্লট বরাদ্দের সাময়িক বরাদ্দপত্র জারি করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। এর ভিত্তিতে বিজিএমইএ'র অনুকূলে রাজউক থেকে সাময়িক বরাদ্দপত্র জারির প্রক্রিয়া চলছে। রাজউক সূত্রে জানা গেছে, সাময়িক বরাদ্দপত্র জারির পর প্রথম কিস্তির অর্থ জমা দেবে বিজিএমইএ। এরপর তাদের সম্প্রসারিত উত্তরা তৃতীয় পর্ব আবাসিক প্রকল্প এলাকার ১৭/এইচ১নং সেক্টরের এভিনিউ ৬-এর প্লট নং ০৭ ও লেক ড্রাইভ রাস্তার ৭-এ নং প্লট দুটি বরাদ্দ দেয়া হবে। ৫৫ কাঠা করে এ দুই প্লটের মোট আয়তন ১১০ কাঠা। গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, গেল বছরের ৫ই সেপ্টেম্বর বিজিএমইএ সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান প্রধানমন্ত্রী বরাবর এক আবেদনে, 'বিজিএমইএ ভবন' স্থানান্তর ও নতুন ভবন নির্মাণের জন্য উত্তরা তৃতীয় পর্ব আবাসিক এলাকার ১৬/জি নং সেক্টরের ১, ২ ও ৩নং রাস্তা সংলগ্ন দুই দশমিক ৯৩ একর জমি বিজিএমইএ'র অনুকূলে বরাদ্দ চান। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় একই বছরের ৫ অক্টোবর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে লেখা চিঠিতে বিজিএমইএকে জমি বরাদ্দের বিষয়ে মতামত দেয়ার নির্দেশনা দেয়। ২৫শে অক্টোবর বিজিএমইকে জমি বরাদ্দের বিষয়ে মতামত দিতে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় চিঠি দেয়। ওই চিঠিতে বিজিএমইএ ভবন নির্মাণের জন্য উত্তরা তৃতীয় পর্ব আবাসিক এলাকার ১৬/জি নং সেক্টরের ১, ২ ও ৩নং রাস্তা সংলগ্ন দুই দশমিক ৯৩ একর জমি বরাদ্দ দেয়ার বিষয়ে মতামত চাওয়া হয়। ২৪শে নভেম্বর গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের সচিবের কাছে লেখা মতামতে রাজউক জানায়, রাজউকের অনুমোদিত নকশায় ১৬/জি নং সেক্টরের ১, ২ ও ৩নং রাস্তা সংলগ্ন দুই দশমিক ৯৩ একর জমি তিনটি প্লটে বিভক্ত করা হয়েছে। ওই তিনটি প্লটের মধ্যে বালক উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য এক দশমিক ৬৬ বিঘা, বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের জন্য এক দশমিক ৬৬ বিঘা এবং অবশিষ্ট জমি খেলার মাঠ হিসেবে ব্যবহারের জন্য নির্ধারণ করে সংরক্ষণ করা হয়েছে। তাই ওই জমির প্রকৃতি পরিবর্তন করে বিজিএমইএ ভবন নির্মাণের জন্য বরাদ্দ দিলে আবাসিক এলাকার বৈশিষ্ট্য নষ্ট হবে। এছাড়া ওই এলাকার বাসিন্দাদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও খেলাধুলার জন্য কোনো মাঠ থাকবে না। এছাড়া ওই সব প্লট যে এলাকায় অবস্থিত তা ডিটেইল এরিয়া প্ল্যান (ড্যাপ) অনুযায়ী আবাসিক এলাকা। রাজউকের কাছ থেকে এ মতামত পেয়ে প্লটগুলোর অবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে জানায় গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়। এরপর গত ১লা ফেব্রুয়ারি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গৃহায়ন ও গণপূর্ত সচিবকে লেখা এক চিঠিতে বলা হয়, স্কুল, খেলার মাঠের জন্য নির্ধারিত জমি ছাড়া অন্য স্থানে বিজিএমই'র জন্য জমি বরাদ্দে প্রধানমন্ত্রী সদয় নির্দেশনা দিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়কে অবহিত করার জন্য চিঠিতে বলা হয়। এরপর গত ২২শে ফেব্রুয়ারি গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয় রাজউকের কাছে একটি চিঠি পাঠায়। ওই চিঠিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য বলা হয়। এদিকে গত ৯ই মার্চ বিজিএমইএ সভাপতি মো. সিদ্দিকুর রহমান গণপূর্ত সচিবের কাছে লেখা এক আবেদনে জানান, দেশের অর্থনীতিতে রপ্তানিমুখী তৈরি পোশাক খাতের গুরুত্ব অপরিসীম। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তৈরি পোশাক শিল্প তথা দেশের ভাবমূর্তি সমুজ্জ্বল রাখতে উত্তরা তৃতীয় পর্ব আবাসিক এলাকার ১৭/এইচ ১নং সেক্টরের এভিনিউ ৬-এর প্লট নং ০৭ ও লেক ড্রাইভ রাস্তার ৭এ নং প্লট দুটি বরাদ্দ দেয়ার অনুরোধ করা হয়। এরপর বিষয়টি রাজউকের মার্চের বোর্ডসভায় আলোচিত হয় এবং সাময়িক বরাদ্দপত্র জারির সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। এর আগে রাজউকের অনুমোদন ছাড়া বিজিএমইএ ভবন নির্মাণ করা নিয়ে ২০১০ সালের ২রা অক্টোবর একটি জাতীয় দৈনিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ওই প্রতিবেদনটি আদালতের নজরে আনেন সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ডি.এইচ.এম. মুনিরউদ্দিন। প্রাথমিক শুনানি নিয়ে একই বছরের ৩রা অক্টোবর স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রুল জারি করেন হাইকোর্ট। রুলে বিজিএমইএ ভবন ভাঙার নির্দেশ কেন দেয়া হবে না, তা জানতে চাওয়া হয়। ২০১১ সালের ৩রা এপ্রিল রুলের চূড়ান্ত শুনানি নিয়ে বিজিএমইএ ভবন অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল করেন বিজিএমইএ কর্তৃপক্ষ। এই লিভ টু আপিল খারিজ করে গত বছরের ২রা জুন রায় ঘোষণা করেন আপিল বিভাগ। প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ রায়ে বলা হয়, 'বেগুনবাড়ি খাল' ও 'হাতিরঝিল' জলাভূমিতে অবস্থিত 'বিজিএমইএ কমপ্লেক্স' নামের ভবনটি নিজ খরচে অবিলম্বে ভাঙতে আবেদনকারীকে (বিজিএমইএ) নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। এতে ব্যর্থ হলে রায়ের কপি হাতে পাওয়ার ৯০ দিনের মধ্যে রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে ভবনটি ভেঙে ফেলতে নির্দেশ দেয়া হলো। এক্ষেত্রে ভবন ভাঙার খরচ আবেদনকারীর (বিজিএমইএ) কাছ থেকে আদায় করবে তারা। এই রায় পুনর্বিবেচনা চেয়ে আবেদন করে বিজিএমইএ। এই আবেদনও শেষ পর্যন্ত খারিজ করা হয়। এরপর ১২ই মার্চ বিজিএমইএ ভবন ভাঙতে তাদের ছয় মাস সময় দেয় প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন সদস্যের অ্যাপিলেট বেঞ্চ। ওই সময়েই এখন পার করছে বিজিএমইএ।

ধাপে ধাপে বিএনপিতে ভিড়ছেন সংস্কারপন্থিরা

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল : সংস্কারপন্থি নেতাদের ধাপে ধাপে দলে ভিড়াচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া। আগামী জাতীয় নির্বাচনকে লক্ষ্য রেখে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি। বিএনপির নীতি-নির্ধারণী ফোরামের একটি সূত্র এ তথ্য জানিয়েছে। ইতিমধ্যে দুই ধাপে সংস্কারপন্থি তিন নেতাকে একান্তে ডেকে কথা বলেছেন খালেদা জিয়া। একই সঙ্গে তাদের নিজেদের এলাকায় গিয়ে কাজ করার নির্দেশও দিয়েছেন তিনি। শিগগিরই সংস্কারপন্থি আরও দুই নেতাকে বিএনপি চেয়ারপারসন ডাকবেন বলে ওই সূত্রটি জানিয়েছে। এছাড়া যাদের বিরুদ্ধে বড় ধরনের কোন অভিযোগ নেই তাদেরও ধাপে ধাপে দলের ভেড়াবেন তিনি। এদিকে বেশ কয়েকজন সংস্কারপন্থি নেতা বিএনপির সিনিয়র নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন। বিএনপির নীতি-নির্ধারণী ফোরামের একাধিক নেতা জানান, ওয়ান-ইলেভেনের বিশেষ পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বেশ কিছু নেতা তৎকালীন সরকারের ফাঁদে পা দেয়। পরবর্তীতে আওয়ামী লীগ সংস্কারপন্থি নেতাদের দলে ভেড়ায়। কিন্তু বিএনপি চেয়ারপারসন তার দলের বেশির ভাগ সংস্কারপন্থি নেতাকে দলে ভেড়াননি। তবে এই দীর্ঘ ১০ বছরে এসব সংস্কারপন্থি নেতা দলের প্রতি আনুগত্যের পরিচয় দিয়েছেন। ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারির একতরফা নির্বাচনেও আওয়ামী লীগের সঙ্গে আঁতাত করেননি তারা। এমনকি এমপি-মন্ত্রী হওয়ার লোভনীয় অফারও তারা ফিরিয়ে দেন। বিএনপির সিনিয়র এক নেতা জানান, আগামী জাতীয় নির্বাচন নিয়ে কাজ শুরু করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসন। সাবেক সংসদ সদস্য যারা দলের বাইরে রয়েছেন তাদের মূল দলে একীভূত করবেন তিনি। সংস্কারপন্থি লেভেলের কারণে এখনও ৬৭ জন সাবেক এমপি দলের বাইরে রয়েছে। তাদের যদি আগামী নির্বাচনের আগে দলে ভেড়ানো না হয় তাহলে তারা রাজনৈতিক জীবনের অস্তিত্বের জন্য বিকল্প চিন্তা করবে। এই ৬৭ সাবেক এমপি যদি বিএনপির প্রার্থীদের বিপরীতে নির্বাচনে দাঁড়ায় তাহলে ওই আসনগুলো হারানোর সম্ভাবনা বেশি। তাই গত ২৩শে ফেব্রুয়ারি রাতে দলের নরসিংদীর সাবেক এমপি সরদার সাখাওয়াত হোসেন বকুল ও বরিশালের সাবেক এমপি জহির উদ্দিন স্বপনকে গুলশান কার্যালয়ে ডেকে একান্তে কথা বলেন খালেদা জিয়া। তাদের অতীতের ভুলত্রুটি ভুলে এলাকায় গিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে দলের জন্য কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি। বিএনপি চেয়ারপারসনের নির্দেশ পেয়ে দুই নেতাই এলাকায় জোরেশোরে কাজ শুরু করেছেন। এরপর গত কয়েকদিন আগে সুনামগঞ্জের সাবেক এমপি নাজির হোসেনকে গুলশান কার্যালয়ে ডেকে নিয়ে কথা বলেন খালেদা জিয়া। তাকেও এলাকায় গিয়ে কাজ করার নির্দেশ দেন তিনি। তাদের দলের ভেড়ানোর খবরে স্থানীয় নেতারা মিষ্টি বিতরণ করেন। এদিকে দলের একটি সূত্র জানিয়েছে, পরবর্তী ধাপে ডাকা হবে সাবেক দপ্তর সম্পাদক মফিকুল হাসান তৃপ্তি, বগুড়ার সাবেক সংসদ সদস্য ডা. জিয়াউল হক মোল্লাকে। ওই দুই নেতাকে ইতিমধ্যে গ্রিন সিগন্যাল দেয়া হয়েছে নীতি-নির্ধারণী ফোরাম থেকে।

এর বাইরে আরো যারা ডাকের অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের মধ্যে বগুড়ার সাবেক সংসদ সদস্য জিএম সিরাজ, নোয়াখালীর ফজলে আজিম, মুন্সীগঞ্জের শামী শের, একেএম আনোয়ারুল হক, শাহরিয়ার আক্তার বুলু, ময়মনসিংহের সাবেক সংসদ সদস্য দেলোয়ার হোসেন খান দুলু, জয়পুরহাটের আবু ইউসুফ খলিলুর রহমান, মেজর জেনারেল (অব.) আনোয়ারুল কবীর তালুকদার, নেত্রকোনার আবদুল করিম আব্বাসী, চাঁদপুরের সাবেক সংসদ সদস্য এসএ সুলতান টিটু, মৌলভীবাজারের সাবেক সংসদ সদস্য এম এম শাহীন, গাইবান্ধার শামীম লিঙ্কন, মেজর জেনারেল (অব.) জেড এ খান, মোফাজ্জল করিম, আশরাফ হোসেন, শাহ মো. আবুল হোসাইন, নুরুল ইসলাম মনি, ইলেন ভুট্টো, আলমগীর কবীর, আবু হেনা, মেহেরপুরের আবদুল গণি প্রমুখ।

FOR LOCAL PEOPLE | DISTANCE LEARNER | ONSITE

GREEN VISION TRAINING

GREEN VISION TRAINING CENTRE, LONDON

২০১২ সাল থেকে কমিউনিটিতে সুপরিচিত গ্রীন ভিশন ট্রেনিং সেন্টার এর সেবা সমূহের মধ্যে রয়েছে:

- B1 (ISE 1) English courses for Private Hire Drivers
- B1 English courses for British citizenship and ILR
- A2 English courses for Spouse visa extension
- Property Inspection Report for Immigration Purpose
- Life in the UK Test Preparation & Training

Please Contact:

Tel: 0203 129 2648 | Mob: 07912 351 329 / 07883 087 170

Email: info@gvec.co.uk | Web: www.gvec.co.uk

241A Whitechapel Road, 3rd Floor, Unit 2, (Above Ponchokhana Restuarant), London, E1 1DB

06 cont

LONDON TRAINING CENTRE

15 Years DELIVERING THE BEST FOR LESS

WE PROVIDE THE FOLLOWING COURSES

- FOOD HYGIENE
- HEALTH & SAFETY
- HEALTH AND SOCIAL CARE
- FIRST AID
- TEACHING ASSISTANT
- FIRE AWARENESS
- CUSTOMER SERVICE
- CSCS (Health & Safety for construction industry)
- REFRESHER COURSE

WE PROVIDE THE FOLLOWING SERVICES

- HOME INSPECTION REPORT FOR IMMIGRATION PURPOSES
- FIRE RISK ASSESSMENT
- GRANT / FUND MANAGEMENT CONSULTANCY AND APPLICATION

All courses are QCF (Ofqual) accredited and certified with quality training from experienced trainers

Call: 020 7377 5966 | 07961 064 965 Business Development Centre, UNIT 7 7-5 Greatorex Street, London E1 5NF

info@londontrainingcentre.com | www.londontrainingcentre.com

Highfield ncfe. ASDAN

Plumber 24/7

Bathroom & Kitchen installation specialist

■ Washing Machine No Fix No Fee, ■ All types of Boiler Repairs, ■ BTaps, Tanks, Cylinders, over flows ■ Drain blockages, ■ Washing Machine, Freeze, Cooker, Freezer ■ Electric, Plumbing, Heating, Gass Safty Checks

Mobile- 07957 148 101

Local engineer for you

ইন্টারনেটের দাম কমাতে সরকার কাজ করছে: তারানা

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল : গ্রাহক পর্যায়ে ইন্টারনেটের দাম কমিয়ে আনতে সরকার কাজ করছে বলে জানিয়েছেন ডাক ও টেলিযোগাযোগ প্রতিমন্ত্রী তারানা হালিম। দাম কমাতে ইন্টারনেট সেবার বিভিন্ন পর্যায়ের কর কমানোর বিষয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করা হবে বলেও গণমাধ্যমকে জানান প্রতিমন্ত্রী।

সচিবালয়ে আজ বুধবার ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের সম্মেলনকক্ষে ইন্টারনেটের দাম কমানোসংক্রান্ত এক বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন তারানা হালিম। এ বৈঠকে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি), মুঠোফোন অপারেটর, ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান (আইএসপি), আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট গেটওয়ে (আইআইজি), এনটিটিএনসহ ইন্টারনেট সেবা-সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

তারানা হালিম বলেন, মূল্য সংযোজন করসহ (মূসক) বিভিন্ন করের হার কমিয়ে হলেও প্রয়োজনে ইন্টারনেটের দাম কমানো হবে। এ জন্য শিগগিরই অর্থ মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেওয়া হবে। এ বিষয়ে মুঠোফোন অপারেটরসহ সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব জমা দেওয়ার নির্দেশের কথাও জানান প্রতিমন্ত্রী।

বর্তমানে বিভিন্ন মুঠোফোন অপারেটরের ৩০ দিন মেয়াদের এক গিগাবাইট ইন্টারনেট প্যাকেজের গড় দাম ১৮০ থেকে ২২০ টাকা। আর ৭ দিন মেয়াদের এক গিগাবাইট প্যাকেজের দাম ৮৯ থেকে ৯৪ টাকা। এই দামের সঙ্গে ১৫ শতাংশ মূল্য সংযোজন কর, ৫ শতাংশ সম্পূরক শুল্ক ও ১ শতাংশ সারচার্জ গ্রাহককে দিতে হয়। এ হিসেবে প্রতি ১০০ টাকার ইন্টারনেট সেবা কিনতে গ্রাহককে প্রায় ২২ টাকা কর দিতে হয়।

২১ পুলিশের বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও ডাকাতির অভিযোগ

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল : চাঁদা দাবি, ডাকাতি ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগ উঠেছে ২১ পুলিশ সদস্যের বিরুদ্ধে। তাঁদের মধ্যে গত সোমবার চট্টগ্রামে আটজনের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে, খুলনায় একজনকে দুদকের মামলায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সিলেটে একজনকে চাঁদাবাজির সময় হাতেনাতে আটক করে থানায় সোপর্দ করা হয়েছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে চট্টগ্রাম মহানগর হাকিম আবু সালেম মোহাম্মদ নোমানের আদালতে চট্টগ্রাম নগর গোয়েন্দা (ডিবি) পুলিশের আট সদস্যের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন আদালত ভবনের একটি দোকানের কর্মচারী মো. মঈন উদ্দিন। অভিযোগ, ডিবি পুলিশ তাঁকে তুলে নিয়ে তিন লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিরা হলেন চট্টগ্রাম নগর গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক কেশব চক্রবর্তী, উপপরিদর্শক (এসআই) মো. সেকান্দর আলী ও মো. দেলোয়ার হোসেন, সহকারী উপপরিদর্শক (এএসআই) আজহারুল ইসলাম ও আবদুল ওয়াদুদ এবং কনস্টেবল আরমান হোসেন, খোরশেদ আলম ও উকিল আহমেদ।

চট্টগ্রাম নগর পুলিশের অতিরিক্ত উপকমিশনার (প্রসিকিউশন) নির্মলেন্দু বিকাশ চক্রবর্তী প্রথম আলোকে বলেন, মামলাটি তদন্তের জন্য পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনকে (পিবিআই) নির্দেশ দিয়েছেন আদালত।

বাদী মামলার অভিযোগে বলেন, তাঁর গ্রামের বাড়ি চট্টগ্রামের রাউজানে। সেখানে একটি পরিবারের সঙ্গে তাঁর পালটাপালটি মামলা রয়েছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে হয়রানি করতে না পেরে পুলিশের সঙ্গে যোগসাজশ করে ২০১৬ সালের ২১ ডিসেম্বর আদালত এলাকার দোকান থেকে তাঁকে ডিবি কার্যালয়ে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর কাছ থেকে পুলিশ সদস্যরা তিন লাখ টাকা দাবি করেন। টাকা না দিলে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর হুমকি দেন। একপর্যায়ে তাঁকে মারধরও করেন তাঁরা। তাঁর কাছে থাকা ৩ হাজার ৯০ টাকা ও একটি মুঠোফোন কেড়ে নেন অভিযুক্ত পুলিশ সদস্যরা। পরে মিথ্যা মামলা দিয়ে তাঁকে কারাগারে পাঠানো হয়। এরপর গত ১৬ মার্চ তিনি জামিনে মুক্তি পান।

তবে চাঁদা দাবির অভিযোগ অস্বীকার করে চট্টগ্রাম নগর গোয়েন্দা পুলিশের পরিদর্শক কেশব চক্রবর্তী প্রথম আলোকে বলেন, মঈন উদ্দিন দীর্ঘদিন ধরে জাল স্ট্যাম্প বিক্রি করে আসছিলেন। তাঁর কাছ থেকে দুই হাজার জাল স্ট্যাম্প উদ্ধার করা হয়। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এগুলো জাল বলে প্রমাণিত হয়েছে। শিগগিরই এ মামলায় অভিযোগপত্র দেওয়া হবে। মামলা থেকে নিজে বাঁচার জন্য পুলিশের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগে মামলা করেছেন বলে দাবি করেন তিনি।

মঈন যে দোকানে কাজ করতেন সেই দোকানের মালিক আমিন আহমেদ প্রথম আলোকে বলেন, তাঁর দোকানে কোনো স্ট্যাম্প বিক্রি করা হয় না। শুধু কম্পোজ করা হয়। লাইসেন্সধারী ভেন্ডাররা স্ট্যাম্প বিক্রি করেন। সেদিন বারবার বলার পরও মঈনকে ধরে নিয়ে যায় পুলিশ।

তবে অভিযান পরিচালনাকারী নগর ডিবি পুলিশের পরিদর্শক কেশব চক্রবর্তী দাবি করেন, মঈন উদ্দিনের স্ট্যাম্প বিক্রির লাইসেন্স না থাকলেও তিনি জাল স্ট্যাম্প বিক্রি করতেন।

খুলনা প্রতিনিধি জানান, জ্ঞাত আয়বহির্ভূত ১ কোটি ১১ লাখ ২৬ হাজার টাকা মূল্যের সম্পদ অর্জন ও তা গোপন করার অভিযোগে খুলনা জেলা গোয়েন্দা পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) মো. আকবর আলীর বিরুদ্ধে মামলা করে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। ২০১৬ সালে ২২ মার্চ খুলনা সদর থানায় মামলাটি করেন দুদকের খুলনার সহকারী পরিচালক মো. নাজমুল হোসেন। তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়ায় গত ২০ মার্চ আকবর আলীর বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়।

দুদক খুলনার সহকারী পরিদর্শক শ্যামল চন্দ্র সেন বলেন, গতকাল সোমবার খুলনা মহানগর দায়রা জজ আদালতে হাজির হয়ে আকবর আলী জামিন চাইলে আদালত তা নামঞ্জুর করে তাঁকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

সিলেট প্রতিনিধি জানান, সিলেট শহরতলির মালনিছড়া চা-বাগান এলাকায় চাঁদার টাকা নিতে যাওয়ার অভিযোগে গতকাল সোমবার সকালে সিলেট আরআরএফের (রেঞ্জ রিজার্ভ ফোর্স) সাময়িক বরখাস্ত হওয়া পুলিশ সদস্য মনিরুজ্জামানকে আটক করে থানায় সোপর্দ করেন স্থানীয় ব্যক্তিরা।

তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, সিআইডির পরিচয়ে স্থানীয় শ্রমিক নেতা সুজন আহমদের কাছ থেকে চাঁদা দাবি করেছিলেন মনিরুজ্জামান। গতকাল সকালে চা-বাগানের ভেতরে গিয়ে তিনি সুজনের কাছ থেকে টাকা আনতে যান।

সিলেট মহানগরের বিমানবন্দর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মোশারফ হোসেন বলেন, মনিরুজ্জামান পুলিশের সাময়িক বরখাস্ত হওয়া কনস্টেবল। এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে চাঁদাবাজির একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

এর আগে ১৭ এপ্রিল রাজধানীর কাফরুলের ইব্রাহিমপুর এলাকার একটি ক্লাবে ঢুকে অস্ত্রের মুখে ক্লাবের লোকজনের কাছ থেকে মুঠোফোন ও টাকা ছিনিয়ে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী কমিশনার (এসি) রুহুল আমিন সরকারসহ ডিবির ১১ সদস্যের বিরুদ্ধে। ঢাকা মহানগর পুলিশের কমিশনার আছাদুজ্জামান মিয়ার নির্দেশে তিন সদস্যের একটি কমিটি এ ঘটনা তদন্ত করছে।

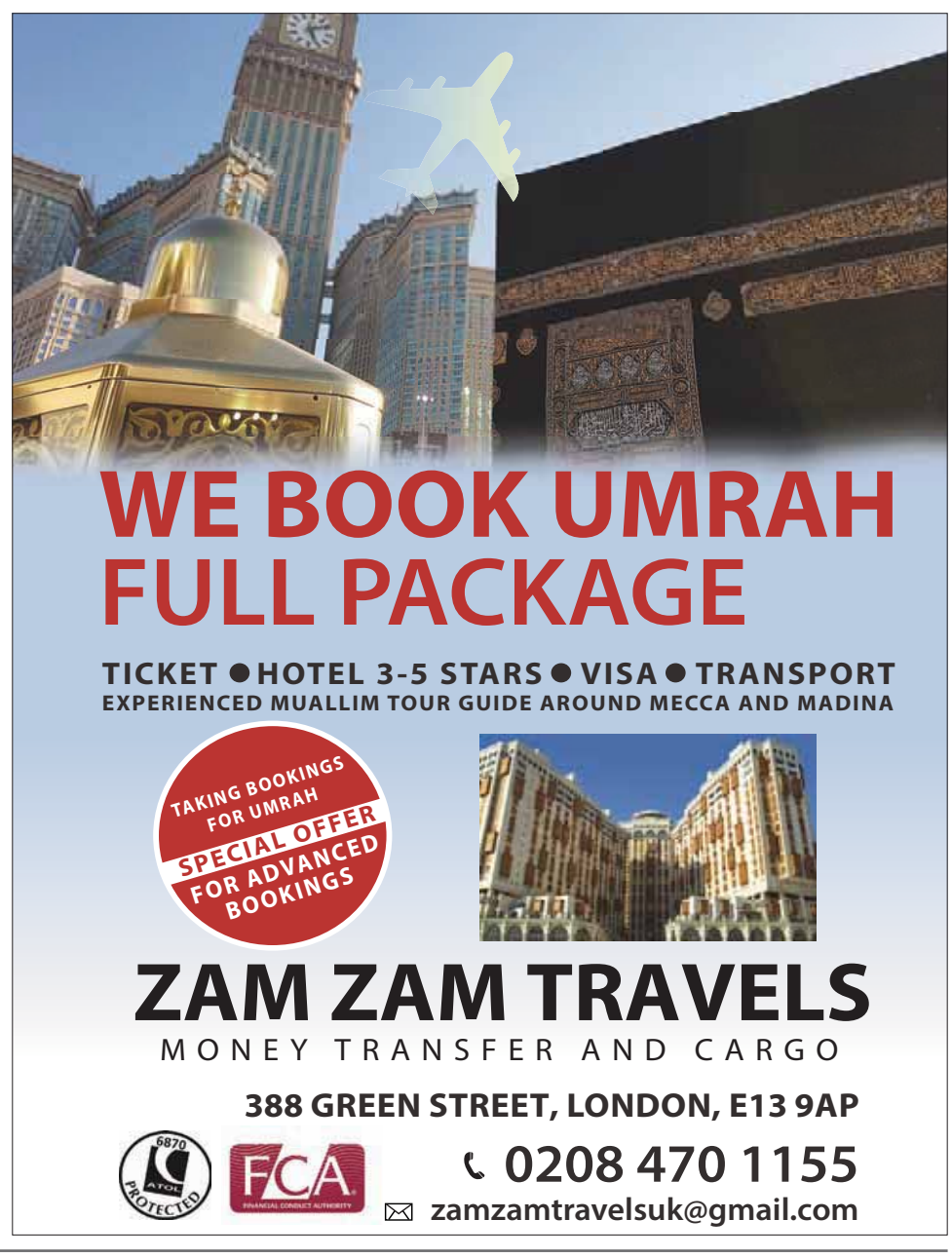

হাওরের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী

কিছু 'জ্ঞানপাপী' যেকোনো বিষয়ে মিথ্যা প্রচারণায় মেতে ওঠেন

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল : হাওর এলাকার বন্যার পানিতে ইউরেনিয়াম আছে বলে অপপ্রচার ছড়ানোর জন্য বিএনপিকে অভিযুক্ত করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, তারা পুরো বিষয়টি নিয়ে মিথ্যা খবর ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। একশ্রেণির লোক আছে, তারা জ্ঞানপাপী। তারা দেখে হোক, না দেখে হোক উদ্দেশ্যমূলকভাবে নানা কথা বলে বেড়াবে।

প্রধানমন্ত্রী গতকাল সোমবার রাতে গণভবনে আওয়ামী লীগের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে মনোনয়ন বোর্ডের সভায় সভাপতির বক্তব্যে এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, যেসব এলাকা বন্যাকবলিত হয়, সেখানে সাধারণত মাছ ও জলজ প্রাণী মারা যায়।

শেখ হাসিনা বলেন, 'কিছু অপপ্রচার আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি দেখলাম, বিএনপির কোনো একজন নেতা, ভাবখানা এমন মহাবিজ্ঞানী, তিনি বলে দিলেন, ভারত থেকে ইউরেনিয়াম এসে এই হাওর অঞ্চলের মাছ মেরে ফেলছে।' তিনি আরও বলেন, 'যখন এই অভিযোগটা আসল, তখন কিন্তু আমরা বসে থাকিনি। বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন থেকে বিজ্ঞানী পাঠিয়ে সেখানকার পানি পরীক্ষা করা হলো। তারা বলল, সেখানকার পানিতে এ রকম কিছু পাওয়া যায়নি। একথা শোনার পরেও তারা (বিএনপি) প্রেস কনফারেন্স করে একথা বলে বেড়াচ্ছে, এর মানে কী?' প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, 'তারা বলছে, আমি নাকি হেফাজতের সঙ্গে সন্ধি করে ফেলেছি। চুক্তি করে ফেলেছি। চুক্তিটা কী করলাম। হেফাজতের সঙ্গে আমাদের তো কোনো চুক্তি হয়নি। চুক্তির প্রশ্নই ওঠে না।'

হাইকোর্টের সামনের ভাস্কর্যের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'হাইকোর্টে যে স্ট্যাচু করা হয়েছে, সেটা নিয়েও কথা উঠেছে। গ্রিক গডেস অব জাস্টিস, থেমেসিস। তার স্ট্যাচু। কিন্তু গ্রিক স্ট্যাচুকে যখন শাড়ি পরিয়ে দাঁড় করিয়ে দেয়া হলো-আমি সে বিষয়টিই চিফ জাস্টিসকে বলেছিলাম।'

স্ট্যাচু আমাদের দেশে অনেক আছে, থাকবে এ কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'এটা তো হাজার বছরের পুরোনো একটা বিষয়। হাইকোর্টের মতো জায়গায় হঠাৎ এটা স্থাপন করা হলো কেন? ঈদগাহে নামাজ পড়তে গেলে এটা কেন আড়াল করে দেওয়া হলো না? আর স্ট্যাচু যখন থাকবে তখন এটাকে কেন বিকৃত করা হলো? কাজেই আমি নিজেও বলেছি, এটা আমার পছন্দ না। এটা আমি চিফ জাস্টিসকে বলেছি এবং যে ভাস্কর করেছেন তাঁকেও বলেছি।'

কওমি মাদ্রাসার সনদের স্বীকৃতির বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'বাংলাদেশের শিক্ষার ক্ষেত্রে কওমি মাদ্রাসার অবদান রয়েছে। এটাকে অস্বীকার করা যাবে না। দেওবন্দ যে কওমি মাদ্রাসা, যারা প্রথম ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলন শুরু করে তাদের হাতেই তৈরি, তারাই করেছিল। সেখানকার যে কারিকুলাম সেটা কিন্তু ভারত গ্রহণ করেনি। ভারতে যদি আপনারা খোঁজ নেন, তাহলে দেখবেন, কলকাতায় যেসব মাদ্রাসা আছে সেখানে হিন্দু, মুসলমান সকলেই লেখাপড়া করছে। এ রকমও মাদ্রাসা আছে যেখানে ৪০ ভাগ হিন্দু শিক্ষার্থীও রয়েছে।'

শেখ হাসিনা আরও বলেন, 'আপনারা একবার চিন্তাকরে দেখেন, ১৪ লাখ শিক্ষার্থী ৭৫ হাজার কওমি মাদ্রাসায় শিক্ষা লাভ করছে। তাদের কারিকুলাম কী? কী তারা শিখছে কেউ বলতেই পারছে না। সেই জায়গায় আমরা উদ্যোগ নিয়েছি, যে উদ্যোগ আমাদের বহু আগেই নেওয়া উচিত ছিল, যাতে করে তাদের শিক্ষা যেন মানসম্পন্ন হয়। আর এই শিক্ষার মাধ্যমে তাদের যেন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হয়। জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে।'

টাকা জমা নিজের অ্যাকাউন্টে দালালমুক্ত মালয়েশিয়া গমন

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল : দালাল ছাড়াই নিজ নিজ জেলায় নিজের নামে খোলা ব্যাংক অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিয়ে 'বায়ো-রিক্রুটমেন্ট' পদ্ধতিতে মালয়েশিয়া যেতে পারবে কর্মীরা। জনশক্তি রপ্তানিতে দালালদের প্রতারণা বন্ধে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানোর ক্ষেত্রে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ পদ্ধতিতে কর্মী পাঠানোর একটি প্রস্তাব তৈরি করেছে বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্টারন্যাশনাল রিক্রুটিং এজেন্সিস (বায়রা)। এ নিয়ে গত ১৭ এপ্রিল প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেছে তারা।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে জিটুজি প্লাস পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠানো চলছে। বায়রার ১০ রিক্রুটিং এজেন্সির মাধ্যমে যাচ্ছে এসব কর্মী। তবে একে কেন্দ্র করে এক শ্রেণির মধ্যস্বত্বভোগী দালাল সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

রিক্রুটিং এজেন্সিগুলো এক লাখ ৮০ হাজার টাকা নিলেও দালালরা মালয়েশিয়া গমনেচ্ছুদের কাছ থেকে তিন থেকে চার লাখ টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ আছে। পাসপোর্ট হাতে নেওয়ার পর পর্যায়ক্রমে এই টাকা নেওয়া হয়ে থাকে। এ কারণে বিদেশে যেতে কর্মীদের খরচ কয়েক গুণ বেড়ে যায়। অনেকে প্রতারিত হয়ে যেতেও পারে না। এ ক্ষেত্রে 'বায়ো-রিক্রুটমেন্ট' পদ্ধতি বাস্তবায়ন হলে আর সেই প্রতারণা করতে পারবে না দালালরা।

প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বায়রা সূত্রে জানা গেছে, চলমান জিটুজি প্লাস পদ্ধতিতে মালয়েশিয়ায় কর্মী পাঠাতে অভিবাসন ব্যয় পুনর্নির্ধারণের পাশাপাশি মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য বন্ধে 'বায়ো-রিক্রুটমেন্ট' পদ্ধতি চালু হচ্ছে। এটি চালু হলে সরকার নির্ধারিত টাকা ব্যাংকে জমা দেবেন বিদেশগামীরা। মধ্যস্বত্বভোগীরা ইচ্ছা করলেও তাদের কাছ থেকে অতিরিক্ত টাকা নিতে পারবে না।

'বায়ো-রিক্রুটমেন্ট' পদ্ধতির ক্ষেত্রে মালয়েশিয়ার সিনারফ্ল্যাক্স নামের একটি প্রতিষ্ঠান প্রযুক্তিগত সহায়তা দেবে বলে বায়রা সূত্রে জানা গেছে। কোনো কর্মী বিদেশে যেতে চাইলে নির্দিষ্ট একটি ব্যাংকে কর্মীকে তার নামে করা অ্যাকাউন্টে টাকা জমা দিতে হবে। টাকা জমার সেই রসিদ নিয়ে পরে নিবন্ধন, মেডিক্যাল পরীক্ষাসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

বায়রার মহাসচিব রুহুল আমিন স্বপন কালের কণ্ঠকে বলেন, দালাল সিন্ডিকেটের কারণে মালয়েশিয়া যেতে দ্বিগুণের বেশি খরচ করতে হচ্ছে কর্মীদের। এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য 'বায়ো-রিক্রুটমেন্ট' পদ্ধতিতে কর্মী পাঠানোর উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে দালাল ছাড়াই মালয়েশিয়া যেতে পারবে কর্মীরা। তিনি বলেন, প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয় একমত হলেই বায়ো-রিক্রুটমেন্ট পদ্ধতিতে কর্মী পাঠানো শুরু হবে। খরচ কত পরতে পারে-এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সব মিলিয়ে এক লাখ ৭০ হাজার থেকে এক লাখ ৭৮ হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে কর্মী পাঠানোর বিষয়ে চিন্তাভাবনা চলছে।

বায়রার মহাসচিব আরো জানান, মালয়েশিয়ায় একটি সফটওয়্যার তৈরি হচ্ছে। তাদের দেওয়া সফটওয়্যার অনুযায়ী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে নির্ধারিত ব্যাংকের শাখায় একটি ডিভাইস বসানো হবে। যেখানে মালয়েশিয়ায় যেতে ইচ্ছুক কর্মী নিজে টাকা জমা দেবে। ভিসা প্রাপ্তি ও জনশক্তি, কর্মসংস্থার ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর (বিএমইটি) ক্লিয়ারেন্স পাওয়ার পর তার সেই টাকা সংশ্লিষ্ট রিক্রুটিং এজেন্সির অ্যাকাউন্টে জমা হবে।

একাউনটেন্ট প্রয়োজন?
তাহলে আর দেরী নয়, একাউন্টিং জগতে আমরাই বিশ্বস্ত
TAJ ACCOUNTANTS
HM Revenue & Customs
Direct Line: 07528 118 118
07428 247 365
T 02034117843
Our Popular Services
- Accounts for LTD Company
- Restaurants & Take Away
- Cab Drivers & Small Shops
- Builders & Plumbers
- VAT
- Payroll
- Company Formations
- Business Plan
- Tax Return

69 Vallance Road
London E1 5BS
Mr. Abul Hyat Nurujjaman
E: info@tajaccountants.co.uk
W: www.tajaccountants.co.uk
We are registered licence holder in public practice

Kowaj Jewellers
020 7729 2277 22ct. Gold Specialist
খোঁয়াজ জুয়েলার্স
Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পূর্ব লন্ডনের বেথনাল গ্রীনে খোঁয়াজ জুয়েলার্স স্বর্ণের জগতে একটি অপূর্ব নাম। দীর্ঘ এক যুগ যাবত সুনামের সাথে কমিউনিটির মানুষকে সেবা দিয়ে আসছে।
আপনার পছন্দের অলংকারটি আজই বেছে নিন।
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277

FROM LEADING MAJOR INSURANCE COMPANY
'E3 CHEAP CAR INSURANCE BROKER'!!!
Paying too much?
Example, আমাদের অনেক কাস্টমার 8/৫ বছরের No Claim Bonus + Clean Licence থাকা সত্ত্বেও আগে অন্যখানে মাসে ১২০-১৪০ পাউন্ড দিতেন সেখানে বর্তমানে একই কারের জন্য তারা আমাদের সাহায্যে মাসে ২৭-৩৫ পাউন্ড খরচ করছেন।
আপনার Payment+ paper work + certificate + যোগাযোগ সরাসরি Main insurance co - এর সাথে, broker- এর সাথে নয়। আমরা আপনার বর্তমান Insurance payment amount থেকে up-to ২/৩ অংশ কমিয়ে মাসে Direct Debit -এর মাধ্যমে কম খরচে insurance করিয়ে দিয়ে থাকি।
Your insurance will be updated in MID (Motor Insurance Database) www.askmid.com
Serving for last 8 years
(We do not help CAB/TRADE Insurance)
TO GET A QUOTE Please Call (Mon-Sat 9am-8pm)
Mr. Ali : 07950 417 360 (T-Mobile), Tel: 02081 230 430, Fax: 02078 060 776
Email: cheapquote@hotmail.co.uk, Suite 10, 219 Bow Road, London E3 2SJ
www.facebook.com/e3cheapcarinsurancebroker
www.sites.google.com/site/e3cheapcarinsurancebroker
(Please find us in you tube and Google by typeing (e3 cheap car insurance broker)

79159 ATOL PROTECTED
IMRAN TRAVELS
IATA
Established Agent serving the community since 1996
Appointed Agent
bangladesh
Direct Sylhet from £390+Tax
From January 2017
QATAR AIRWAYS القطرية
Dhaka return from £475
Terms & Conditions apply
We are approved Umrah agent by the Ministry of Hajj
- Umrah fare from £330
- Complete package from £595
(Minimum 4 person, 5 nights)
We are open 7 days a week
Low cost travel agent
Hajj & Umrah Specialist
T: 0207 375 0800
M: 07984 959 885
07828 235 600
273A Whitechapel Road, Londopn E1 1BY
www.imrantravels.co.uk, E: imrantravels@hotmail.com
36/03-Cont...

জিয়ার কথা শুনছেন না খালেদা জিয়া : জাফরুল্লাহ

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল : গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা জাফরুল্লাহ চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া তাঁর দলের প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানের কথা শুনছেন না।

আজ বুধবার ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মুক্তিযুদ্ধ ও জিয়াউর রহমান গবেষণা পরিষদ আয়োজিত 'জিয়াউর রহমান বীর উত্তম' বইয়ের মোড়ক উন্মোচন ও ওয়েবসাইটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে জাফরুল্লাহ চৌধুরী এ অভিযোগ করেন। তিনি যখন এ বক্তব্য দিচ্ছিলেন, তখন তাঁর পাশেই ছিলেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর।

জাফরুল্লাহ চৌধুরী বলেন, 'জিয়াউর রহমান প্রথম দেশে নারী উন্নয়নে কমিশন করেছিলেন, মহিলা মন্ত্রণালয় করেছিলেন। তিনি দলে মহিলাদের বেশি করে স্থান দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু খালেদা জিয়া তাঁর স্থায়ী কমিটিতে একজন মাত্র মহিলা নেত্রী রেখেছেন। তার মানে তিনি জিয়াউর রহমানের কথা শুনছেন না।'

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিএনপির স্থায়ী কমিটিতে খালেদা জিয়া ছাড়া কোনো নারী সদস্য নেই। গত কমিটিতে খালেদা জিয়ার বাইরে সরোয়ারি রহমানও স্থায়ী কমিটির সদস্য ছিলেন। তবে ২০১৬ সালের সম্মেলনের পর গঠিত স্থায়ী কমিটিতে সরোয়ারি রহমানের জায়গা হয়নি। ১৯ সদস্যের স্থায়ী কমিটিতে অবশ্য এখন তিনটি পদ খালি আছে।

অনুষ্ঠানে জিয়াউর রহমানকে নিয়ে বই প্রকাশকারীদেরও সমালোচনা করেন জাফরুল্লাহ। তিনি বলেন, বইয়ে 'জাতীয়তাবাদ', 'মুক্তিযুদ্ধ' বানান ভুল হয়েছে। প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠায় এ ধরনের বানান ভুল আছে। অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যত্ন নিয়ে কাজটি করেননি।

অনুষ্ঠানে বিএনপি ভারতবিরোধী নয় দাবি করে দলটির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন, 'আমার পাওনা কোথায়? পাওনার কথা বললেই ভারতবিরোধী হয়ে গেলাম?'

মির্জা ফখরুল দাবি করেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত সফরে গিয়ে সব দিয়ে এসেছেন। কিছু নিয়ে আসতে পারেননি। এ কারণে বিএনপি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিতে পারেনি। তিনি তিস্তার ন্যায্য হিস্যার দাবিতে প্রয়োজনে জাতিসংঘে যেতে সরকারকে পরামর্শ দেন।

হাওরের বন্যা পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে ফখরুল বলেন, হাওরের পানি উজান থেকে আসছে। ভারত বাঁধ দিয়ে রাখে। বেশি পানি হলে বাঁধ ছেড়ে দেয়। তখন বাংলাদেশের অনেক অঞ্চল ডুবে যায়। পানির ন্যায্য হিস্যা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বণ্টনের দাবি জানান তিনি। মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপি অবশ্যই নির্বাচন চায়। সে নির্বাচন হতে হবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায়। নির্বাচনের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে।

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমানকে স্বাধীনতার ঘোষক দাবি করে মির্জা ফখরুল বলেন, জিয়াউর রহমান ছিলেন একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ। তিনি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন না, কিন্তু জাতির প্রয়োজনে বড় ভূমিকা পালন করেছেন। জাতিকে হতাশা থেকে নতুন স্বপ্ন দেখিয়েছেন। পঁচাত্তরের পটপরিবর্তনের পর নেতৃত্ব দিয়ে জাতিকে আশা দেখিয়েছেন। বিএনপির মহাসচিব দাবি করেন, জিয়াউর রহমান অল্প সময়ে জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। সব ক্ষেত্রে উন্নয়ন ঘটিয়েছেন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য দেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান সৈয়দ মুহম্মদ ইবরাহিম, বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান শওকত মাহমুদ, আয়োজক সংগঠনের সভাপতি মাহতাব উদ্দিন প্রমুখ।

জঙ্গি সন্দেহে দুই ছেলেকে পুলিশে দিয়েও উদ্বিগ্ন বাবা

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল : জঙ্গিবাদে জড়িয়ে পড়ার সন্দেহে গত ২৫ মার্চ দুই ছেলেকে রাজধানীর কাফরুল থানায় সোপর্দ করেছিলেন আলমগীর হোসেন। আইন অনুযায়ী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে হাজির করার বিধান থাকলেও তাঁদের আদালতে সোপর্দ করা হয় ১১ এপ্রিল। ২১ মার্চ বাড্ডা থানায় করা একটি মামলায় র‌্যাব তাঁদের গ্রেপ্তার দেখায়। এখন ছেলেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলমগীর হোসেন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।

আলমগীর হোসেন ১৫ এপ্রিল প্রথম আলোকে বলেন, তিনি নিজে ছেলেদের পুলিশের কাছে সোপর্দ করলেও মামলার কাগজপত্রে এর উল্লেখ নেই। সরকার পুনর্বাসনের কথা বলছে। তিনি পুনর্বাসন চান না, ন্যায়বিচার চান। তিনি মনে করেন, ছেলেদের সমর্পণের বিষয়টি কাগজপত্রে উল্লেখ থাকলে তাঁদের জন্য হয়তো ভালো হতো।

অবস্থাপন্ন আলমগীর হোসেনের তিন মেয়ে ও দুই ছেলে। দীন ইসলাম (২৫) ও সালমান সাজিদ (২২) নামের ওই দুই ছেলেই এখন বাড্ডা থানার সন্ত্রাসবিরোধী আইনের মামলায় কেরানীগঞ্জে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক আছেন।

আলমগীর হোসেনের সঙ্গে কথা হচ্ছিল কাজীপাড়ায় তাঁর ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানে বসে। রড, বালু, সিমেন্টের ব্যবসা। তাঁরা ঢাকার আদি বাসিন্দা। ৩৭ বছর ধরে কাজীপাড়ায় বসবাস। সেখানে পাঁচতলা পৈতৃক বাড়ি ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান। প্রাচুর্যে থাকা আলমগীর হোসেন দুই ছেলেকেই মাদ্রাসায় দিয়েছিলেন। তবে ছেলেরা লেখাপড়া শেষ করেননি। ইব্রাহিমপুরে মাসল আর্ট জিম নামে একটি ব্যায়ামাগার করে দিয়েছিলেন। দুই ভাই সেটি দেখাশোনা করছিলেন। বাবার ব্যবসাতেও হাত লাগাতেন। বড়টি বিবাহিত ও এক সন্তানের জনক।

খোঁজ নিয়ে এবং আলমগীর হোসেনের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, জঙ্গিবাদে জড়িয়েছেন এমন সন্দেহে তিনি দুই ছেলেকে ২৫ মার্চ বিকেলে কাফরুল থানায় নিয়ে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেন। এ বিষয়টি ২৫ মার্চ রাতেই ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়।

কাফরুল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শিকদার মো. শামীম গতকাল মঙ্গলবার প্রথম আলোকে বলেন, 'হস্তান্তরের পরপরই ওই দুজনকে আমরা কাউন্টার টেররিজম ইউনিটকে দিয়ে দিয়েছি।' তবে এ দুজন কবে র‌্যাবের হাতে আটক হলেন, সে সম্পর্কে পরিষ্কার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। পরিবারও কিছু জানে না।

দীন ইসলাম ও সালমান সাজিদকে ২১ মার্চ বাড্ডা থানায় করা সন্ত্রাসবিরোধী আইনের যে মামলায় গ্রেপ্তার দেখিয়ে আদালতে পাঠানো হয়, সেটির তদন্ত করছে র‌্যাব-১০। র‌্যাব-১০-এর অধিনায়ক জাহাঙ্গীর হোসেন মাতুব্বর প্রথম আলোকে বলেন, সালমান সাজিদ সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ওই মামলার আসামি। পুলিশের জিম্মায় দেওয়ার পর পুলিশ কথাবার্তা বলে তাঁদের ছেড়ে দিয়েছিল। তারপর র‌্যাব ওই দুই ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে।

এই অবস্থায় উদ্বেগে আছেন আলমগীর। তিনি বলেন, 'এই যে আমি ভরসা করে ছেলেদের পুলিশে দিলাম, কী লাভ হলো? আমার ছেলেদের আদালতে পাঠানো হলো ১১ এপ্রিল। আপনি কি মনে করেন, এমন হলে আর কোনো বাবা ছেলেদের নিজ উদ্যোগে পুলিশের কাছে হস্তান্তর করবেন?' তিনি বলেন, ছেলেদের সোপর্দ করার পর থেকে তাঁর স্ত্রী একরকম শয্যাশায়ী। প্রায়ই স্ত্রীর কান্নার শব্দে তাঁর ঘুম ভাঙে। তবু নিজের কর্তব্যবোধ থেকে ছেলেদের পুলিশে সোপর্দ করেছেন।

ছেলেদের পুলিশে দিলেন কেন, এ প্রশ্নে আলমগীর হোসেন প্রথম আলোকে বলেন, ছেলেরা জঙ্গিবাদে জড়িয়েছেন এমন একটা সন্দেহের কথা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী জানিয়েছিল। তখনই তিনি ছেলেদের পুলিশে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি বলেন, ২১ মার্চ র‌্যাব-১০-এর একটি দল কাজীপাড়ায় তাঁর প্রতিবেশীদের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক দুই শিক্ষার্থীসহ চার তরুণকে গ্রেপ্তারের পর তাঁর দুই ছেলে হঠাৎ আত্মগোপনে চলে যায়। ওই চার তরুণ জিজ্ঞাসাবাদে দীন ইসলাম ও সালমান সাজিদের নাম বলেছে বলে র‌্যাব তাঁকে জানিয়েছিল। এরপর তিনি ছেলেদের খুঁজে বের করে পুলিশে দেন।

পুলিশ ও র‌্যাব বলছে, দীন ইসলাম ও সালমান সাজিদ দুজনেই জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। ২১ মার্চ গ্রেপ্তারকৃতরা সাজিদের নাম বলেছেন। সে সময় র‌্যাবের সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছিল, দলটি কোনো সরকারি স্থাপনায় হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল।

পুলিশ বলেছে, ওই দুই ভাই 'হিযরত' (বাড়ি ছাড়ার) করার পরিকল্পনা করছিলেন।

WESTMINSTER LAW CHAMBERS

ব্যারিস্টার আহমেদ এ মালিক
সুদীর্ঘ ২৬ বছরেরও বেশি সময় ধরে
আইনী সেবা দিয়ে আসছেন।

FOR FAST, FRIENDLY & PROFESSIONAL SERVICES

PROPERTY LAW
- ব্যবসা ও লীজ ক্রয় বিক্রয়
- বাড়িঘর ট্রান্সফার
- ল্যান্ডলর্ড ও টেন্যান্ট সমস্যা
- বাংলাদেশে সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ

IMMIGRATION LAW
- ইমিগ্রেশন সমস্যা যত জটিল হোক না কেন
- সব ধরণের APPLICATIONS APPEALS, JUDICIAL REVIEW
- EU SETTLEMENT & CITIZENSHIP
- কাজে গ্রেফতার হলে জামিনে মুক্তির ব্যবস্থা
- LITIGATION

FAMILY LAW
- ডিভোর্স, প্রপার্টি ও আর্থিক বিষয়
- বাচ্চাদের বিষয়
- ইসলামিক তালাক
- যেকোন ধরনের কেইস

BUSINESS LAW
- Company, Commercial, পার্টনারশীপ ও অন্যান্য Civil Cases
- Motoring & Other Criminal Cases
- সব ধরণের এফিডেভিড, পাওয়ার অব এটর্নি ও Statutory Declarations

243A WHITECAPEL ROAD, LONDON, E1 1DB
TEL: 020 7247 8458
Email: info@westminsterchambers.com
www. westminsterchambers.com
Mobile: 077 1347 1905

mrprinters
digital • design • print • promotional items
QUALITY PRINTING AT TRADE PRICES SINCE 1991
Our excellent customer service and high quality printing make us the most reliable partner for all the projects you need done.

SPECIAL OFFERS

Roller Banners
from £39
With Stand & Carry Case.
VAT & design extra.
Limited period only

5000 A5 Leaflets
from £65
Printed full colour, single side on 130gsm gloss.

50,000 A4 Menus
from £600
Printed full colour on 130gsm gloss.
Excludes design and delivery

creative — flair...
- Concepts
- Corporate ID
- Illustration
- Print
- Display
- Web

print — vibrant...
- Menus
- Stationary
- Flyers
- Leaflets
- Posters
- Folders
- Brochures
- Calendars
- NCR Bill Books
- Wedding Cards
- Magazines
- Books

displays — big impact...
- Posters
- Vinyl Banners
- Pull-up Banners
- Pop-up Stands
- Prints on Canvas
- A Boards

020 8507 3000 | info@mrprinters.co.uk | www.mrprinters.co.uk
07958 766 448 | Unit 4, 24 Thames Road, Barking, Essex IG11 0HZ

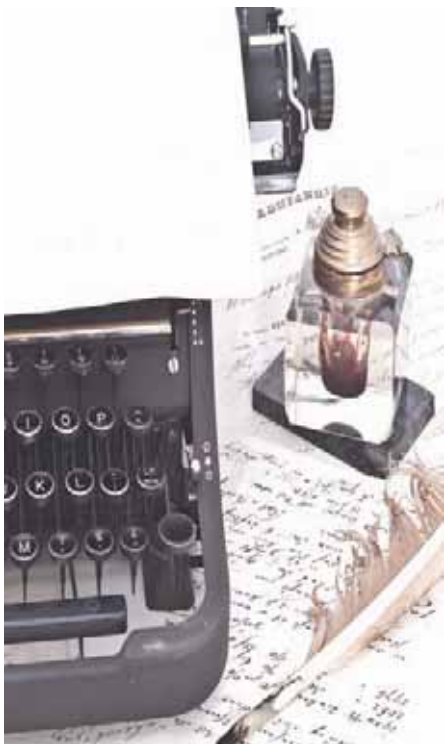

বাংলাদেশ : কেন কমছে প্রবাসী আয়?

শীর্ষ প্রবাসী আয় বা রেমিট্যান্স অর্জনকারী দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অষ্টম হলেও গত বছর প্রবাসী আয়ে কোনো প্রবৃদ্ধি হয়নি; বরং অনেক কমেছে। বাংলাদেশের জন্য এটা খুবই উদ্বেগের বিষয়। কারণ, দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের অন্যতম নিয়ামক হচ্ছে প্রবাসী আয়। অর্থনীতিতে প্রবাসী আয়ের অবদান মোট জিডিপির ৬ শতাংশের মতো। প্রবাসী আয়ের এই অধোগতি অব্যাহত থাকলে তা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দেখা দেবে।

বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৬ সালে প্রবাসীরা ১ হাজার ৩৬১ কোটি ডলার প্রবাসী আয় দেশে পাঠিয়েছিলেন। যদিও ২০১৫ সালে এসেছিল ১ হাজার ৫৩২ কোটি ডলার। সেই হিসাবে গত বছরে প্রবাসী আয় আগের বছরের চেয়ে ১১ দশমিক ১৬ শতাংশ কমে যায়।

প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার পেছনে মূল কারণ হিসেবে বলা হচ্ছে, মধ্যপ্রাচ্যের তেল উৎপাদনকারী দেশগুলোতে তেলের দাম কমে যাওয়া। এ কারণে এসব দেশের অর্থনীতি শ্লথ যাচ্ছে। তাই ওই সব দেশ প্রবাসী শ্রমিক নিচ্ছে না। আবার অনেক প্রবাসী শ্রমিক ওই সব দেশ থেকে ফিরেও আসছেন। এসব কারণে প্রবাসী আয় কমেছে। এটাই যদি মূল কারণ হয়ে থাকে, তাহলে তা খুবই দুশ্চিন্তার কথা। কেননা প্রবাসী আয়ের জন্য আমরা অন্য দেশের তুলনায় মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপরই নির্ভর করে থাকি। এখন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর ওপর যদি আমাদের নির্ভরতা কমাতে হয়, তবে আমাদের বিকল্প জনশক্তির বাজার খুঁজতে হবে। অন্য কোথায় জনশক্তি রপ্তানির সুযোগ বা সম্ভাবনা আছে, তা নিয়ে কাজ করতে হবে।

বিশ্ব জনশক্তির বাজারে আমরা যে জনশক্তির জোগান দিই, তাদের বেশির ভাগই অদক্ষ শ্রমিক। দুনিয়াজুড়ে এখন অদক্ষ শ্রমিকদের চাহিদা কমছে। আর অদক্ষ শ্রমিকদের পক্ষে বিদেশে গিয়ে ভালো আয়-রোজগার করাও সম্ভব হয় না। প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার এটিও একটি কারণ। ফলে জনশক্তির নতুন বাজার খুঁজে বের করতে উদ্যোগী হওয়ার পাশাপাশি বাংলাদেশ থেকে দক্ষ শ্রমিক পাঠানোর দিকেও গুরুত্ব দিতে হবে। আন্তর্জাতিক বাজারের চাহিদার দিকটি বিবেচনায় নিয়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দক্ষ শ্রমিক গড়ে তুলতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। সে জন্য দরকারি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

প্রবাসী আয় কমে যাওয়ার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে এ ব্যাপারে জরুরি ভিত্তিতে এ ধরনের কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। তা না হলে প্রবাসী আয়ের প্রবাহ কমে যাওয়ার যে ধারা শুরু হয়েছে, তা মোকাবিলা করা যাবে না।

সহজিয়া কড়চা

গণপরিবহনের গল্প

সৈয়দ আবুল মকসুদ

পঁচাত্তরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর প্রথম বেসামরিক ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তিনি হলেন বিচারপতি আবদুস সাত্তার। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য যে তার অনেক রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধান ছিলেন অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলকারী ও আত্মনিয়োজিত। সে রকম রাষ্ট্রপতি ও সরকারপ্রধান আবদুস সাত্তারের আগেও ছিলেন এবং পরে তো ছিলেনই। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হলে মাত্র সাড়ে চার মাসের মধ্যে 'বৃহত্তম জাতীয় স্বার্থে এবং জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে'... 'সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্য ও করুণায় এবং আমাদের মহান দেশপ্রেমিক জনগণের দোয়ায়' ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ দেশের ও জাতির 'সকল ও পূর্ণ ক্ষমতা' গ্রহণ করেন।

দক্ষ প্রশাসক হিসেবে বিচারপতি সাত্তারের খ্যাতি ছিল। আমরা দেখেছি বঙ্গবন্ধুও তাঁকে সম্মান করতেন। বঙ্গবন্ধু তাঁকে সাংবাদিকদের বেতনকাঠামো ঠিক করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল কলকাতা থাকতেই, যখন আবদুস সাত্তার কলকাতা করপোরেশনের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। মধ্য-পঞ্চাশে তাঁরা একসঙ্গে সরকারেও ছিলেন যুক্তফ্রন্টের সময়। কয়েক দিন যাবৎ রাষ্ট্রপতি সাত্তারকে একটি ব্যাপারে মনে পড়ছে।

তাঁর সময় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের কর্মচারীরা ধর্মঘট করেছিলেন। ব্যাংকের সিবিএগুলোর এখনকার মতো তখনো প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। তারা তাদের অন্যায্য দাবিদাওয়া টেবিল চাপড়ে আদায় করত। যে কাজ করার কথা ব্যাংকের এমডির, তা করতেন সিবিএর নেতা, যেমন কর্মচারী নিয়োগ প্রভৃতি বিষয়। কোনো কোনো কর্মচারী নেতার মাসিক আয় একজন মাঝারি শিল্পপতির সমান বা বেশি ছিল। কিন্তু তাতেও তাঁদের মন ভরেনি। আরও চাই। তাঁরা ব্যাংকে ধর্মঘটের ডাক দিলেন। সাধারণ কর্মচারী-কর্মকর্তাদের জন্য ধর্মঘট একটি খুশির বিষয়, কারণ, তাহলে বাড়িতে থেকে টানা ঘুম দেওয়া যায়। সরকারের অনুরোধ-উপরোধ সত্ত্বেও নেতাদের আস্ফালন ও ধর্মঘট একসঙ্গে চলল। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কোনো বিবেচ্য বিষয় নয়। রাষ্ট্রপতি সাত্তার এক দিন সময় বেঁধে দিলেন: আগামীকাল সকাল নয়টার মধ্যে যাঁরা কাজে যোগ দেবেন না, তাঁদের চাকরিচ্যুত করা হবে।

বাংলার মাটিতে সরকারের কোনো হুমকি কেউ বিশ্বাস করে না। কেউ মনে করলেন, আলটিমেটাম দিয়েছে তো কী হয়েছে? কিন্তু সাত্তার সাহেবকে সিবিএর নেতা ও ব্যাংক কর্মচারীরা চিনতেন না। নির্দিষ্ট দিন সাড়ে নয়টায় ব্যাংকে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। আমি ওই দিন বাংলাদেশ বিমানের অফিসে গিয়েছিলাম টিকিট কিনতে। তখন পৌনে ১০টার মতো বাজে। এক ব্যাংকে দেখলাম কয়েকজন একটি মইমতো এনে দেয়াল টপকে ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করছেন। অনেকের পক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে ব্যাংকে গিয়ে কাজে যোগ দেওয়া সম্ভব হয়নি। গ্রামের বাড়ি থেকে অনেকে ফিরে আসতে পারেননি। চাকরি হারালেন কয়েক হাজার ব্যাংক কর্মচারী। জেলের ভাত খেতে লাগলেন সিবিএর নেতারা। খুবই মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল সে সময়। পত্রিকায় খবর হয়েছে, চাকরিচ্যুত অনেকে না খেয়ে মরেছেন। কেউ আত্মহত্যা করেছেন। এক দুর্ধর্ষ ও দুর্নীতিবাজ সিবিএর নেতা জেলখানায় আত্মহত্যা করেন বা মারা যান। তাঁর বাবা ছিলেন আমার পরিচিত। সেই পরিবারের হাহাকার আমি দেখেছি। আরও দেখেছি অন্যায্য দাবি আদায় করতে ধর্মঘট ডাকার মজা কাকে বলে। প্রেসিডেন্ট সাত্তার সরকারের কথা তাই এই সময় মনে পড়ছে।

যখন কোনো গোত্র সরকারের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ওঠে, তখন সাধারণ মানুষের অসহায়ত্বের সীমা থাকে না। গোষ্ঠীবিশেষের কাছে সরকার কখন অসহায় হয়? সরকার যখন তার নৈতিক ও সাংবিধানিক অবস্থান থেকে সরে আসে, তখনই সরকার নতি স্বীকার করে। কবি তাঁর আবেগ, দেশের প্রতি ভালোবাসা ও সারল্যবশত বলে গেছেন, 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'। কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে, এই ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করে মানুষ অপরাধ করেছে। লোকজনের চরম দুর্ভোগ দেখে রাষ্ট্র দাঁত বের করে বলছে, 'এখানে জন্মালি কেন? বোঝ এবার ঠেলা!'

মানুষ কাজকামে বেরোয় বলে গণপরিবহনে চড়তে হয়। ওই বাস-মিনিবাসে চড়তে চাওয়াটাই একটা বড় অপরাধ। তবে এ দেশের কেউই বিনা পয়সায় বাসে চড়তে চায় না। তা ছাড়া লোকজন যদি বাসে না চড়ে, তাহলে ওই সব যানবাহনের মালিকদের খালি বাস চালিয়ে বিত্তবান হওয়া সম্ভব নয়। ভাড়া পরিশোধ করে বাসে যাবে, তাতেও কত জিল্লতি। বাসমালিক নিজে গিয়ে কখনো যাত্রীদের অপমান করেন না। যাত্রীদের অসম্মান করার জন্য রয়েছেন তাঁদের চালক, হেলপার এবং আরও কেউ কেউ। মৌখিক অপমান তো আছেই। কখনো শারীরিক অপমান। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধা যাত্রী। পায়ে সমস্যা আছে, আস্তে-ধীরে নড়াচড়া করতে হয়। ঠেলাঠেলিতে উঠতে কষ্ট হচ্ছে। সে কষ্ট লাঘব করে দেন হেলপার। দরজায় দারোগার মতো তিনি দাঁড়িয়ে থাকেন। যাত্রী কষ্ট করে কোনো রকমে এক পা পা-দানিতে রেখেছেন তো হেলপার সজোরে হ্যাঁচকা টান মেরে তাঁকে বাসের ভেতরে তুলে ফেলেন। যাত্রী বুঝতেই পারেন না কখন তিনি অবলীলায় বাসের ভেতরে ঢুকে গেছেন। ঢোকাই শেষ নয়। তিনি কীভাবে দাঁড়াবেন, সে ইনস্ট্রাকশনও হেলপার থেকে আসে: 'এই মিয়া, সোজা হইয়া খাড়ান। কাইত হইয়া রইছেন যে!' শুধু মুখে বলাই নয়। কোমরে কনুই দিয়ে এমন গুঁতা দেন যে সোজা হয়ে না দাঁড়িয়ে দ্বিতীয় কোনো বিকল্প থাকে না। এ কথা শুনেছি যাত্রীদের মুখে।

বঙ্গীয় যাত্রীদের সবাই যে খুব নম্র-ভদ্র, তা আমরা হলফ করে বলব না। দাঁড়ানো নিয়ে, বসা নিয়ে, ভাড়া পরিশোধ নিয়ে বচসা হয়ে থাকে চালক-হেলপারদের সঙ্গে অনেক যাত্রীর। বচসা গড়ায় হাতাহাতি পর্যন্ত। ক্ষেত্রবিশেষে দোষ যাত্রীরই। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে দোষ পরিবহন কর্তৃপক্ষের।

বাস যদি কানায় কানায় পূর্ণ থাকে, তাহলে নির্দিষ্ট স্টপেজে থামবে যাত্রীদের ওঠা-নামা করাতে, তার নিশ্চয়তা নেই। স্টপেজে না থামতে দেখে কোনো যাত্রী হুংকার দিয়ে বাসের গায়ে থাপ্পড় মারলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও চালক বাস থামালেন বটে, তবে তা শ দু-এক গজ দূরে এবং বাসটি সম্পূর্ণ থামবে না। চালক বাস থামিয়ে যাত্রীকে বাসে ওঠালে তাঁর দায়িত্ব।

> অনেক সময় যাত্রীবাহী বাসের ছাদ দেখলে মনে হয় সেখানে জনসভা হচ্ছে। আমাদের ট্রেনগুলোর ছাদে তাকালে মনে হয় যেন চলন্ত জনসভা। মানুষের যাতায়াতের জন্য বাসের খোল রয়েছে। জনবিস্ফোরিত দেশে সব যাত্রীকে বাসের খোলে ধারণ করা সম্ভব নয়। তাই কেউ ওঠে ছাদে। ছাদে ওঠার জন্য বাসমালিকদের দোষারোপ করা যাবে না।

নামাতে বাধ্য নন। চলন্ত অবস্থায় জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রীকে নামতে হবে। তাতে যদি তার মৃত্যু হয়, অথবা হুমড়ি খেয়ে পড়ে তার হাঁটু ভাঙে-কুচ পরোয়া নেই। ওই যে পথের মধ্যে পড়ে অপমৃত্যু, তার দায় কেউ নিয়েছে-এমন কথা আমি অন্তত শুনিনি। ওই অপমৃত্যুর জন্য দায়ী কেউ সপ্তাহখানেক হাজতবাস করেছে, এমন খবরও কোনো কাগজে পড়িনি।

গণপরিবহন আজ বাংলার মানুষের জন্য অভিশাপ। কী রকম অভিশাপ এবং কতটা অভিশাপ, তা যাঁরা পাজেরো, প্রাডো, বিএমডব্লিউ হাঁকান, তাঁদের পক্ষে ধারণা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। যাঁরা নিজের বাড়ির পোর্চের নিচ থেকে গাড়িতে উঠে গন্তব্যের দোরগোড়ায় গিয়ে নামেন, তাঁদের পক্ষে রোদ-বৃষ্টির মধ্যে ফুটপাতে বাসের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করার বিড়ম্বনা কী, তা বোঝা সম্ভব নয়। তবে তাঁদের কেউ যদি তাঁদের প্রথম জীবনের দিকে চোখ বন্ধ করে তাকান, দেখতে পাবেন বাস বা হিউম্যান হলারে যাতায়াতের সুখ কাকে বলে। মহানগরের মানুষের জীবনযুদ্ধ শুরু হয় সকাল থেকে। গণপরিবহনের জন্য ফুটপাতে অপেক্ষা। বাস বা মিনিবাস আসছেও। আসে, আবার এক-দুই করে চলেও যায়। প্রতিটির দরজায় পাঁচ-সাতজন ঝুলছে। কারও এক পা পা-দানিতে, আরেক পা বাইরে বাঁশের খুঁটির মতো ঝুলে আছে। কারও বা এক পাটি স্যান্ডেল ধাক্কাধাক্কিতে পড়ে যায় রাস্তায়।

বাংলার নারীকে নিজের সংসারের মধ্যে অত্যাচার সইতে হয়। কর্মজীবী নারীদের কর্মস্থলে নির্যাতন হজম করতে হয় এবং প্রতিদিন তাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে কর্মস্থলে যাতায়াতের সময় গণপরিবহনে অত্যাচার সইতে হয় নিঃশব্দে। শুধু চাপাচাপি নয়, চিমটি পর্যন্ত খেতে হয়। অল্পবয়সী কোনো নারী যদি হন সুন্দরী, তাহলে তাঁর যন্ত্রণার শেষ নেই।

অনেক সময় যাত্রীবাহী বাসের ছাদ দেখলে মনে হয় সেখানে জনসভা হচ্ছে। আমাদের ট্রেনগুলোর ছাদে তাকালে মনে হয় যেন চলন্ত জনসভা। মানুষের যাতায়াতের জন্য বাসের খোল রয়েছে। জনবিস্ফোরিত দেশে সব যাত্রীকে বাসের খোলে ধারণ করা সম্ভব নয়। তাই কেউ ওঠে ছাদে। ছাদে ওঠার জন্য বাসমালিকদের দোষারোপ করা যাবে না। যাত্রীকে তার গন্তব্যে যেতে হয়। সুতরাং, বাসের ভেতরই কী আর ছাদই কী?

মহানগরে বাস-মিনিবাসের সংকট হবে কেন? বিআরটিসির লাল রঙের বাসগুলো কোথায়? কোন কর্তৃপক্ষ সেগুলো চালায়? ব্যক্তির কাছে যদি লিজই দেওয়া হবে, তাহলে ওই সংস্থা রাখার দরকার কী? সরকারি বাস এত নষ্ট হয়ে ডিপোতে পড়ে থাকে কেন? ট্রেন গেছে। সরকারি বাসও শেষের পথে। প্রাইভেট গণপরিবহনের মালিকদের স্বার্থ আর কতভাবে রক্ষা করা হবে?

বাসের গায়ে বড় করে লেখা 'বিরতিহীন', কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রতি দুই শ গজ পর যাত্রী ওঠানো হচ্ছে এবং থামছে রাস্তার মধ্যে যানজট বাঁধাতে। 'গেটলক' লেখা আছে দরজার ওপরে। সে দরজা হাট করে খোলা এবং দরজাতেই জনা পাঁচেক দাঁড়িয়ে বা ঝুলছে। গেটলক, বিরতিহীন বা সিটিং সার্ভিস খেয়ালের বশে লেখা হয়নি। অন্যায্যভাবে ভাড়া আদায় করার জন্য লেখা হয়েছে। সরকার থামাতে পারে না। কী করে পারবে? মালিকদের ঘাটে ঘাটে চাঁদা দিতে হয় সরকারি লোকদের। চাঁদার টাকা তোলা হয় যাত্রীদের ঘাড় মটকে। সাধারণ মানুষ করজোড়ে সরকার বা বাসমালিকদের বলেনি যে কথিত 'সিটিং সার্ভিস' তুলে দিন। তারা চেয়েছিল শঠতার অবসান। প্রতারণার অবসান। গণপরিবহনে অপমান ও অত্যাচারের অবসান। অন্যায্য ভাড়া আদায় ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি।

সড়ক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সভাপতিত্বে সড়ক নিরাপত্তাবিষয়ক একটি সর্বোচ্চ কমিটি আছে। কয়েকজন সিনিয়র মন্ত্রীসহ গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা এর সদস্য। আমাকেও সরকার অনুগ্রহ করে তাতে জুড়ে দিয়েছে নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে। তিন-চার মাস পরপর এর সভা যখন হয়, তখন মালিক সমিতি ও শ্রমিকনেতাদের উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার কারণে নাগরিকদের পক্ষে আমার কিছু বলা সম্ভব হয় না। তাঁরা ধর্মঘট ডাকার ক্ষমতা রাখেন, আমি রাখি না।

গত কয়েক বছরে যেটা বুঝতে পেরেছি, মোবাইল কোর্ট বসিয়ে বিআরটিএর কর্মকর্তারা গণপরিবহনের নৈরাজ্য দূর করতে পারবেন না। বিষয়টি এখন একেবারেই রাজনৈতিক এবং তা শুধু রাজনৈতিকভাবেই সমাধান করা সম্ভব।

সৈয়দ আবুল মকসুদ: লেখক ও গবেষক।

অনুসন্ধানী প্রতিবেদন

গোপন আলোচনায় হেফাজতের ভিন্ন সুর

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল : 'দেরিতে হলেও সরকার তাদের কাছে পরাজিত হয়েছে। তাই সরকারের কাছ থেকে দাবি আদায়ের এটি উপযুক্ত সময়। যে সরকার তাদের চরম নির্যাতনের মুখে শাপলা চত্বর থেকে তুলে দিয়েছিল, সেই সরকারের কাছ থেকেই ফের শাপলা চত্বরে সমাবেশের অনুমতি আদায় করতে হবে।'

হেফাজতে ইসলাম নিয়ন্ত্রিত হাটহাজারী মাদ্রাসায় সম্প্রতি অনুষ্ঠিত একটি ঘরোয়া বৈঠকে উপস্থিত হেফাজত নেতারা এসব কথা বলেন। এ ছাড়া হেফাজত নেতাদের সঙ্গে অপর এক ঘনিষ্ঠ আলোচনায় ইসলামী আন্দোলনের নেতা মুফতি ফয়জুল করীম বলেন, 'আপনারা অপেক্ষায় থাকেন। ডাক দেয়া হবে। প্রস্তুত থাকিয়েন। চোখ কান খোলা রাখবেন। কর্মসূচি আসবে।' তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের প্রতিটি রাস্তা অবরোধ করা হবে। বাধা দিতে আসুক কে বাধা দেবে।'

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ ও হেফাজতে ইসলামের সঙ্গে সাম্প্রতিক সমঝোতা উদ্যোগের দৃশ্যপটের সঙ্গে এ ধরনের বক্তব্য একেবারে অবিশ্বাস্য। কিন্তু এটিই বাস্তব। যুগান্তরের অনুসন্ধানে এমন চাঞ্চল্যকর তথ্য বেরিয়ে এসেছে। আর হেফাজত নেতাদের এমন সব মন্তব্য আরও একবার প্রমাণ করল তারা বর্তমানে প্রকাশ্যে সরকারের সঙ্গে এক ধরনের আপস করলেও পর্দার আড়ালে আগের অবস্থানে অনড়।

সূত্র জানায়, ২০১৩ সালের ৫ মে মতিঝিলের শাপলা চত্বরে ব্যাপক পুলিশি অ্যাকশনের মুখে হেফাজতের কয়েক লাখ নেতাকর্মী পিছু হটলেও ভেতরকার অবস্থান পা!য়নি। নানা প্রেক্ষাপট ও স্বার্থ বিবেচনায় নিয়ে গত চার বছরে সরকার ও হেফাজতের মধ্যে এক ধরনের ছাড় দেয়ার গোপন রাজনীতি চলে। এরই ধারাবাহিকতায় সম্প্রতি প্রকাশ্য দেখা সাক্ষাতের মধ্য দিয়ে বিষয়টি দেশজুড়ে আলোচনায় আসে। আর দেশবাসী স্পষ্টত জানতে পারে, পরিবর্তিত পরিস্থিতি হেফাজতে ইসলামকে সুবিধাজনক অবস্থান এনে দিয়েছে। আর এ সুযোগ কাজে লাগিয়ে সংগঠনটি তাদের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধারের পথে হাঁটছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, হেফাজত এখন শাপলা চত্বরেই আরেকটি বড় সমাবেশের ছক আঁকছে। সরকারের সমঝোতা উদ্যোগকে কাজে লাগিয়ে তারা সমাবেশ করার অনুমতি আদায় করতে ইতিমধ্যে দেনদরবারও শুরু করেছে। এ লক্ষ্যে সংগঠনের নীতিনির্ধারণী পর্যায়ের নেতারা বেশ কয়েক দফা নিজেদের মধ্যে গোপন বৈঠক করেন। কিন্তু এসব বৈঠকেই তাদের আসল চেহারা বেরিয়ে আসে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক বৈঠকে উপস্থিত সূত্র যুগান্তরকে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে জানায়, সরকারের নমনীয় মনোভাবকে হেফাজত নেতারা তাদের দীর্ঘ আন্দোলনের বিজয় হিসেবে দেখছেন। শুধু তাই নয়, একাধিক হেফাজত নেতা সম্প্রতি কয়েকটি ঘরোয়া আলোচনায় বলেন, 'যে সরকার তাদের চরম নির্যাতনের মুখে শাপলা চত্বর থেকে তুলে দিয়েছিল সেই সরকারের কাছ থেকেই ফের শাপলা চত্বরে সমাবেশের অনুমতি আদায় করতে হবে। সরকার অনুমতি দিলে ভালো। না দিলে এখনই রাজপথে না নেমে 'আদালত মূর্তি' ইস্যু কাজে লাগাতে চান তারা।'

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে হেফাজতে ইসলামের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আজিজুল হক ইসলামাবাদী সোমবার যুগান্তরকে বলেন, 'শাপলা চত্বরে তারা যে আন্দোলন করেছিলেন সেটা ছিল ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক-ব্লগারদের বিরুদ্ধে। কারণ শাহবাগে নাস্তিক-ব্লগাররা রাস্তায় বসে আন্দোলনের নামে 'বিকল্প সরকার' ব্যবস্থা চালু করেছিল। অথচ সরকার সেখানে নির্দয় হামলা চালিয়ে সমাবেশ পণ্ড করে। তাই হেফাজতে ইসলাম সরকারের সেই হামলার ইতিহাস কখনও ভুলবে না। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বর্তমান সরকারের ওপর তাদের আস্থা ফিরেছে কিংবা সরকার হেফাজতের প্রতি নমনীয় হয়েছে- এটা এখনই বলা যাচ্ছে না। অতীত কর্মকাণ্ডের কারণে বর্তমান সরকারের ওপর হেফাজত আস্থাহীন। বর্তমানে সরকার তাদের সঙ্গে যে আচরণ করছে তা ভবিষ্যতে কতটুকু অব্যাহত থাকবে সেটার ওপর নির্ভর করবে এই সরকারকে তারা কতটুকু আস্থায় রাখবেন বা আদৌ রাখবে কিনা।

হেফাজতের এক জ্যেষ্ঠ নেতা যুগান্তর অনুসন্ধানী টিমকে বলেন, 'সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বসে থাকার মতো অবস্থায় হেফাজত নেই। বরং তারা অনুকূল পটভূমি তৈরিতে কাজ করছেন।'

সংগঠনের একাধিক গোপনীয় বৈঠকে অংশ নেয়া এক নেতা বলেন, 'তাদের বেশিরভাগ নেতা বর্তমান সরকারের প্রতি আস্থাহীন।' অপর এক ঘরোয়া বৈঠকে হেফাজতের মহাসচিব আল্লামা জুনায়েদ বাবুনগরী মর্মস্পর্শী ভাষায় গ্রেফতারের পর তার ওপর চালানো পুলিশি নির্যাতনের বর্ণনা দেন। তার বক্তব্যের সময় অন্য হেফাজত নেতারা কান্নায় ভেঙে পড়েন। বৈঠক শেষে তারা বিশেষ মোনাজাত করেন।'

এক বৈঠকে মাওলানা আবদুল বারী রশীদি নামের এক নেতা সরকারের প্রতি চরম ক্ষুব্ধ মনোভাব প্রকাশ করে বলেন, 'হুজুররা সব পারে। সময় হলে বাংলাদেশের সংসদ হুজুররা দখল করবে।' আরেক নেতা বলেন, 'এই বাংলার মাটিতে আলেমের রক্ত যতদিন পড়েনি ততদিন জালেমরা ক্ষমতায় ছিল। এখন আলেমের রক্ত পড়া শুরু হয়েছে। তাই বাংলাদেশের মাটিতে ইসলামের পতাকা পত পত করে উড়বে। কারও বাপের ক্ষমতা নেই তা ঠেকাতে পারে।'

হেফাজতের কয়েক নেতা বিচ্ছিন্নভাবে ভিন্নমতাদর্শী কয়েকটি বড় ইসলামী সংগঠনের শীর্ষ নেতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখছেন। এদের অন্যতম হলেন মুফতি ফয়জুল করীমের ইসলামী আন্দোলন। এছাড়া ইসলামী শাসনতন্ত্র আন্দোলনের যুগ্ম মহাসচিব মাওলানা এটিএম হেমায়েত উদ্দিন এক ঘরোয়া আলোচনায় বলেন, 'দেশের সর্বোচ্চ আদালত প্রাঙ্গণে মূর্তি স্থাপন মুসলিম চেতনার পরিপন্থী। অবিলম্বে মূর্তি অপসারণ করতে হবে।'

এদিকে সূত্র জানায়, হেফাজতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ও বিশেষ যোগাযোগ রক্ষা করে চলছে এমন ২০ ব্যক্তি ও সংগঠনকে চি! ত করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী। যুগান্তরের হাতে এ সংক্রান্ত একটি তালিকা আসে। তালিকার প্রথম সারিতে আছেন এমন ব্যক্তি আহমাদ আবদুল্লাহ আবদুল্লাহ, এমএম নূর হোসাইন, শেখ মাহবুব নাহিয়ান, আবু নুসাইবা, এম ওয়ালিউল্লাহ তালুকদার, মাহমুদুল হাসান হাফিজ, মাওলানা শহীদুল ইসলাম কাসেমী, জিসান চিস্তি, এমএইচএম আবদুল মুকিত ও শাহ জাহান আলী। এদের সবাই বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সক্রিয় থেকে সরকারবিরোধী প্রচারণা চালাচ্ছেন। তারা শুধু সরকার নয়, অন্য ইসলামী দলগুলোর ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেন। এক নেতার বক্তব্য হচ্ছে- 'ড্রাইভারের বিরুদ্ধে রায় হওয়ার কারণে পুরো বাংলাদেশ অচল হয়। একজন আলেম জেলে গেলে চার লাখ মসজিদের ইমাম যদি বলতেন আমরা নামাজ পড়াব না। মোয়াজ্জিন যদি বলতেন আমরা আজান দেব না। মাদ্রাসায় পড়াব না। তাহলে একজন আলেমকেও কেউ জেলখানায় বন্দি রাখতে পারত না।'

যুগান্তরের অনুসন্ধানে বেরিয়ে এসেছে, হেফাজত নিয়ন্ত্রিত কওমি মাদ্রাসাগুলোর শিক্ষার্থীরা তাদের সনদের সরকারি স্বীকৃতিতে তেমন উদ্বেলিত নন। সনদের মাস্টার্সের স্বীকৃতিকে তারা কোনো প্রাপ্তি হিসেবেও দেখেন না। হাটহাজারী মাদ্রাসার একাধিক শিক্ষার্থীর সঙ্গে যুগান্তর অনুসন্ধানী টিমের কথা হয়। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, 'এভাবে সমমর্যাদার মাধ্যমে তারা তাগুদি (মূল ধারার আধুনিক শিক্ষা) শিক্ষার সঙ্গে নিজেদের শিক্ষাকে মেলাতে চান না। আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তারা কোরআন হাদিসের শিক্ষা নেন। তাদের শিক্ষা মূলত যিনি দুনিয়ার মালিক তাকে খুশি রাখার জন্য।'

এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে হেফাজতের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ বিষয়ক সম্পাদক মুফতি হারুন ইজহার সোমবার যুগান্তরকে বলেন, 'বর্তমান সরকার কওমি সনদের স্বীকৃতি দিয়েছে, তাই বলে যে এ সরকারকে হেফাজত সবকিছু উজাড় করে দেবে তা কখনই হবে না। তা ছাড়া কওমি সনদের সরকারি স্বীকৃতির জন্য বিগত বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার গেজেট প্রকাশ করেও তা বাস্তবায়ন করেনি। কিন্তু এতে তাদের তেমন কোনো ক্ষতি হয়নি।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'তবে বর্তমান সরকার সনদের স্বীকৃতি দেয়ায় সরকারের প্রতি কিছুটা হলেও তাদের সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়েছে।'

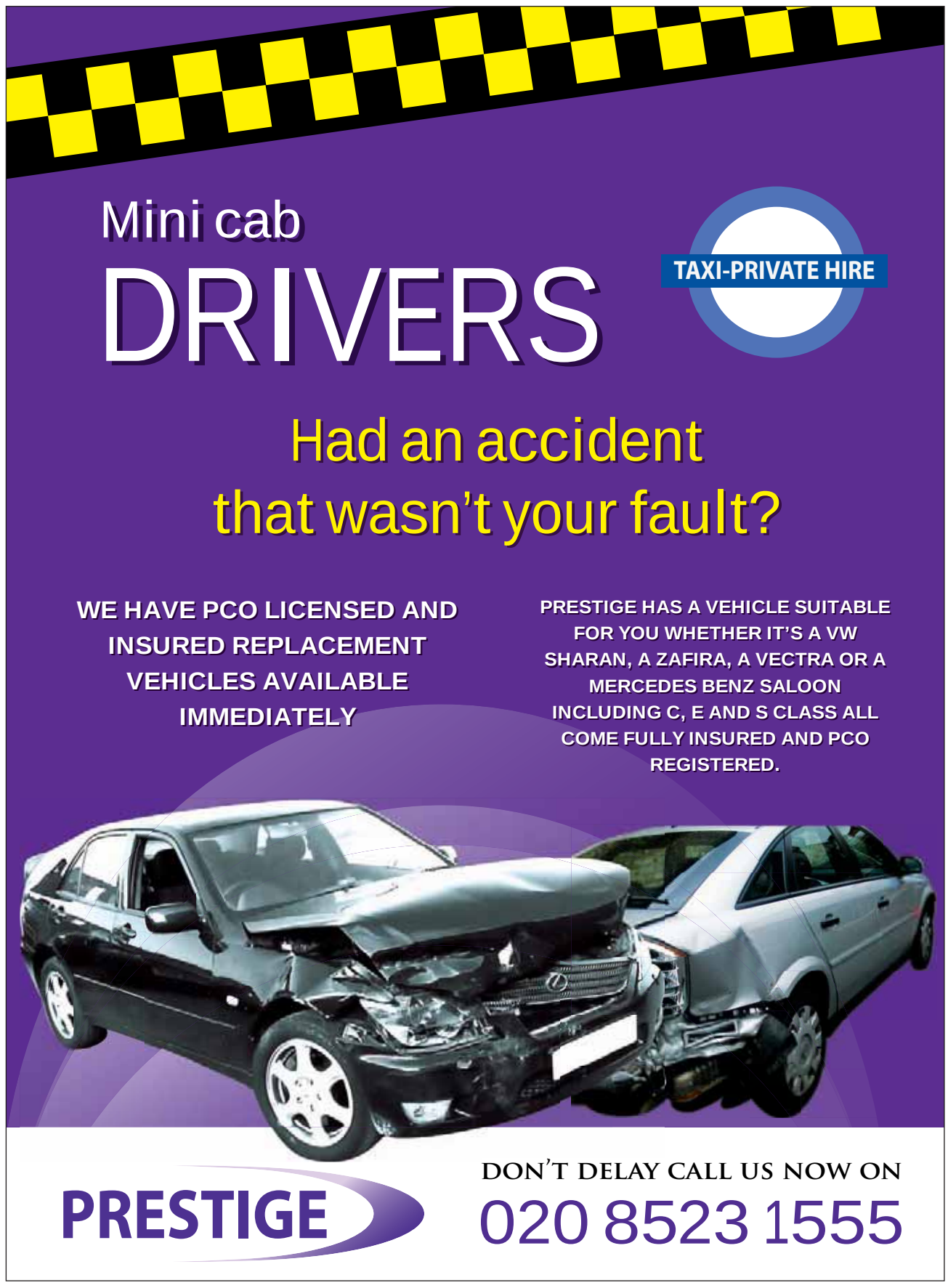

প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে মির্জা ফখরুল

তিস্তার ন্যায্য হিস্যার দাবিতে জাতিসংঘে যান

ঢাকা, ২৬ এপ্রিল : তিস্তার ন্যায্য হিস্যার দাবিতে প্রয়োজনে জাতিসংঘে যেতে সরকারকে পরামর্শ দিয়েছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। গত বুধবার দুপুরে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির মিলনায়তনে এক অনুষ্ঠানে তিনি এ পরামর্শ দেন। জিয়াউর রহমানকে নিয়ে একটি বইয়ের সংকলন প্রকাশনা উৎসব ছিল সেখানে। এর আয়োজক মুক্তিযুদ্ধ ও জিয়াউর রহমান গবেষণা পরিষদ।

অনুষ্ঠানে মির্জা ফখরুল বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারত সফর থেকে কিছু নিয়ে আসতে পারেননি, যে কারণে তাঁকে ধন্যবাদ জানানো যায়নি। এ সরকার জনগণের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে।

হাওরের প্রসঙ্গে মির্জা ফখরুল বলেন, হাওরের পানি উজান থেকে আসছে। ভারত বাঁধ দিয়ে রাখে। বেশি পানি হলে বাঁধ ছেড়ে দেয়। তখন বাংলাদেশের অনেক অঞ্চল ডুবে যায়। পানির ন্যায্য হিস্যা আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বণ্টনের দাবি জানান তিনি। তিনি বলেন, 'আমার পাওনা কোথায়? পাওনার কথা বললেই ভারতবিরোধী হয়ে গেলাম?'

মির্জা ফখরুল বলেন, বিএনপি অবশ্যই নির্বাচন চায়। সে নির্বাচন হতে হবে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে, নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পরিচালনায়।

ত্রাণমন্ত্রী মায়াকে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ

হাওরে যান ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ নিশ্চিত করুন

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়াকে বন্যাকবলিত হাওর অঞ্চলে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে ত্রাণ নিশ্চিত করার পাশাপাশি এ পর্যন্ত যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে সেগুলোর আরো বেশি প্রচারের ব্যবস্থা করারও নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

গতকাল সোমবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী এসব নির্দেশ দেন। বৈঠক শেষে একজন সিনিয়র মন্ত্রী কালের কণ্ঠকে এ তথ্য জানান। মন্ত্রিপরিষদসচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমও সাংবাদিকদের প্রায় একই ধরনের তথ্য জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, বন্যাকবলিত দেশের বিস্তীর্ণ হাওর এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের জন্য ত্রাণ বিতরণ ও পুনর্বাসনে সংশ্লিষ্টদের আরো তৎপর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ত্রাণসহ এ সংক্রান্ত অন্য যেসব মন্ত্রণালয় রয়েছে তারা যেন আরো তৎপর হয় সে ব্যাপারেও অনুশাসন দেওয়া হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী কোন ধরনের তৎপরতার কথা বলেছেন-জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদসচিব জানান, পুনর্বাসনের জন্য যা প্রয়োজন, জনগণ যাতে সন্তুষ্ট হয় এবং মনে করে তাদের জন্য কিছু করা হচ্ছে, এসব বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে বলেছেন তিনি। ত্রাণ মন্ত্রণালয় ইতিমধ্যে অ্যাকশন প্ল্যান করেছে, কাজও করছে। তারপর যেটা করছে সেটা যাতে সবাইকে জানানো হয়। অর্থাৎ ত্রাণ তৎপরতাকে প্রচারে নিয়ে আসা, এটা প্রধানমন্ত্রীর মেসেজ।

বাঁধ ভাঙা নিয়ে মানুষের মধ্যে অসন্তোষ আছে, এ বিষয়ে বৈঠকে আলোচনা হয়েছে কি না-জানতে চাইলে মন্ত্রিপরিষদসচিব বলেন, বাঁধ নিয়ে আলোচনা হয়নি। অন্য

ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা হয়েছে। বিশেষ করে মানুষ ঠিকভাবে ত্রাণ পাচ্ছে কি না, এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

মন্ত্রিসভা বৈঠক শেষেই হওরের উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনামন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া। গতকাল তিনি নেত্রকোনার ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেন।

হাওরের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য প্রচারের জন্যও প্রধানমন্ত্রী সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়েছেন। ধারণা করা হচ্ছে, গত রবিবার সচিবালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তমন্ত্রণালয় বৈঠক শেষে গণমাধ্যমের কাছে কয়েকজন সচিব হাওরের ক্ষয়ক্ষতির যে পরিসংখ্যান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী সেদিকেই ইঙ্গিত করেছেন। ওই বৈঠক শেষে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব মো. মাকসুদুল হাসান খান বলেছিলেন, 'হাওরে বন্যায় এক হাজার ২৭৬ টন মাছ নষ্ট হয়েছে এবং তিন হাজার ৮৪৪টি হাঁস মারা গেছে। কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ জানিয়েছিলেন, 'বন্যায় দুই লাখ হেক্টর জমির ফসল নষ্ট হয়েছে। যেখান থেকে ছয় লাখ টন চাল পাওয়া যেত।' এ ছাড়া পানিসম্পদ বিভাগের সচিব ড. জাফর আহমদও বিভিন্ন তথ্য জানান।

'ইপিজেডে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করার কথা ভাবুন' : বাংলাদেশের রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকাগুলোতে (ইপিজেড) ট্রেড ইউনিয়ন না করে উন্নত দেশগুলোর মতো ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন করার কথা ভাবতে সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গতকালের মন্ত্রিসভা বৈঠকে এ নির্দেশনা দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমেরিকা ও ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতেও তো ট্রেড ইউনিয়ন নেই। তাদের ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন আছে, যারা শ্রমিকদের কল্যাণে কাজ করে। তাই বাংলাদেশের পোশাক কারখানা ও ইপিজেডগুলোতে ট্রেড ইউনিয়ন না করে ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আদলে কিছু করার কথা ভাবা যায়।

মৎস্য সংঘ নিরোধ আইনের খসড়া নীতিগত অনুমোদন : মন্ত্রিসভা 'মৎস্য সংঘ নিরোধ আইন-২০১৭'-এর খসড়ার নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে। মন্ত্রিপরিষদসচিব জানান, এটি একটি নতুন আইন। বিভিন্ন দেশ থেকে মৎস্য বা মৎস্যজাত পণ্য, যেমন পোনা, রেণু ইত্যাদি আমদানির সময় যাতে রোগজীবাণু না থাকে, এই আইনে সেই সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে। আমাদের দেশে যেসব মৎস্য জাতীয় প্রাণী আমদানি নিষিদ্ধ, সেগুলো যেন ভুলক্রমেও না আসে। পিরানহা ও আফ্রিকান মাগুর আমাদের দেশে আমদানি নিষিদ্ধ। এগুলোর উৎপাদন, প্রজনন, বিপণন, পরিবহন সবই নিষিদ্ধ। এসব আনা হলে আইনটি প্রয়োগ করা হবে। কেউ যদি আইন অমান্য করে, তাহলে অনূর্ধ্ব দুই বছরের কারাদণ্ড বা পাঁচ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে।

বিএনপি পুনর্গঠনে ৫১টি টিম গঠন

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল : অনেক দিন ধরে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ঝিমিয়ে থাকা দলকে সারা দেশে পুনর্গঠন করতে ৫১টি টিম গঠন করেছে বিএনপি। ৫১ নেতার নেতৃত্বে এসব টিম সারা দেশে কর্মিসভা এবং দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদারে নির্দেশনা দেবে বলে জানিয়েছেন দলের জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী। তিনি অভিযোগ করেন, কোনো ইস্যু ছাড়াই পুলিশ দেশজুড়ে বিশেষ অভিযানের নামে বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের আবারও গণগ্রেপ্তার ও হয়রানি শুরু করেছে।

গতকাল সোমবার দুপুরে নয়াপলটনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে রিজভী এসব কথা বলেন। তিনি বলেন, 'সারা দেশে প্রতিটি জেলায় কর্মিসভা করবেন দলের কেন্দ্রীয় নেতারা। সেখানে জাতীয় রাজনীতি নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন, সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে তাঁরা আলোচনা করবেন। এই ৫১টি টিমের নেতারা দলের ৭৫টি রাজনৈতিক জেলায় কর্মিসভায় অংশ নেবেন।'

৫১ নেতার কার দায়িত্বে কোন এলাকা : দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের দায়িত্বে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ এবং মানিকগঞ্জ; স্থায়ী কমিটির সদস্যদের মধ্যে ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেন চট্টগ্রাম উত্তর ও দক্ষিণ জেলা এবং মহানগর; মির্জা আব্বাস বরিশাল উত্তর ও দক্ষিণ এবং মহানগর; গয়েশ্বর চন্দ্র রায় রাজশাহী জেলা ও মহানগর; আবদুল মঈন খান নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর; নজরুল ইসলাম খান রংপুর জেলা ও মহানগর; আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী সিলেট জেলা ও মহানগরের দায়িত্ব পেয়েছেন।

দলের ভাইস চেয়ারম্যানদের মধ্যে আবদুল্লাহ আল নোমান ময়মনসিংহ উত্তর ও দক্ষিণ; অধ্যাপক এম এ মান্নান নারায়ণগঞ্জ জেলা ও মহানগর; হাফিজ উদ্দিন আহম্মদ নীলফামারী ও লালমনিরহাট; চৌধুরী কামাল ইবনে ইউসুফ রাজবাড়ী ও গোপালগঞ্জ; আলতাফ হোসেন চৌধুরী ঝালকাঠি; সেলিমা রহমান নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ; মোহাম্মদ শাহজাহান মৌলভীবাজার ও হবিগঞ্জ; মীর মো. নাসিরউদ্দিন চাঁদপুর ও কক্সবাজার; খন্দকার মাহবুব হোসেন ঢাকা জেলা; রুহুল আলম চৌধুরী কুড়িগ্রাম; ইনাম আহমেদ চৌধুরী শেরপুর; আমিনুল হক চাঁপাইনবাবগঞ্জ; আবদুল আউয়াল মিন্টু কুমিল্লা উত্তর ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া; এ জেড এম জাহিদ হোসেন সিরাজগঞ্জ ও পাবনা; শামসুজ্জামান দুদু কুমিল্লা দক্ষিণ ও বান্দরবান; আহমেদ আজম খান জামালপুর ও শরীয়তপুর; জয়নাল আবেদীন গাজীপুর; নিতাই রায় চৌধুরী বরগুনা; শওকত মাহমুদ রাঙামাটি ও খাগড়াছড়ি জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন।

অন্যদিকে চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমান উল্লাহ আমান টাঙ্গাইল; মিজানুর রহমান মিনু পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও; আবুল খায়ের ভুঁইয়া মাগুরা; জয়নুল আবদিন ফারুক জয়পুরহাট; অধ্যাপক জয়নাল আবেদীন ঝিনাইদহ; মনিরুল হক চৌধুরী মেহেরপুর; ফজলুর রহমান নরসিংদী; হাবিবুর রহমান হাবিব পটুয়াখালী; আতাউর রহমান ঢালী ফেনী এবং নাজমুল হক নান্নু পেয়েছেন ফরিদপুর জেলার দায়িত্ব।

জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবীর রিজভী পেয়েছেন খুলনা জেলা ও মহানগরের দায়িত্ব। যুগ্ম মহাসচিবদের মধ্যে মাহবুব উদ্দিন খোকন মাদারীপুর; মজিবর রহমান সরোয়ার ভোলা; সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন আলাল যশোর; খায়রুল কবীর খোকন নাটোর; হাবিবউন নবী খান সোহেল বগুড়া ও গাইবান্ধা এবং হারুন অর রশীদ নওগাঁ জেলার দায়িত্ব পেয়েছেন।

সাংগঠনিক সম্পাদকদের মধ্যে ফজলুল হক মিলন মুন্সীগঞ্জ; রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলু বাগেরহাট ও চুয়াডাঙ্গা; নজরুল ইসলাম মঞ্জু নড়াইল; আসাদুল হাবিব দুলু দিনাজপুর ও সৈয়দপুর এবং সাখাওয়াত হোসেন জীবন পেয়েছেন সুনামগঞ্জের দায়িত্ব। এ ছাড়া বিশেষ সম্পাদক ড. আসাদুজ্জামান রিপন পিরোজপুর; প্রচার সম্পাদক শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি সাতক্ষীরা ও ঝিনাইদহ এবং ঝিনাইদহ জেলা সভাপতি মশিউর রহমানকে কুষ্টিয়া জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

ইস্যু ছাড়াই ফের গণগ্রেপ্তার : সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবীর রিজভী অভিযোগ করেন, কোনো ইস্যু বা আন্দোলন-সংগ্রাম কিংবা কোনো কারণ ছাড়াই বিশেষ অভিযানের নামে দেশব্যাপী বিএনপিসহ বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের আবারও গণগ্রেপ্তার শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। নেতাকর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে পুলিশ ও ডিবি পুলিশ ব্যাপক তাণ্ডব চালাচ্ছে। নেতাকর্মীদের না পেলে তাদের পরিবারের সদস্যদের লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। এমনকি শিশুরাও রক্ষা পাচ্ছে না নিপীড়ন থেকে। তিনি বলেন, 'আমরা এই গণগ্রেপ্তারের নিন্দা জানাচ্ছি।'

বিএনপির এই নেতা বলেন, সরকার হেফাজতের সঙ্গে সখ্য গড়ে তুলতে চাচ্ছে শুধু ভোটের জন্য। এটা ভোটারবিহীন সরকার ও সরকারপ্রধানের আপসকামী অনৈতিক রাজনীতির এক কলঙ্কজনক দৃষ্টান্ত। এই দ্বিচারিতার রাজনীতি যাতে কেউ ধরতে না পারে, সে জন্য বিএনপির নেতাকর্মীদের গ্রেপ্তারে অভিযান চালাচ্ছে।

হাওরে দূষণের তদন্তে অনাস্থা বিএনপির : সুনামগঞ্জে হাওরের পানি পরীক্ষা করে তেজস্ক্রিয় দূষণের বিষয়টি পরমাণু শক্তি কমিশন নাকচ করলেও তাতে অনাস্থা জানিয়েছে বিএনপি। রুহুল কবীর রিজভী সীমান্ত এলাকায় দূষণের জন্য ভারতকে দায়ী করে বলেছেন, সরকার জেনেও এই 'অন্যায়কে' প্রশ্রয় দিচ্ছে।

সম্প্রতি অসময়ে ঢলে তলিয়ে যায় সিলেট অঞ্চলের বিভিন্ন হাওর। হাওরে মাছ ও হাঁসের মরে ভেসে থাকার খবর আসার পর ইউরেনিয়াম-দূষণের সন্দেহের কথাও আসে। এর পরিপ্রেক্ষিতে পরমাণু শক্তি কমিশনের একটি দল সুনামগঞ্জের হাওরের পানি পরীক্ষা করে রবিবার জানায়, সেখানে ইউরেনিয়াম-দূষণের কোনো প্রমাণ তারা পায়নি। পানিতে তেজস্ক্রিয়তার মাত্রাও স্বাভাবিকের চেয়ে কম।

আনজুমানে আল ইসলাহ ম্যানচেস্টার ডিভিশনের উদ্যোগে ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত

আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের উদ্যোগে সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরী ফুলতলী (রহঃ), ম্যানচেস্টারের শাহজালাল মসজিদের দীর্ঘদিনের ইমাম হাফিজ মাওলানা সায়্যিদ ফজলুর রহমান (রহঃ) এবং হাইড জামে মসজিদের ইমাম হাফিজ মাওলানা নজির আহমদ (রহঃ) এর স্মরণে এক সম্প্রতি এক ইসালে সওয়াব মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ম্যানচেস্টারের ইকবাল ব্যাংকুয়েটিং হলে আনজুমানে আল ইসলাহ গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশনের প্রেসিডেন্ট মাওলানা আবদুল মতিনের সভাপতিত্বে ও জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা খায়রুল হুদা খানের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠিত ইসালে সওয়াব মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহর কেন্দ্রীয় সভাপতি বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ হুছামুদ্দীন চৌধুরী।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র প্রেসিডেন্ট শায়খুল হাদীস আল্লামা হাফিজ আবদুল জলিল, জেনারেল সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী, দারুল হাদিস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্টের প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী, স্যান্ডওয়েল কাউন্সিলের প্রথম বাঙালি ও মুসলিম মেয়র আলহাজ্ব আহমদুল হক এমবিই, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র উপদেষ্টা আলহাজ্ব গোলাম মোস্তফা চৌধুরী এমবিই, ময়নুল আমীন বুলবুল, আলহাজ্ব সুরাবুর রহমান, মাওলানা মুফতি ইলিয়াছুর রহমান, মাওলানা সাদ উদ্দিন সিদ্দিকী, হাজী আরজু মিয়া মিয়া, মাওলানা ফখরুল হাসান রুতবাহ, মাওলানা মুফতি আবদুর রহমান, মাওলানা ফরিদ আহমদ চৌধুরী, মাওলানা এম,এ কাদির আল হাসান, মাওলানা মুফতি আশরাফুর রহমান, মাওলানা আবদুল কাহহার প্রমূখ। প্রধান অতিথির বক্তব্যে হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী বলেন, হক্কানী আলিমের পরিচয় হল তিনি তাঁর কাজে খালিস তথা একনিষ্ঠ হবেন এবং একমাত্র আল্লাহকে খুশি করার জন্য আমানতদারির সাথে তাঁর দায়িত্ব আদায় করবেন। মাহফিলে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন দারুল হাদিস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্টের শিক্ষার্থী ক্বারি নজমুদ্দীন এবং নাশীদ পরিবেশন করেন মাওলানা ফখরুল ইসলাম।

মাহফিলে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দারুল হাদিস লাতিফিয়া নর্থওয়েস্টের সেক্রেটারি আলহাজ্ব আবদুল মুছাব্বির, সিলেট ট্রাভেলস'র সত্ত্বাধিকারী হাসান মতিন সিপার, খন্দকার ট্রাস্টের চেয়ারম্যান সূফি খন্দকার, সোনালী ব্যাংকের সাবেক ম্যানেজার আবদুল হামিদ, আনজুমানে আল ইসলাহ ওলডহ্যাম শাখার সেক্রেটারি হাফিজ শামসুজ্জামান সুহেল, ব্রাডফোর্ড শাখার প্রেসিডেন্ট মাওলানা নজরুল ইসলাম, সেক্রেটারি এম এ রব, কিথলী শাখার প্রেসিডেন্ট বাবলু মিয়া, শেফিলড শাখার প্রেসিডেন্ট হাফিজ শামসুল ইসলাম চমক আলী, ম্যানচেস্টার শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব আনসার খান, উপদেষ্টা আলহাজ্ব আকরম উল্লাহ, মাওলানা মুফতি আবদুল ওয়াদুদ, আলহাজ্ব শফিক মিয়া, আলহাজ্ব আবদুস সালাম, আলহাজ্ব আবদুল হান্নান, মকসুদুল করীম চৌধুরী, আলহাজ্ব সৈয়দ ওসমান আলী মটুক মিয়া, জিএমবিএর ভাইস চেয়ারম্যান শায়েকুল ইসলাম, সেক্রেটারি ডিএন কুরেশী, গ্রেটার ম্যানচেস্টার ডিভিশন আল ইসলাহ নেতা মাওলানা হাফিজ হেলাল উদ্দিন, মাওলানা এমএ বাছিত আশরাফ, মাওলানা মাহবুবুল ইসলাম লিয়াকত, মাওলানা বেলালুর রহমান, আলহাজ্ব মুবাশ্বির আলী প্রমুখ। ইসালে সওয়াব মাহফিলে বিশ্ব মুসলিমের মঙ্গল কামনা করে বিশেষ মোনাজাত পরিচালনা করেন প্রধান অতিথি হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বাউল এম হোসেনের 'মনের মানুষ' অ্যালবাম এখন বাজারে

বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী বাউল এম হোসেনের মনের মানুষ অ্যালবাম গত ৬ মার্চ সোমবার সিলেট কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে এটি প্রকাশিত হয়। বিপুল উসাহ উদ্দিপনায় সিলেটের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে সিলেটের শিল্পী, গুণিজনের উপস্থিতিতে এটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠিত হয়। বাউল এম হোসেনের মনের মানুষ ৬ষ্ঠ এ্যালবাম হলো এটি। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করেন বাংলাদেশের বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী, বাংলাদেশ বেতারের বিশেষ শ্রেণীর শিল্পী বাউল হেলাল উদ্দিন, বাউল বিরহী কালা মিয়া, বাউল ইকরাম উদ্দিন, মেহেদী সরকার, এম সায়হান, সাজ্জাদ সুমন, জীবন আহমেদ, জুয়েল আহমদ, লিটন চন্দ্র, শিল্পী মল্লিক, সেলিনা আকতার বিউটি, হাবিবা আকতার জুমা, বাউল আব্দুল খালিক, শরিফ শাহসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

বাউল এম হোসেন ১৯৭৬ সালে সিলেট জেলার বিয়ানীবাজার উপজেলার চারখাই ইউনিয়নের কামারগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মসন্দর আলী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইতালিয়ান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের অভিষেক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ইতালিয়ান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন ইউকের উদ্যোগে অভিষেক ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান গত ১৮ এপ্রিল মঙ্গলবার পূর্ব লন্ডনের দ্য রয়েল রিজেন্সি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

অনুষ্ঠান দুই পর্বে ভাগ করে প্রথম পর্বে সভাপতিত্ব করেন আহবায়ক আলী আকবর খোকন এবং দ্বিতীয় পর্বে সভাপতিত্ব করেন সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি আব্দুল হালিম। সাধারণ সম্পাদক আজাদ এর উপস্থাপনায় অভিষেক অনুষ্ঠানে বক্তারা বাংলাদেশী ইতালিয়ান কমিউনিটিকে ঐক্যবদ্ধ থেকে বাংলার সংস্কৃতি ঐতিহ্য অক্ষুন্য রেখে ব্রিটিশ কালচার এবং অর্থনীতিতে অবদান রেখে মুলধারার সাথে এক হাতে কাজ করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইলফোর্ড সাউথ এমপি মাইক গেপস, রেডব্রীজ মেয়র মি. গুরডাইল ভ্রামর, লক্ষীপুর জেলার সাবেক এমপি শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এনি, টাওয়ার হ্যামলেটসের সাবেক মেয়র মতিনুজ্জামান, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালেক, নিউহ্যাম কাউন্সিলার আয়শা সিদ্দিকী, নিউহ্যাম কাউন্সিলের ডিপুটি মেয়র জয় লেগুডা, বার্কিংহাম এন্ড ডাগেনহামের কাউন্সিলার জি মাদরিদ, টাওয়ার হ্যামলেটসের ডিপুটি স্পিকার সাবিনা আক্তার প্রমূখ। হাবিবুর রহমান চুন্নুর উপস্থাপনায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে শতাব্দী কর, সাজ্জাদ, সিলভী ইকবাল, শাহনাজ সুমী, মনজুরী মন্ডল, স্নিগ্ধা কামরুল, মুনা আহমেদ, বাধন, ইলভা ও অন্যান্য শিশু শিল্পীরা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করেন।

শেষে প্রীতিভোজ ও র‍্যাফল ড্র অনুষ্ঠিত হয়। যার প্রথম পুরস্কার ছিল লন্ডন থেকে ঢাকা এয়ার টিকেট এবং দ্বিতীয় পুরস্কার পিলিপস এইচডি। সকল পুরস্কার ছিলো বাংলাদেশী প্রোডাক্ট নোয়া গ্রুপের সৌজন্যে।

আল-মিজান স্কুলের ১৫ বছর পূর্তিতে বিশেষ ফান ডে

সহস্রাধিক শিশু-কিশোর ও অভিভাবকের সমাগম

ইস্ট লন্ডন মসজিদ পরিচালিত আল-মিজান স্কুলের ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে এক জমজমাট ফানডে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩ এপ্রিল রোববার অনুষ্ঠিত এ ফানডে অনুষ্ঠানে স্কুলের শিক্ষার্থী ও অভিভাবকসহ সহস্রাধিক দর্শনার্থীর সমাগম ঘটে। দিনব্যাপী আনন্দঘন পরিবেশে সময় কাটান আগতরা।

সকাল ১১টায় শুরু হওয়া অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে বিকেল ৫টায়। দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে শিশুদের আনন্দ উপভোগের জন্য ছিলো বাউন্সি ক্যাসেল, গ্লাডিয়েটর ডুয়েল, টেবিল টেনিস, হেনা মেহেদী সাজ, ফেইস পেইন্টিং ইত্যাদি। ছেলে-মেয়েরা পরম আনন্দ উল্লাসে মেতে ওঠেছিলো ফান ফেয়ারে। অভিভাবকেরাও ছেলেমেয়ের সঙ্গে আনন্দ ভাগাভাগি করে নেন। এছাড়াও হরেক রকমের খাবার উপভোগ করেন দর্শনার্থীরা। অনুষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের ক্বেরাত প্রতিযোগিতা ছিলো উল্লেখযোগ্য। প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানের কো-অর্ডিনেটর ছিলেন আল-মিজান প্রাইমারি স্কুলের হিফজ শিক্ষক কমর হোসাইন ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন সিনিয়র তাহফিজ শিক্ষক হাফিজ আমজাদ হোসেইন।

উল্লেখ্য, আল-মিজান স্কুল তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের ন্যাশনাল কারিকুলামের পাশাপাশি হিফজুল কুরআন শিক্ষা দিয়ে থাকে। চলতি বছর সেপ্টম্বর মাস থেকে ছেলেদের পাশাপাশি মেয়েদেরকেও ভর্তি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইউকে টু সিরিয়া

৯০টি অ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সিরিয়ার উদ্দেশে ২৫০ স্বেচ্ছাসেবীর যাত্রা

শিহাবুজ্জামান কামাল, লন্ডন: সিরিয়ায় ভয়াবহ যুদ্ধের কারণে হাজার হাজার আহত মানুষ ওষুধ ও চিকিৎসার অভাবে নিদারুণভাবে কাতরাচ্ছে। তাঁদের সাহায্যার্থে যুক্তরাজ্যভিত্তিক কয়েকটি চ্যারিটি সংস্থা এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। তাঁরা বিভিন্ন ইভেন্টের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করে যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার জন্য ৯০টি এ্যাম্বুলেন্স এর ব্যবস্থা করেন।

গত ২৩ এপ্রিল সোমবার বিভিন্ন চ্যারিটি সংস্থার একটি প্রতিনিধিদল সিরিয়ার উদ্দেশে লন্ডন ত্যাগ করেন।

যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার অসহায় মানুষের সাহায্যার্থে ইতোমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থা নানাভাবে তাঁদের সাহায্য অব্যাহত রেখেছে। সেখানে খাদ্য, পানি, ওষুধ, তাবুসহ প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী অসহায়, দুস্থ মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হচ্ছে।

এ ব্যাপারে প্রতিনিধিদলের সদস্য আতিক জানান, যুক্তরাজ্যভিত্তিক রেজিস্টার্ড চ্যারিটি সংস্থা, হিউম্যান এইড ইউকে, আনা এইড, সিরিয়া টেন ও হ্যান্ড ইন হ্যান্ড সিরিয়া'র যৌথ উদ্যোগে ৯০টি এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে তাঁরা যুক্তরাজ্য থেকে বাই রোড সিরিয়ার উদ্দেশে যাচ্ছেন। আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা 'মালয়েশিয়া লাইফ লাইন ফর সিরিয়া' এই সংস্থার ২০জনের একটি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিনিধি দল তাঁরা সিরিয়ার জন্য অর্থ সংগ্রহ করে ১০টি এ্যাম্বুলেন্স নিয়ে যুক্তরাজ্যে পৌছেন। তিনি জানান ৯০টি এ্যাম্বুলেন্স সিরিয়ার বিভিন্ন হসপিটালে সেখানকার কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হবে। তিনি আরো জানান, তাঁদের গন্তব্য স্থান টার্কি ও বলগেরিয়া বর্ডারে পৌছার পর, তাঁদের সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিদের কাছে তাঁরা এই এ্যাম্বুলেন্সগুলো হস্তান্তর করে শীঘ্রই যুক্তরাজ্যে ফিরবেন। প্রতিনিধিদলে রয়েছেন প্রায় ২৫০ সেচ্ছাসেবী।

যে সকল রেজিস্টার্ড চ্যারিটি সংস্থার মাধ্যমে এই অ্যাম্বুলেন্সগুলো হস্তান্তর করা হবে সেগুলো হচ্ছে হিউম্যান এইড ইউকে, আনা এইড, হ্যান্ড ইন হ্যান্ড সিরিয়া, হেলথ ডিরেকটরেট, আইএইচআর, গ্লোবাল রিলিফ ট্রাস্ট, সিরিয়া টেন এবং মালয়েশিয়ান লাইফ লাইন ফর সিরিয়া।

সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

KUSHIARA

Travels ● Cargo ● Money Transfer ● Courier Service

Hotline: 0207 790 1234 (PBX)
Direct: 0207 702 7460

Open 7 days a week 10am-8pm

TRAVEL SERVICES
- CHEAP AIR TICKETS FOR INTERNATIONAL & DOMESTICFLIGHTS ON YOUR CHOICE OF DESTINATIONS
- HAJJ & HOLIDAY PACKAGES
- LOW COST FLIGHTS TO ANY CITY AROUND THE WORLD
- WORLDWIDE CARGO SERVICE
- WE CAN HELP WITH: Passport - No Visa - Renewal Matters

CARGO SERVICES
- আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।
- বাংলাদেশের ঢাকা ও সিলেটসহ যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌছে দিয়ে থাকি
- আমরা ডিএইচএল -এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি

Biman BANGLADESH IATA বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকেটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি

- Worldwide Money Transfer
- Bureau De Exchange

We buy & sell BDTaka, USD, Euro

313-319 COMMERCIAL ROAD
LONDON E1 2PS, F: 0207 790 3063
E: kushiaratravel@hotmail.com

ঢাকা ও সিলেটসহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার ফ্ল্যাট, বাসাবাড়ি ও জমি ক্রয়-বিক্রয়ে আমরা সহযোগিতা করি।

St> is-04-cont

S & M building Maintenance ltd

- SYSTEM TO COMBI BOILER CONVERTION
- BOILER SERVICE & NEW INSTALLATION
- CENTRAL HEATING POWER FLASHING
- LANDLORD GAS SAFETY CERTIFICATE
- ALL ASPECTS OF PLUMBING WORK
- COOKER SERVICE & INSTALLATION
- REFURBISH THE WHOLE HOUSE

GAS safe REGISTER No: 231695

ABDUL MUNIM CHOUDHURY
UNIT 21-THE WHITECHAPEL CENTRE
85-MYRDLE STREET LONDON E1 1HL

Mob 07863 289758
07985 262 696
Email:
s-m-building
@hotmail.com

সুখবর সুখবর সুখবর

মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকের চ্যারিটির পক্ষ থেকে লন্ডনের জনসাধারনের সুবিধার্থে মুসলীম ম্যারিজ সার্টিফিকেট এবং ডিভোর্স সার্টিফিকেট এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

Good News: We arrange Marriage Certificate & Divorce Certificate

ব্যবস্থাপনায়- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে

CHARITY COMMISSION Charity No. 1125118

বিস্তারিত জানার জন্য যোগাযোগ করুন:

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

চেয়ারম্যান- মদীনাতুল উলূম ওয়েলফেয়ার ট্রাষ্ট ইউকে, প্রতিষ্ঠাতা প্রিন্সিপাল - জামেয়া ইসলামিয়া মদীনাতুল উলূম মাদ্রাসা, নয়া নম্বহাটি- ছাতক, সুনামগঞ্জ, বাংলাদেশ।
(সাবেক) ইমাম ও খতীব - লাইম হাইস জামে মসজিদ, লন্ডন

ফোন: 07533 412 951, Email: shamsul1977@hotmail.co.uk
170 Cannon Street, London E1 2LH M: 07949872154

মাওলানা ক্বারী শামছুল হক (ছাতকী)

St> is-50-07

আল-কুরআন একাডেমী লন্ডনের উদ্যোগে ইতালির রোম শহরে কুরআন বিতরণ

আল কোরআন একাডেমীর বিশ্বব্যাপী বিনামূল্যে অনুবাদসহ কোরআন বিতরণের অংশ হিসেবে গত শনি ও রবিবার ৮ও ৯ এপ্রিল ইতালির রোম শহরে বাংলাদেশী কমিউনিটির মাঝে একাডেমী কোরআন বিতরণ করে। রোমের পিয়াচ্ছা ভিত্তোরিও পার্ক মসজিদে অনুষ্ঠিত কোরআন বিতরণ অনুষ্ঠানে আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের সম্মানিত চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া বিশেষ অতিথি হিসেবে আল কোরআন একাডেমী লন্ডনের মার্কেটিং ডিরেক্টর শেখ আখলাক আহমদ ও বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব জনাব রুহুল আমিন আকনও উপস্থিত ছিলেন । কুরআন বিতরণ অনুষ্ঠানটিতে সভাপতিত্ব করেন রোমের পিয়াচ্ছা ভিত্তোরিও পার্ক মসজিদের খতিব হাফেজ মাওলানা মুফতি হাবিবুর রহমান কাসেমী । কোরআন বিতরণ অনুষ্ঠানে একাডেমীর চেয়ারম্যান হাফেজ মুনির উদ্দিন আহমদ বলেন, এ পর্যন্ত একাডেমী সারাবিশ্বে প্রায় ৭ লক্ষাধিক বাংলা ইংরেজী অনুবাদসহ কোরআন বিতরণ করেছে।

একাডেমী বাংলাদেশ, ভারত নেপাল, ইউকেতে বাংলা ইংরেজী ও নেপালী ভাষায় কোরআন বিতরণ করে আসছে তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজ আপনাদের শহর রোমে এসেছি আমাদের বাংলাদেশী কমিউনিটিতে সবার হাতে এক কপি কোরআন তুলে দিতে। এ সময় তিনি একাডেমীর কোরআন বিতরণ কার্যক্রম আরো ব্যাপকভাবে সারাবিশ্বে ছড়িয়ে দিতে দলমত জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সকল শ্রেনীর সকল পেশার সহযোগিতার প্রয়োজন উল্লেখ করে বলেন, সামনের দিনগুলোতে একাডেমী শুধু বাঙ্গালীদের মাঝেই নয় এ বিতরণ কার্যক্রমের আওতায় সকল কমিউনিটির সকল মানুষের মাঝে পৌছে দিতে চায় । অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন একাডেমীর মার্কেটিং ডিরেক্টর শেখ আখলাক আহমদ ও রুহুল আমিন আকন। কোরআন বিরতণ অনুষ্ঠানে ইটালির রোমের বাঙ্গালী কমিউনিটির বিভিন্ন ব্যবসায়ী,চাকুরীজীবি,লেখক,সাংবাদিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন । কোরআন বিতরণ অনুষ্ঠানটি যৌথভাবে আযোজন করে আল কোরআন একাডেমী ও চ্যানেল এস টেলিভিশন।

এছাড়া গত ৯ এপ্রিল রোমের মসজিদ-এ-মক্কি তে সন্ধ্যা ৭টায় স্থানীয় কমিউনিটির উদ্যোগে কোরআন মাহফিল ও কোরআন বিতরণ প্রোগ্রামের আয়োজন করা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানে আল কোরআন একাডেমীর চেয়ারম্যান প্রধান অতিথি হিসেবে ও বিশেষ অতিথি হিসেবে শেখ আখলাক আহমদ ও রুহুল আমিন আকন উপস্থিত ছিলেন। মসজিদে-এ-মক্কির কোরআন বিতরন ও কোরআন মাহফিলটি পরিচালনা করেন মুফতি ওয়ালী উল্লাহ খান মসজিদে -এ-মক্কির সম্মানিত খতিব । অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন গোলাম মোহাম্মদ কিবরিয়া । আরো উপস্থিত ছিলেন মসজিদে-এ-মক্কির সিনিয়র সহসভাপতি হাজী আবদুর রাজ্জাক ও সহসভাপতি হাজী নূরে-আলম সিদ্দিক এবং সাধারণ সম্পাদক হাজী ইদ্রিস ফরাজী ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মোঃ স্বপন হাওলাদার । মাহফিল ও কোরআন বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলের হাতে একাডেমী অনুবাদসহ এক কপি করে কোরআন শরীফ তুলে দেন।

কোরআন বিতরণের অনুষ্ঠানে ইটালীর বাংলাদেশী মানুষদের মাঝে ব্যাপক উতসাহ লক্ষ্য করা গেছে । তারা আল কোরআন একাডেমীর অনুবাদসহ এক কপি বাংলা কোরআন হাতে পেয়ে খুব খুশি হন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলেই তার নিজ নিজ এলাকায় কোরআন বিতরণের জন্য সহযোগিতার কথা ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশের মাসিক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত

রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশ ইউকে'র মাসিক সাহিত্য সভা ও কার্যকরী পরিষদের সভা গত ২৪ এপ্রিল সোমবার পূর্ব লন্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ একটি হলে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংগঠনের সভাপতি কবি রহমত আলী পাতনীর সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারি শিহাবুজ্জামান কামালের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত সাহিত্য সভায় বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কেএম আবু তাহের চৌধুরী, জিএসসি ইস্ট লন্ডন শাখার সেক্রেটারি আব্দুল মালিক কুটি, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মকবুল আলী, আলহাজ ফারুক মিয়া, মোঃ আকলাস আলী, মনসুর আলম, কামাল মিয়া, খিজিরুল ইসলাম প্রমুখ। স্বরচিত কবিতা পাঠ ও সঙ্গীত পরিবেশন করেন কবি দবিরুল ইসলাম চৌধুরী, কবি মোঃ রহমত আলী পাতনী, মাওলানা সাঈদুর রহমান চৌধুরী, আছাব আহমদ, শাহ এনায়েত করিম ও শিহাবুজ্জামান কামাল।

সভার দ্বিতীয় পর্বে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আগামী ২০ মে পূর্ব লন্ডনের এলএমসি হলে রেনেসাঁর দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয় এবং রেনেসাঁর সাহিত্য মজলিশের পক্ষ থেকে একটি ম্যাগাজিন প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

এছাড়া সংগঠনের পক্ষ থেকে এবার বিলেতের ৩ প্রবীণ কবিকে সম্মাননা প্রদান করার সভায় সিদ্ধান্ত হয়। এ ব্যাপারে আগ্রহীদের আগামী ৭ মে'র মধ্যে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। বিস্তারিত জানতে শিহাবুজ্জামান কামাল এর- (০৭৮২৫ ৩৩৬ ৭৭৯) নাম্বারে যোগাযোগ করতে অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

হত্যা, সন্ত্রাস, বর্ণবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে ইস্ট এন্ডের মসজিদসমূহের দৃঢ় অবস্থান

সম্মিলিতভাবে চরমপন্থাকে পরাজিত করতে হবে

হত্যা, সন্ত্রাস, বর্ণবাদ ও চরমপন্থার বিরুদ্ধে ইস্ট এন্ডের মসজিদ সমূহের দৃঢ় অবস্থান ও মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৪ এপ্রিল শুক্রবার পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে বাংলাদেশী মুসলিম ইউকে'র আয়োজনে মানববন্ধনে পূর্ব লন্ডনের মসজিদ সমূহ, ইমাম এবং মসজিদ কমিটির নেতৃবৃন্দ স্ব স্ব মসজিদ ও প্রতিষ্ঠানসমূহের স্বতন্ত্র ব্যানার নিয়ে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ওয়েস্টমিনিস্টার কিলিংয়ের নিন্দা জানান ও ভিকটিম পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান।

বক্তারা বলেন, সমাজে বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কেন্দ্র করে বারবারই মিডিয়াগুলো মসজিদ ও মুসলিম সম্প্রদায়কে দায়ী ও দোষি সাব্যস্থ করতে চায়। এটা সম্পূর্ণ অন্যায় ও হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত। বক্তারা বলেন, হত্যাকারী বা উগ্রবাদীদের কাজকে কোন ধর্মই সমর্থন করে না। উগ্রপন্থা অবলম্বনকারীরা আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরী করতে চায়। যে দেশে আমাদের ও আমাদের সন্তানদের জন্ম, তারা সে দেশে আমাদেরকে দূর্বল করতে চায়। আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সকল প্রকার অন্যায় হত্যা সন্ত্রাস বর্ণবদ ও উগ্রপন্থাকে প্রত্যাখ্যান করি। বক্তারা বলেন, ধর্ম পরিচয় বা বিশ্বাস যার যাই থাকুক না কেন আমরা সবাই একই দেশের নাগরিক এবং একই আদম সন্তান। জনগণের নিরাপত্তাকে যারা চ্যালেঞ্জ করে তারা সকলের কমন এনেমী বা শত্রু। আমরা শান্তি, সৌহাদ্য সম্প্রীতি ও নিরাপত্তার জন্য সকলের সাথে আজ লন্ডনের মসজিদ সমূহের দৃঢ় অবস্থান ঘোষণা করছি।

আমরা বিশ্বাস করি আমাদের মিলিত অবস্থানে এই সমাজে সন্ত্রাস ও হত্যাকান্ডের সংগঠনকারী কোনদিন সফল হতে পারবে না।

বাংলাদেশী মুসলিমস ইউকে'র মুখপাত্র মাওলানা একে মওদুদ হাসানের সভাপতিত্বে ও সমন্বয়কারী মাওলানা আবদুল হাই খানের পরিচালনায় মসজিদ সমূহের পক্ষ থেকে যৌথ বিবৃতি পাঠক করেন মাওলানা আবদুল কাদির সালেহ।

বিবৃতিতে তাঁরা সকল প্রকার চরমপন্থা, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে সকলকে একযুগে কাজ করার আহ্বান জানান। মানববন্ধনে ইস্ট এন্ড এর মসজিদ সমূহের প্রতিনিধি বৃন্দের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন টাওয়ার হ্যামলেটসের ডেপুটি মেয়র, সিরাজুল ইসলাম, মাওলানা হাফিজ আবু মাঈদ, মাওলানা তহুর উদ্দিন, মাওলানা ছাদিকুর রহমান, মাওলানা শোয়াইব আহমদ, মাওলানা সৈয়দ তামিম আহমদ, হাফিজ হোসাইন আহমদ প্রমূখ। -সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শেফিল্ডের লর্ড মেয়র ডেনিস ফক্সের সঙ্গে স্থানীয় আওয়ামী লীগের মতবিনিময়

শেফিল্ড সিটি কাউন্সিলের লর্ড মেয়র কাউন্সিলর ডেনিস ফক্স-এর সাথে শেফিল্ড আওয়ামী লীগের মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ১৯ এপ্রিল বুধবার দুপুরের শেফিলড টাউন হলে লর্ড মেয়রের অফিসে শেফিলড আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এম. মোহিদ আলী মিঠুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় মেয়র কাউন্সিলর ডেনিস ফক্স বলেন, বাংলাদেশ বিশ্বের বুকে এখন রোল মডেল একটি দেশ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন। তিনি নিজের যোগ্যতা, সাহসিকতা, দূরদৃষ্টি ও প্রাজ্ঞতায় দেশের গন্ডি পেরিয়ে আজ বিশ্বনেত্রীতে পরিণত হয়েছেন।

মতবিনিময় সভায় উপস্থিত ছিলেন রাবিয়া বেগম, মতিউর রহমান শহিন, এম. আহনাম আলী, জাহিদুল ইসলাম, ফাতেমা বেগম আলী, মোঃ খলকু মিয়া, এম ইব্রাহীম আলী, আব্দুর মতিন, সিরাক আলী প্রমূখ।

মতবিনিময় সভায় শেফিলড আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে লর্ড মেয়র কাউন্সিলর ডেনিস ফক্সকে বিশেষ সম্মাননা নৌকা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।-সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডনে সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে চেয়ারম্যান তৈয়ব মিয়া কামালী

সৈয়দপুর-শাহারপাড়া ইউনিয়নকে এগিয়ে নিতে প্রয়োজন সকলের সহযোগিতা

জগন্নাথপুরের ৭নং সৈয়দপুর শাহারপাড়া ইউনিয়নের নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান তৈয়ব মিয়া কামালী বলেছেন, অবহেলিত ও উন্নয়নের দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া সৈয়দপুর-শাহারপাড়া ইউনিয়নকে এগিয়ে নিতে হলে প্রয়োজন সকলের সহয়োগিতা। সবার সহয়োগিতা ছাড়া কোন কিছু করা সম্ভব নয়। আমি ইউনিয়নবাসীর জন্য এমন কিছু করতে চাই, যা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। সরকারী অনুদানে হোক বা আমার নিজস্ব অর্থায়নেই হোক আমি ব্যতিক্রমী কিছু করবো।

তিনি গত ২৪ এপ্রিল সোমবার সন্ধ্যায় ইস্ট লন্ডনের সোনারগাঁও রেস্টুরেন্টে পূর্ব বুধরাইল-আটঘর-আউদত গ্রাম উন্নয়ন সস্থা ইউকে'র উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবর্ধণা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলের উন্নয়নে সরকার যথেষ্ট সহযোগিতা করছে যা অতীতে কখনো দেখা যায়নি। আমাদের ইউনিয়কে এগিয়ে নিতে বেশি প্রয়োজন প্রবাসীদের সাহায্য সহয়োগিতা। আমি নিজেও একজন প্রবাসী, প্রবাসীরা যাতে দেশে অযথা হয়রানির শিকার না হন সে লক্ষ্যে আমি কাজ করছি। সংগঠনের সভাপতি সাহিত্য সংস্কৃতির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শেখ ফারুক আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সৈয়দ তফজ্জুল মিয়া। সংবর্ধিত অতিথিকে ফুল দিয়ে বরণ করেন নূর মিয়া, সংগঠনের সহ সভাপতি আব্দুল মমিন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সেক্রেটারি মখলিছ মিয়া।

বক্তব্য রাখেন খালেদ কামালী লেবু মিয়া, শামীম মিয়া, সৈয়দ বেলাল, সৈয়দ তৌরিছ প্রমূখ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংবাদিক মতিয়ার চৌধুরী, কবি আবু সুফিয়ান চৌধুরী, জগন্নাথপুর উন্নয়ন সংস্থা ইউকে'র সভাপতি তাহের কামালী, শাহাড়পাড়া যুবসংঘের সাবেক সভাপতি বিশিষ্ট শিল্পপতি শেখ আব্দুল খালিক, সৈয়দপুর শামসিয়া সমিতির সহ সভাপতি সৈয়দ জিল্লুল হক, আব্দুল মখদ্দুস, খালেদ কামালী। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

প্রাইভেট টিউশন

ইয়ার সেভেন থেকে জিসিএসই পর্যন্ত ম্যাথস, ফিজিক্স, কেমেস্ট্রি বাসায় গিয়ে যত্ন সহকারে পড়ানো হয়।

Contact:
07886 589 460
(Ruhul)

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন
বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

HARIS BUILDERS

যোগাযোগঃ এম হারিছ আলী
Mob : 07946 028 893

- Extension ■ Plumbing ■ Tiling
- Loft Conversions.
- Kitchen Fittings
- Major Redecorating
- Restaurant Decorating

(12-cot.

চেমসফোর্ডে রেস্টুরেন্ট বিক্রি

চেমসফোর্ড এলাকায় ৩৫ সীটের একটি ইণ্ডিয়ান রেস্টুরেন্ট এন্ড টেকওয়ে জরুরী ভিত্তিতে বিক্রি হবে। রেন্ট বার্ষিক ১৩ হাজার পাউন্ড। রেইট নাই। রেস্টুরেন্টের সম্মুখে ফ্রি কারপার্কিং সুবিধা আছে। উক্ত এলাকার ৭টি ভিলেজের মধ্যে এটিসহ মাত্র দুইটি রেস্টুরেন্ট রয়েছে। ব্যবসা ভালো। ম্যানেজমেন্টের অভাবে বিক্রি হবে। শুধুমাত্র আগ্রহী ক্রেতারা যোগাযোগ করুন।

(14--19) Contact: 07952 964 754 (সাদিক)

CITISIDE PROPERTIES

LANDLORDS WANTED

FEATURES:
- 2-5 YEARS LEASING
- 0% COMMISSION
- GUARANTEED RENT
- NO MANAGEMENT FEES
- FREE VALUATION OF THE PROPERTY

FOR A HASSLE FREE PROPERTY MANAGEMENT GIVE US A CALL.

CONTACT PERSON: RUZMILA HAQUE, ASST.MANAGER

CITISIDE PROPERTIES
220-222 BOW COMMON LANE, E3 4HH
PH: 07539 519 039, OFFICE: 02089814833 / 0203719948
EMAIL: ruz.mila22@gmail.com,
info@citisideproperties.co.uk

(st: 05 --)

প্লানেট হোমিও, হার্বাল ও হিজামা সেন্টার

যৌন অক্ষমতা নিয়ে যারা হতাশায় জীবনযাপন করছেন, তাদের একমাত্র সমাধান হোমিওপ্যাথি ও হার্বাল চিকিৎসায় বিদ্যমান। তাই এই চিকিৎসা গ্রহণ করে দাম্পত্যজীবন মধুময় করে তুলুন। এখানে যেসমস্ত রোগের চিকিৎসা করা হয় তার মধ্যে অন্যতম :

আমরা হিজামা, এলার্জি ও প্রস্রাব টেস্ট করে থাকি

পুরুষত্বহীনতা, গ্যাস্ট্রিক-আলসার, বুকজ্বালা, আর্থ্রাইটিস, স্ত্রীরোগ, ব্লাড-প্রেসার, ডায়াবেটিস, কোলস্টেরল, টনসিল, হে-ফিভার, এজমা, পাইলস, দাঁতের সমস্যা, মাইগ্রেন, একজিমা, কোস্ট-কাঠিন্য, সরাইসিস, হাঁপানি, সাইনোসাইটিস, এলার্জি, মাথ্যব্যাথা, চুলপড়া ইত্যাদি - এবং মেয়েদের সব ধরণের জটিল সমস্যা গোপনীয়তা রক্ষা করে ও বাচ্চাদের চিকিৎসা অতি যত্ন সহকারে করা হয়।

এখানে ইংরেজী, বাংলা ও সিলেটি ভাষায় রোগ সম্পর্কিত সকল গোপন কথা খুলে বলতে পারবেন। ইউরোপসহ দুরের রোগীদের টেলিফোন ও ই-মেইলের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়ে ডাকযোগে ঔষধ পাঠানো হয়।

Dr. Mizanur Rahman
MSc, DHMS, D.Hom, MD(AM)PhD
Secretary
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

Dr. Ahmed Hossain
MA, D.Hom(England)
Chairman
British Bangladesh Traditional Dr. Association in The UK

271a Whitechapel Road
(2nd Floor, Room G)
London E1 1BY

Tel : 020 3372 5424
Mob : 07723 706 996
Email : homoeoherbal@yahoo.co.uk

www.homoeoherbal.co.uk
খোলা : সোমবার থেকে শনিবার সকাল ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

বার্মিংহামে আল্লামা ফুলতলী (রহঃ)-এর ইসালে সাওয়াব মাহফিল

মানবতার কল্যাণ সাধনই আল্লাহর ওলিদের জীবনের ব্রত

আল্লামা আব্দুল লতিফ চৌধুরীর ফুলতলী ছাহেব কিবলা (রাঃ) এর ইসালে সাওয়াব মাহফিল উপলক্ষে গত ২৩ এপ্রিল রোববার যুক্তরাজ্যের বার্মিংহামের ঐতিহ্যবাহী লতিফিয়া ফুলতলী কমপ্লেক্সে আজিমুশ্বান মাহফিল 'দ্য ফাউন্টেইন অব লাইট' অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইসালে সাওয়াব মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটির উদ্যোগে এবং আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র সহযোগিতায় প্রতি বছর বার্মিংহামে বিশাল আয়োজনে এই মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। মাহফিলে সভাপতিত্ব করেন ইসালে সাওয়াব মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটির চেয়ারম্যান আলহাজ নাছির আহমদ এবং পরিচালনা করেন মাহফিল বাস্তবায়ন কমিটির সেক্রেটারি প্রিন্সিপাল মাওলানা এম এ কাদির আল হাসান। মাহফিল পরিচালনায় সহযোগিতায় ছিলেন হাফিজ সাব্বির আহমদ, মোঃ মিসবাউর রহমান ও খুরশেদ-উল-হক।

মাহফিলের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবার পূর্বে খতমে কুরআন, দালায়েলুল খায়রাত, খতমে খাজেগানসহ বিভিন্ন খতম সম্পন্ন হয়। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পবিত্র মক্কা মুকাররমা থেকে আগত বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ শায়েখ সায়্যিদ আল হাবিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আইদারুস। প্রধান আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ আনজুমানে আল ইসলাহ'র সভাপতি আল্লামা হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রবীণ আলেমে দ্বীন আল্লামা মুজাহিদ উদ্দিন চৌধুরী দুবাগী, আনজুমানে আল ইসলাহ ইউকে'র প্রেসিডেন্ট শায়খুল হাদীস আল্লামা আব্দুল জলিল, ভাইস প্রেসিডেন্ট মাওলানা সাদ উদ্দিন সিদ্দিকী, সেক্রেটারি মাওলানা মোহাম্মদ হাসান চৌধুরী ফুলতলী, নর্থইস্ট দারুল হাদিস লতিফিয়ার প্রিন্সিপাল মাওলানা সালমান আহমদ চৌধুরী ফুলতলী ও বিশিষ্ট ইসলামি চিন্তাবিদ মাওলানা আব্দুর রহমান নিজামী।

বার্মিংহাম বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টারের ইমাম ও খতিব মাওলানা মোঃ হুসাম উদ্দিন আল হুমায়দীর পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে শুরু হওয়া মাহফিলে প্রধান অতিথির বক্তব্যে শায়েখ সায়্যিদ আল হাবিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আইদারুস বলেন, আল্লামা ফুলতলী ছাহেব কিবলা (রাঃ) এর জীবনের বহুমুখি কর্ম ও রেখে যাওয়া বিশ্বব্যাপি অসংখ্য খেদমত প্রমাণ করে যে, তিনি একজন বড় মাপের ওলি ছিলেন। আল্লামা ফুলতলী (রাঃ) নিজে বিখ্যাত এক জন মুহাদ্দিছ, মুফাসসির এবং মুজাদ্দিদ ছিলেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশে আল্লামা ফুলতলী (র:) খেদমত স্বচক্ষে দেখতে পেরে আমি অভিভূত।

ইসালে সাওয়াব মাহফিলে হুছামুদ্দীন চৌধুরী ফুলতলী বলেন, ওলী আল্লাহগণ মানুষের বন্ধু ছিলেন। তাঁরা মানুষকে সঠিক পথের সন্ধান দান করেছেন, হারাম পরিত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, তিনি মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মহানবী (সঃ) এর প্রদর্শিত আখলাক বা চরিত্র থেকে বিচ্যুত হন নাই। তিনি মানুষকে মহব্বত করতেন, ইয়াতিম অসহায়ের পাশে দাঁড়াতেন, বিশ্বনবীর আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে তিনি চেষ্টা করে গেছেন।

শায়েখ সায়্যিদ আল হাবিব মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ আল আইদারুস এর আরবি ভাষায় প্রদত্ত বক্তব্য ইংরেজিতে অনুবাদ করেন দারুল হাদিস লতিফিয়া লন্ডনের শিক্ষক মাওলানা মারুফ আহমদ।

মাহফিলে ইসলামি সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী মিকাইল মালা, আহলে মাহাব্বা এ শানে মোস্তফা শিল্পী গোষ্ঠি। পরিশেষে মিলাদ ও বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি ঘটে।

কানাডাপ্রবাসী প্রফেসর আমিরুল হকের সঙ্গে প্রবাসী দিরাইবাসীর মতবিনিময়

যুক্তরাজ্যস্থ দিরাই প্রবাসীদের উদ্যোগে কানাডা প্রবাসী প্রফেসর আমিরুল হকের সম্মানে পূর্ব লন্ডনের মক্কা গ্রীল রেস্টুরেন্টে এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ইকবাল হোসাইনের সভাপতিত্বে, লুৎফুর রহমান খোকন ও এডভোকেট আবুল হাসনাতের যৌথ পরিচালনায় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন সামসুল হক চৌধুরী ।

সভায় বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ওমর ফারুক, নাজমুল হক চৌধুরী চান মিয়া, ইঞ্জিনিয়ার হাবিবুর রহমান মিলিক, ব্যারিস্টার ফখরুল আলম শামীম, ফিরোজুল হক, আব্দুল কাহার ও ডঃ রোয়াব উদ্দিন ।

সভায় সংবর্ধিত অতিথি আমিরুল হকের কর্মজীবনের বিভিন্ন স্মৃতি তুলে ধরা হয়। তাছাড়া দিরাই উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সাহায্যার্থে ব্যাপক আলোচনা করা হয়।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন মাহবুব হোসাইন, নজরুল ইসলাম, মাসুক মিয়া চৌধুরী, জুবের আক্তার সুহেল, মিজান চৌধুরী, আজিজুর রহমান কন্টাই মিয়া, ফারুক মিয়া চৌধুরী, আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, আব্দুল কাদির, আব্দুল মজিদ, মখলিছুর রহমান নেনু, বাবুল মিয়া তালুকদার, আব্দুল গফ্ফার, সৈয়দ জিয়াউর রহমান, মতিউর রহমান, বুলন মিয়া, ফিরোজুল হক, মিজানুর রহমান, আজিজুর রহমান লিটন, ইফতেকার আহমেদ রুবেল, ফয়ছল আহমেদ, শাহীন মিয়া প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নিউহ্যাম বিএনপির উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল নিউহ্যাম শাখার নব নির্বাচিত কমিটির এক পরিচিতি ও মতবিনিময় সভা গত ১৮ এপ্রিল মঙ্গলবার নব-নির্বাচিত কমিটির সভাপতি মোস্তাক আহমদের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক সেবুল মিয়ার পরিচালনায় নিউহ্যামের একটি রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাজ্য বিএনপি সহ সাধারণ সম্পাদক, ফেরদৌস আলম, আজমল হোসেন চৌধুরী জাবেদ, নিউহ্যাম বিএনপি সিনিয়র সহ সভাপতি আহমদ আলী, কেন্দ্রিয় জিয়া পরিষদের আন্তর্জাতিক সম্পাদক আব্দুল জলিল খান, সহ-সভাপতি মদরিছ আলী বাদশা, জহুরুল ইসলাম মামুন, শফিক উদ্দিন, আলী মিয়া, ফজলুল করিম, সিনিয়র সহ-সাধারণ সম্পাদক মোঃ মানিক মিয়া, আজিজুর রহমান লিটন, খন্দকার আব্দুল করিম নিপু, জুনের আহমদ, আমিনুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মোমিন খান মুন্না, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক অলিউর রহমান রাশেদ, প্রচার সম্পাদক ময়নুল ইসলাম, আইন বিষয়ক সম্পাদক সুফিয়া পারভীন, সহ ক্রীড়া বিষয়ক সম্পাদক আনোয়ার হোসেন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক আবুল হোসেন আলম, সহ সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোসলেহ উদ্দিন চৌধুরী মিলন ও মহিলা বিষয়ক সম্পদিকা সুলতানা রাজিয়া রাখী।

যুব বিয়ষক সম্পাদক শাহ মোঃ জুবেদ, স্বেচ্ছাসেবক বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল হামিদ, সহ প্রকাশনা সম্পাদক কামরুজ্জামান, সদস্য সমছু উল্লা, নুরুল আলম, মোঃ আমির উদ্দিন, মোঃ লিয়াকত আলী, মোঃ আহমদ আলী, সামছুল হোসেন, সিরাজুল ইসলাম, আব্দুন নুর, আব্দুস সহিদ, আহসান উদ্দিন প্রমূখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

এসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকে'র মাসিক সভা

গত ১১ এপ্রিল পূর্বলন্ডনের আল-হুদা সেন্টারে সংগঠনের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

উক্ত সভায় সংগঠনে চেয়ারপার্সন মাওলানা আব্দুল কারীমের সভাপতিত্বে ও সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা আব্দুল হাসনাত চৌধুরীর পরিচালনায় পবিত্র কালামে পাক থেকে তেলাওয়াত করেন হাফিজ মাওলানা নাসির উদ্দিন আহমদ। সভার শুরুতে সংগঠনের চেয়ারপার্সন উপস্থিত সকল সদস্যকে ধন্যবাদ জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

তারপর আলোচ্য বিষয়ের উপর ধারাবাহিক আলোচনা শুরু হয়। এতে সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতির লক্ষ্যে বিভিন্ন পরামর্শ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

তাছাড়া পূর্বনির্ধারিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ১৬ মে সংগঠনের এজিএম সফল ও বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে সকল সদস্য গুরুত্বারোপ করেন। সংগঠনের সকল সাধারণ সদস্যকে এজিএম এ উপস্থিত থেকে সংগঠনের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের মাধ্যমে সংগঠনের উন্নতী অগ্রগতির জন্য বিভিন্ন পরামর্শ প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন মাওলানা এবিএম হাসান, মাওলনা আব্দুল্লাহ আল মাহমুদ, মাওলানা রেজওয়ানুর রহমান, মাওলানা সাহেদ আহমদ, ক্বারী মনোয়ার হোসেন, মাওলানা সোহেল সিদ্দিকী ও কাজী মাওলানা নাসির উদ্দিন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

গত ১২ এপ্রিল সুনামগঞ্জ ডিস্ট্রিক এডুকেশন ট্রাস্টের উদ্যোগে পুর্ব লন্ডনের স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে সংগঠনের সভাপতি মুজিবুল হক মনির সভাপতিত্বে ও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের আহমদ হামজার পরিচালনায় এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের ট্রেজারার নুরুল হকের কোরান তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভা শুরু হয়। বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা জিল্লুল হক, হেলন মিয়া হারুন, এম জেড আই বাবুল, সফু মিয়া, তফাজ্জুল হোসেন রুহুল আমিন। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথপুর ব্রিটিশ বাঙলা এডুকেশন ট্রাস্টের সাবেক সাধারণ সম্পাদক মুজিবুর রহমান ও মাহমুদ মিয়া।

বক্তারা দেশে চার থানায় গৃহনির্মাণ ও নগদ অর্থ প্রদানে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং ভবিষ্যতে আরও অনুদান প্রদানের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শতাধিক মিডিয়াকর্মীর অংশগ্রহণে প্রেসক্লাবের বৈশাখী আড্ডা অনুষ্ঠিত

ব্যতিক্রমী এক আড্ডার মাধ্যমে বাংলা নতুন বছরকে বরণ করে নিলো লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব।

পয়লা বৈশাখের ঠিক আগের রাতে ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পূর্ব লন্ডনের মাইক্রো বিজনেস সেন্টারে আয়োজিত বৈশাখী আড্ডায় ক্লাবের শতাধিক সদস্যসহ প্রায় দেড় শত অতিথির স্বতঞ্চস্ফুর্ত ও প্রাণজ উপস্থিতি পুরো সেন্টার এলাকাকে গভীর রাত অবধি উ্সবমুখর করে রাখে।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি এবং কমনওয়েলথ জার্নালিষ্ট এসোসিয়েশন (সিজেএ) এর সহসভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশার সভাপতিত্বে বৈশাখী অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে অনুষ্ঠিত হয় ভয়েস অব আমেরিকাস্বর সিনিয়র প্রযোজক আনিস আহমদের সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ঞ্চঅন্তঞ্চপুরের নিরন্তরস্ব এর মোড়ক উন্মোচন পর্ব। যুক্তরাজ্যস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনের বর্তমান ও সাবেক তিন প্রেস মিনিস্টারকে সাথে নিয়ে বইটির মোড়ক উন্মোচন করেন প্রেসক্লাব সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা ও কবি আনিস আহমদ। প্রেস মিনিস্টাররা হচ্চেছন নাদিম কাদির (বর্তমান), আবু মুসা হাসান (সাবেক) ও বদরুল আহসান খান (সাবেক)। এরপর এই কাব্যগ্রন্থ থেকে তিনটি কবিতা আবৃত্তি করেন প্রবীণ সাংবাদিক উদয় শংকর দাশ, প্রসূন গাঙ্গুলী ও স্বয়ং কবি আনিস আহমদ।

পুরো অনুষ্ঠানটি উপস্থাপনায় ছিলেন প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি, লন্ডনের একটি লকাল গভর্ণমেন্ট অথরিটির কমিউনিকেশন্স এডভাইজার মাহবুব রহমান। সূচনা বক্তব্য রাখেন প্রেস ক্লাবের এসিসটেন্ট জেনারেল সেক্রেটারী মুসলিম উইকলির সম্পাদক মোহাম্মদ সোবহান।

কবিতা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শেষে প্রেস ক্লাবের নির্বাহী কমিটির সদস্য, বাংলা টিভির সিনিয়র নিউজ কাস্টার রুপি আমিনের নেতৃত্বে ঞ্চএসো হে বৈশাখস্ব গানটির দলীয় পরিবেশনার মধ্য দিয়ে শুরু হয় বৈশাখী আড্ডার মূল পর্ব। মেতে ওঠেন সবাই আনন্দ আড্ডায়।

একদিকে চলছিলো ইলিশ মাছ ভাজা, আর ভুনা খিচুরি রান্না, আর অন্যদিকে সবাই উপভোগ করছিলেন কবিতা, গান, কৌতুক, শ্রুতি নাটিকা। বাংলাদেশ হাই কমিশনের পক্ষ থেকে সকলকে নববর্ষের শুভেচ্চছা জানান প্রেস মিনিস্টার নাদিম কাদির।

বিশিষ্ট আবৃত্তিকার ও সংবাদ পাঠিকা মুনিরা পারভীন এবং নাট্যশিল্পী জিয়া উদ্দিন সাকলায়েন পরিবেশনায় বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের ঞ্চদাঁতের লড়াইস্ব শ্রুতি নাটকটি মুগ্ধ হয়ে উপভোগ করেন সবাই।

গান শোনান বিশিষ্ট সংবাদ পাঠিকা ডাঞ্চ জাকি রেজওয়ানা আনওয়ার, মুস্তাফা কামাল মিলন, রুবাইয়াত জাহান, সুমন শরীফ, সালমা আকতার, মাজুবা তাহমিন খান।

কবিতা আবৃত্তি করেন প্রবীণ সাংবাদিক উদয় শংকর দাশ, টিভি ব্যক্তিত্ব উর্মি মাজহার, স্পেকটার্ম রেডিওস্বর মিসবাহ জামাল, চ্যানেল এস এর সংবাদ পাঠক সাংবাদিক তৌহিদ শাকিল (স্বরচিত), আমিমুল আহসান তানিম, বেতার বাংলার নজরুল ইসলাম ওকিব, ব্যারিস্টার তারেক চৌধুরী। বৈশাখী আড্ডার সবচেয়ে বড় চমক ছিলো প্রেস ক্লাবের সাবেক সাধারণ সম্পাদক বিশিষ্ট সাংবাদিক মুহাম্মদ আব্দুস সাত্তারের কণ্ঠে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনা। তাঁর এই অসাধারণ প্রতিভায় হল ভর্তি সবাই হর্ষো্ফুল্ল হয়ে ওঠেন।

বিলাতের সর্বস্তরের সাংবাদিকদের প্রতিনিধিত্বশীল সংগঠন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের উদ্যোগে সাংবাদিকদের এই বৈশাখী আড্ডার কথা শুনে বঙ্গবন্ধু তনয়া শেখ রেহানা অনুষ্ঠানস্থলে মিষ্টি পাঠিয়ে সবাইকে বাংলা নতুন বছরের শুভেচ্চছা জানান।

সব শেষে অভ্যাগতদের ধন্যবাদ জানান লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক, চ্যানেল এস এর সিনিয়র রিপোর্টার মোহাম্মদ জুবায়ের।

প্রেস ক্লাবের পার্টনার হিসেবে অনুষ্ঠানটির সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্চেছ, বাংলাদেশি মালিকানাধীন সর্ববৃহ্ কোম্পানী ইবকো, পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপলের ফিস্ট এন্ড মিষ্টি, কন্সট্রাকশন কোম্পানী এভারেড ডিজাইন এন্ড বিল্ড, এবং প্রিন্টিং কোম্পানী ফেইথ প্রিন্টার্স। যাদের সর্বাত্মক সহযোগিতায় অত্যন্ত সফল এই অনুষ্ঠান আয়োজন সম্ভব হয়েছে, তারা হলেন প্রেস ক্লাবের সদস্য শাহ বেলাল, কমিউনিকেশনস সেক্রেটারী এম এ কাইয়ূম, ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলোজী সেক্রেটারী সালেহ আহমদ, ট্রেনিং সেক্রেটারী ইবরাহিম খলিল, ইভেন্ট সেক্রেটারী তওহীদ আহমদ, নির্বাহী সদস্য ইমরান আহমদ, পলি রহমান, সাবেক ট্রেজারার মুসলেহ উদ্দিন আহমদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের দুই যুগের ইতিহাসে এই প্রথমবারের মতো বাংলা নতুন বছরকে বরণ করতে আয়োজন করা হয় বিশেষ এই অনুষ্ঠানের। মাত্র ৭২ ঘন্টার প্রস্তুতিতে নানা বয়সের দেড় শতাধিক লোকের প্রাণজ উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত বর্ষবরণ অনুষ্ঠানটি সবাই রাত ৯টা থেকে ১টা পর্যন্ত উপভোগ করেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লন্ডন মহানগরী জমিয়তের তরবিয়তি মাহফিল সম্পন্ন

জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম ইউরোপ, লন্ডন মহানগরী শাখার তরবিয়তি মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ১৮ এপ্রিল মঙ্গলবার বিকেলে ইস্ট লন্ডনের মাইক্রোবিজনেস সেন্টারে মহানগরী জমিয়তের সভাপতি মুফতি মওসুফ আহমদের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মাওলানা মামনুন মহি উদ্দিন ও জয়েন্ট সেক্রেটারি মাওলানা জসিম উদ্দিনের যৌথ পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সভার শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রচার সম্পাদক মাওলানা কামালুদ্দিন আজহারি। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউরোপ জমিয়তের সেক্রেটারি মাওলানা সৈয়দ মোশাররফ আলি।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বৃটেন সফররত জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি শায়খ মাওলানা যিয়া উদ্দিন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় নেতা মাওলানা জুনায়েদ আল হাবিব। তরবিয়তি মাহফিলে বিষয় ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করেন ইউরোপ জমিয়তের সহ সভাপতি মাওলানা আবদুল আজিজ সিদ্দিকী, সহ সভাপতি মাওলানা গোলাম কিবরিয়া, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আবদুল কাইয়ুম আল মাদানি, লন্ডন মহানগরী জমিয়তের প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মাহফুয আহমদ, মাওলানা আবদুল আওয়াল, মাইল এন্ড মসজিদের ইমাম মাওলানা নজির উদ্দিন, আবু সুফিয়ান প্রমূখ।

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউরোপ জমিয়তের উপদেষ্টা হাফিজ মাওলানা শামছুল হক, ক্বারি মাওলানা আব্দুল করিম, শায়েখ মোস্তফা আহমাদ, শায়েখ জমশেদ আলী, মাওলানা বশির উদ্দিন, সৈয়দ মাওলানা আশরাফ আলী, হাফিজ শফিকুল ইসলাম, মুফতি আজীম উদ্দিন, মাওলানা নাজিরুল ইসলাম, মাওলানা শামসুল হক ছাতকী, হাফিজ নাশির উদ্দিন, মাওলানা রায়হান হুসাইন, মাওলানা আবু সুফিয়ান, সৈয়দ মাওলানা ফারুক আহমদ, হাফিজ মাওলানা রশীদ আহমদ, মাওলানা সাইফুল ইসলাম, মাওলানা কবির আহমদ, সৈয়দ মাওলানা নাজমুল ইসলাম, আলহাজ্ব ফজলুর রহমান, হাজী আব্বাস মিয়া, মাওলানা ফুজাইল আহমদ, হাজী আসাদ রাহমান, হাফিজ সাইফুল মিয়া, হাফিজ ওয়ালিদুর রহমান, আবু সাঈদ চৌধুরী, জয়নাল আহমদ, হাজী আব্দুল কালাম, হাজী আব্দুল খালিক প্রমূখ। শেষে মাওলানা জমশেদ আলির পরিচালনায় বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে মাহফিলের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

৩৭তম লন্ডন ম্যারাথনে ৫০ সহস্রাধিক দৌড়বিদের অংশগ্রহণ

শিহাবুজ্জামান কামাল, লন্ডন: ৩৭তম লন্ডন ম্যারাথন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের স্বনামখ্যাত দৌড়বিদরা এই ম্যারাথনে অংশগ্রহণ করেন। লন্ডন ম্যারাথনে এবার ৫০ সহস্রাধিক দৌড়বিদ অংশগ্রহণ করেন।

গত ২৩ এপ্রিল রোববার সকাল ৯টা ২০ মিনিটে মহিলা বিভাগের দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয় এবং সকাল ১০টায় শুরু হয় পুরুষ বিভাগের। গ্রীনিচ পার্ক, সেন্ট জিন্স পার্ক হয়ে দ্য মল হয়ে বাকিংহ্যাম প্যালেসে এই দৌড় শেষ হয়। দীর্ঘ ২৬.২ মাইলের পথ পাড়ি দিয়ে প্রতিযোগীরা তাঁদের কাঙ্খিত শিরোপা অর্জন করেন।

এবারের লন্ডন ম্যারাথনে মহিলা বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেন কেনিয়ার মেরি ক্যাথানী। তিনি বিশ্বের দ্বিতীয় দ্রুততম দৌড়বিদ মহিলা হিসেবে খেতাব অর্জন করেন। তিনি সময় নেন ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট এক সেকেন্ড।

অপরদিকে পুরুষ বিভাগে প্রথম হয়েছেন ডেনিয়াল ওয়ানজিরু। তিনিও একজন কেনিয়ান। তিনি সময় নেন ২ ঘণ্টা ৫ মিনিট ৫৬ সেকেন্ড। এ সময় রাস্তার দু'পাশে হাজার হাজার মানুষ হাত নাড়িয়ে উল্লাস প্রকাশ করেন ও অভিবাদন জানান।

ম্যারাথনে শত শত চ্যারিটি সংস্থার প্রতিনিধি, কর্মীরা অংশগ্রহণ করেন। ম্যারাথনে হাজার হাজার মানুষের মধ্যে প্রায় ৭'শ ৫০ হাজার পানির বোতল সরবরাহ করা হয়। ম্যারাথন উপলক্ষ্যে গোটা লন্ডন শহরে ছিল এক আনন্দমুখর পরিবেশ। ম্যারাথনটি ব্রিটেনের সকল মেইনস্ট্রিম মিডিয়া সরাসরি সম্প্রচার করে। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীমঙ্গলে গাছ চাপায় পিষ্ট দুই গৃহবধূ

সিলেট, ২৬ এপ্রিল : অগ্রহায়ণ মাসে বিয়ে করেছিলেন কেয়া পাল (২৪)। তার হাতের মেহেদির রং এখনো শুকায়নি। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের একটি শুকনো মালাকানা গাছ এই নববধূর নতুন সংসার চিরদিনের জন্য শেষ করে দিয়েছে। শুধু এই কেয়াই নয়, একইভাবে শম্পা (৩০) নামের আরেক গৃহবধূকেও ঘটনাস্থলে প্রাণ দিতে হয়েছে।

গতকাল মঙ্গলবার বিকালে লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যান এলাকায় মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। তারা দুজনই মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলা সদরে সূর্যের হাসি ক্লিনিকে প্যারামেডিক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। নিহত দুই গৃহবধূর পারিবারিক সূত্র জানায়, প্রতিদিনের মতো গতকাল কেয়া ও শম্পা কর্মস্থল থেকে একটি সিএনজিযোগে বিকাল ৪টার দিকে শ্রীমঙ্গল শহরের বাসায় ফিরছিল। লাউয়াছড়া জাতীয় উদ্যানের জানকিছড়া অতিক্রম করার সময় একটি শুকনো গাছ সিএনজির উপর পড়লে ঘটনাস্থলেই কেয়ার মৃত্যু ঘটে। পরে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিসের লোকজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় শম্পাকে শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসার পথে তিনিও মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। এ ঘটনায় আরো তিনজন গুরুতর আহত হন। এরা হলেন- শ্রীমঙ্গল শহরতলীর সবুজবাগ আবাসিক এলাকার গোপেন্দ্র চন্দ্র দেবের ছেলে অতুল চন্দ্র দেব (৫৬), রুপশপুর আবাসিক এলাকার স্মরণ ভট্টাচার্য্য, কমলগঞ্জ উপজেলার কামুদপুর গ্রামের মোজাম্মেল হকের ছেলে মোখলেস মিয়া (৬০)। তাদের সবাইকে শ্রীমঙ্গল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন হাসপাতালটির আবাসিক মেডিকেল অফিসার ডা. মো. মহসিন।

বন্যপ্রাণী ব্যবস্থাপনা ও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিভাগের সহকারী বন সংরক্ষক তবিবুর রহমান জানান, লাউয়াছড়া বনের ভেতরে জানকীছড়া এলাকায় পাহাড়ের মাটি ধসে একটি মালাকানা গাছ হতাহতদের বহনকারী চলন্ত সিএনজির উপর পড়ে যায়। এসময় সিএনজিটি গাছের নিচে চাপা পড়ে পার্শ্ববর্তী রাস্তার পাশে নিচু অংশে উলটে পড়ে। এ সময় সিএনজির ভেতরে থাকা এক যাত্রী ঘটনাস্থলেই মারা যান। দুর্ঘটনায় প্রায় আধাঘণ্টা উভয় পাশে যান চলাচল বন্ধ ছিল। পরে কমলগঞ্জ থানা পুলিশ ও বনকর্মীরা গাছ সরানোর পর যান চলাচল স্বাভাবিক হয়। শম্পার স্বামী সঞ্জু দেব বলেন, তাদের বাসা শ্রীমঙ্গলের সবুজবাগ এলাকায় আর কেয়ার বাসা সন্ধানী আবাসিক এলাকায়।

নবীগঞ্জে বিয়ের দাবীতে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন, অতঃপর...

প্রেমিকা শারমিন

প্রেমিক মইনুল

মতিউর রহমান মুন্ন, নবীগঞ্জ থেকে: নবীগঞ্জ উপজেলার দীঘলবাক ইউনিয়নের কামারগাঁও গ্রামে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে ৩দিন ধরে অনশন করছিলেন প্রেমিকা সেলিনা আক্তার শারমিন। অবশেষে গত ২৬ এপ্রিল বুধবার দুপুরে বিয়ের পিড়িঁতে বসেছেন প্রেমিক ময়নুল ইসলাম ও প্রেমিকা সেলিনা আক্তার শারমিন। ১ লক্ষ টাকা দেনমোহর দিয়ে ময়নুলের বাড়িতে প্রেমিকজুটির বিবাহ সম্পন্ন হয়। এ নিয়ে এলাকায় রসালো আলোচনা সমালোচনার ঝড় বইছে। শত শত উৎসুক জনতা প্রেমিকজুটিকে এক নজর দেখার জন্য প্রেমিকের বাড়িতে উৎসুক জনতা ভিড় করেছেন।

সূত্রে জানা যায়, মঈনুল ইসলাম উপজেলার দীঘলবাক ইউনিয়নের কামারগাঁও গ্রামের আব্দুল খালিকের পুত্র। পেশায় ব্যবসায়ী মঈনুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে নুরগাঁও গ্রামের ক্ষুদে ব্যবসায়ী হুশিয়ার আলীর কন্যা সেলিনা আক্তার শারমিনের সাথে প্রেমের সখ্যতা গড়ে ওঠে। প্রায় ২বছর ধরে চলে তাদের প্রেম। এদিকে গত ২৩ এপ্রিল রোববার দুপুরে প্রথমে মঈনুলের ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আসে প্রেমিকা শারমিন। সেখানে গিয়ে থাকে বিয়ের চাপ দিলে মঈনুল কোর্ট ম্যারেজের আশ্বাস দেয়। তবে এতে অসম্মতি জানায় শারমিন। এ নিয়ে প্রেমিক প্রেমিকার মধ্যে দীর্ঘক্ষণ বাকবিতন্ডা হওয়ার পর অবশেষে মঈনুল তার এক ভাগনাকে দিয়ে শারমিনকে তাদের (মঈনুলের) বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। মঈনুল হয়তো ভাবছিল শারমিন তাদের বাড়িতে গিয়ে বিয়ের দাবি জানালেই তার অভিভাবকেরা হয়তো মান সম্মানের ভয়ে শারমিনকে মেনে নিতে পারেন। কিন্তু ঘটনা ঘটেছে হিতে বিপরীত। উলটো মঈনুলের অভিভাবকরা এ ঘটনায় যেন তেলে বেগুনে জ্বলে উঠেন। পরিবারের এমন অবস্থা দেখে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায় প্রেমিক মঈনুল। তবে অনড় থাকে প্রেমিকা শারমিন। বাড়িতে পাঠিয়েই মঈনুল গা, ঢাকা দিলেও মঈনুলের বাড়িতেই বিয়ের দাবিতে অনশন শুরু করে প্রেমিকা শারমিন। এ খবর এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে মঈনুলের বাড়িতে উৎসুকজনতার ভিড় বাড়তে থাকে।

এ নিয়ে গত সোমবার রাতে স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান আবু সাঈদ এওলা মিয়াসহ স্থানীয় ইউপি সদস্যসহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে মঈনুলের বাড়িতেই সামাজিক সালিশ বৈঠক বসলে মঈনুল শারমিনের সাথে তার প্রেমের সর্ম্পককে অস্বীকার করে। এবং শারমিনকে বিয়ে করবেনা বলেও সোজা জানিয়ে দেয়! এতে বিচারকরা পড়েন বিপাকে।

এ নিয়ে শারমিনের অভিভাবকরা পড়েন চরম হতাশায়। কিন্তু শারমিন ঘোষণা দেন প্রেমিক ময়নুলের সাথে বিয়ে না হলে আত্মহত্যার পথ বেছে নেবেন। এ অবস্থায় পুলিশ ও স্থানীয় ব্যক্তিবর্গের মাধ্যমে গত বুধবার দুপুরে দীঘলবাক ইউপির কাজী ১ লক্ষ টাকা দেনমোহর দিয়ে বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন।

এ বিষয়ে ইনাতগঞ্জ পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এসআই ধর্মজিৎ সিনহা বলেন, বিয়ের দাবিতে শারমিন নামের এক যুবতি মঈনুলের বাড়িতে অনশন করছিল। এ নিয়ে স্থানীয় চেয়ারম্যানসহ একাধিকবার সালিশে বসে সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। অবশেষ বুধবার সকালে উভয় পরিবারের মতামতে বিবাহ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়। এ ব্যাপারে দীঘলবাক ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আবু সাঈদ এওলা আলাপকালে বলেন, বিয়ের বিষয়টি সালিশে বসে সমাধানের চেষ্টা করেছিলাম। তবে লোকমুখে ও ফোনে শুনেছি তাদের বিয়ের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

দেখা থেকে লেখা

হাওরে মঙ্গার পূর্বাভাস

মশিউল আলম
সুনামগঞ্জ থেকে

ভরদুপুরে মেঘে ছাওয়া আকাশের নিচে উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সাড়ে সাত শ মানুষের গ্রাম ঘাগটিয়া। কিন্তু এসব মানুষের মাথা নিচু; ছোট ছোট দেহাতি মানুষ। গালভাঙা মুখগুলো শুকনো, কিন্তু তাদের চারপাশে অথই পানি। পুব পাশেই সাড়ে আট হাজার হেক্টরের বিস্তীর্ণ জলমহাল 'খরচার হাওর'। বৈশাখ মাসে হাওরের বাতাস পাকা ধানের মধুগন্ধে ম-ম করে। তবে এখন বাতাস ভারী হয়ে আছে উৎকট গন্ধে। মেঘালয়ের পাহাড় থেকে নেমে আসা ঢলের পানিতে হাওরের সব ধান তলিয়ে গেছে। পানির তলায় কাঁচা ধানসুদ্ধ গাছে ধরেছে পচন। তারই দুর্গন্ধ ছুটেছে চারদিকে। সুনামগঞ্জ শহর থেকে ১৭ কিলোমিটার দূরে বিশ্বম্ভরপুর উপজেলা সদর। সেখান থেকে ইঞ্জিনচালিত নৌকায় ঘটঘটিয়া নামের এক পাহাড়ি নদী বেয়ে পাঁচ কিলোমিটার পেরিয়ে পৌঁছা গেল ঘটঘটিয়া গ্রামে। নদী থেকে গ্রামের কিনারে এসে উঠে দাঁড়াতেই লোকজন কাছে আসতে শুরু করল। প্রথমেই এগিয়ে এলেন লালসাদ নামের সত্তরোর্ধ্ব এক বৃদ্ধ। তিনি ভেবেছেন আমরা সরকারের লোক, নিজের নামটাই আগে বললেন, যেন আমি তা লিখে নিই। সুনামগঞ্জের আঞ্চলিক ভাষায় বললেন, 'সব ধান গেছে, আমরা শেষ।' তাঁর পাঁচ ছেলে, এক মেয়ে। পাঁচ কেয়ার (বিঘা) জমিতে ধান চাষ করেছিলেন, ধান চাষই তাঁর প্রধান জীবিকা। কাটার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, হঠাৎ বৃষ্টি আর পাহাড়ি ঢলে সেই ধান নষ্ট হয়ে গেল। এখন সারা বছর তাঁর সংসার চলবে কীভাবে?

দেখতে দেখতে ভিড় জমে ওঠে। যে সময় গ্রামের মানুষের ব্যস্ত থাকার কথা ছিল ধান কাটা-মাড়াই করা, ধান বিক্রি করে ঘরদোর মেরামত করা এসব কাজে, সেই সুখের মওসুমে এবার এসেছে বর্ষার মতো ঢল। তাই গ্রামের প্রায় সব লোকই এখন বেকার। সে কারণেই ভরদুপুরে আমার চারপাশে ভিড় জমে যায়। সবাই নিজের দুঃখ-দুর্দশা-দুশ্চিন্তার কথা বলতে ব্যাকুল। একে অন্যকে থামিয়ে বলতে শুরু করলেন। তাঁদের অনুরোধ করে বললাম, 'একজন একজন করে বলেন।' একজন বললেন, এখনই তাঁর অভাব শুরু হয়েছে। তাঁর পেশা মাছ ধরা। কিন্তু কদিন ধরে মাছ ধরছেন না। প্রশাসন মাইকিং করে মাছ খেতে নিষেধ করে দিয়েছে। তাই লোকে মাছ খাচ্ছে না।

গালভরা সফেদ দাড়িওয়ালা ৬৫ বছরের আসক আলী বললেন, তাঁর একান্নবর্তী সংসারে ১৯ জন খানেওয়ালা। ৩৬ বিঘা জমিতে ধান চাষ করেছিলেন, সব গেছে। গরু ছিল ছয়টা, সম্প্রতি তিনটা বেচে দিয়েছেন। বাকি তিন গরুকে কী খাওয়াবেন, সেই দুশ্চিন্তা শুরু হয়েছে।

৫৬ বছর বয়সী মকবুল হোসেনেরও পরিবার বড়, ১২ জন সদস্য। তাঁর অবস্থাও আসক আলীর মতো। কপালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ। বললেন, 'আমার নামটা লেখেন। সরকারকে বলবেন, সামনে আমাদের বড়ই দুর্দিন। আমরা শেষ হয়ে যাব।'

৪৭ বছর বয়সী ফারুক মিয়া বললেন, তাঁর চার মেয়ে। প্রথম মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এই বৈশাখে দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। এখন বিয়ে দূরে থাক, খেয়েপরে টিকে থাকাই কঠিন হয়ে পড়েছে। পাশ থেকে আরেকজন বললেন, এই গ্রামে এ বছর পনেরো-ষোলোটা বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। ফসল উঠলে গ্রামে বিয়ের ধুম পড়ে যেত। এখন আর একটা বিয়েও হবে না।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনারা এখন কী করবেন?' বয়স্ক ব্যক্তিরা বললেন, 'কী আর করার আছে! আল্লাহ আল্লাহ করুম।' বৃদ্ধ আসক আলী বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া তো ভরসা নাই।' অপেক্ষাকৃত কম বয়সীরা বললেন, তাঁদের এখন উপায় হলো মাছ ধরে কোনোমতে আগামী ফসলের মওসুম পর্যন্ত টিকে থাকা। আগামী মওসুম মানে পুরো এক বছর। তার আগে টিকে থাকার জন্য অনেক কিছু করতে হবে। বর্ষা শুরু হলে হাওরে অনেক মাছ পাওয়া যাবে। কিন্তু সরকার যদি বড়লোকদের কাছে হাওর লিজ দিয়ে দেয়, তাহলে 'আমরার মরণ'। তাঁরা চান, হাওর যেন লিজ দেওয়া না হয়। তাঁরা যেন মাছ ধরে খেয়েপরে বাঁচতে পারেন।

একজন বললেন, যাঁরা ধারকর্জ করে ধান চাষ করেছিলেন, সার-কীটনাশক ইত্যাদি কিনেছিলেন। কথা ছিল নতুন ধান বিক্রি করে তাঁরা ঋণ শোধ করবেন। কিন্তু নতুন ধান কোথায়? তাঁরা ঋণ শোধ করবেন কী দিয়ে?

জানতে চাইলাম, এ রকম ফসলহানি এর আগে কখনো হয়েছিল কি না। একজন বললেন, সংগ্রামের (মুক্তিযুদ্ধের) কয়েক বছর পরে একবার হয়েছিল। অন্যজন এর প্রতিবাদ করে বললেন, সংগ্রামের পর নয়, আগে। আরেকজন তার প্রতিবাদ করে বললেন সংগ্রামের পরে। এই নিয়ে বাগ্‌বিত–া শুরু হলে বৃদ্ধ লালসাদ বললেন, ঘটনাটা ঘটেছিল মুক্তিযুদ্ধের কয়েক বছর পরে। তারপর প্রায় চল্লিশ বছর পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এমন বৈশাখ মাসে বিপর্যয় এর আগে আর কখনো আসেনি। বৃদ্ধ বললেন, আগে পাহাড়ি নদীগুলো ছিল খরস্রোতা। এখন সেগুলো ভরাট হয়ে গেছে। বিশ্বম্ভরপুরের সাংবাদিক স্বপন কুমার বর্মন বললেন, নদীগুলোর নাব্যতা কমে যাওয়া হাওর অঞ্চলের অসময়ে জলমগ্নতার একটা বড় কারণ।

গ্রামের লোকজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এবারের এই ফসলহানির জন্য আপনারা কাকে দায়ী করবেন?' বৃদ্ধরা পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলেন। অল্প বয়সীরা বললেন, বেড়িবাঁধের কাজে যারা গাফিলতি আর চুরি করেছে, দোষটা তাদের। তারা বেড়িবাঁধে ঠিকমতো মাটি দেয়নি। যেটুকু দিয়েছে, তা ঢলের পানি আটকাতে পারেনি। ঘাগটিয়া গ্রামের অদূরে একটা রাবার ড্যাম আছে, সেটাকে দায়ী করলেন অনেকে। ওই রাবার ড্যাম তৈরি হওয়ার পরে নাকি তাঁদের গ্রামের আশপাশে প্রায় প্রতিবছরই জলমগ্নতা সৃষ্টি হয়। হাওরাঞ্চলে জলব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং ফসল রক্ষার জন্য বেড়িবাঁধ ও রাবার ড্যাম নির্মাণ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রকৃতির সঙ্গে কিছু বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে হয়। হাওরে পানি প্রবেশ করা এবং প্রয়োজনের সময় পানি বের করে দেওয়ার কাজগুলো সম্ভবত সঠিকভাবে করা হয় না।

'আপনাদের ফসল তো ঘরে ওঠেনি, তার মানে আপনাদের হাতে বাড়তি টাকা এখনো আসেনি। এখন আপনারা কীভাবে চলছেন?' আমার এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বললেন, তাঁদের ঘরে অভাব শুরু হচ্ছে। যতই দিন যাবে, অভাব ততই প্রকট থেকে প্রকটতর হতে থাকবে। কার্তিক মাসে যখন নতুন করে ধান চাষের কাজ শুরু হবে, তখন ছোট কৃষকদের অবস্থা হবে সঙিন। তাঁদের হাতে টাকা থাকবে না; ধানের বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদি কেনার পয়সা থাকবে না। ঋণ করতে হবে, কিন্তু যেহেতু ব্যাপক ফসলহানি ঘটেছে, তাই ঋণ দেওয়ার মানুষও পাওয়া যাবে না।

মশিউল আলম: সাংবাদিক ও সাহিত্যিক।

রুশানারা-মাসরুর লড়াই

বাংলা গণমাধ্যমে তখন বৃটিশ পার্লামেন্টে প্রথম বাঙালি এমপি নির্বাচিত হওয়ার সংবাদ প্রচার হয়েছিল। লেবার পার্টির শক্ত ঘাঁটি হিসাবে পরিচিতি এই আসনে গত বছরের সাধারণ নির্বাচনেও জয়লাভ করেন রুশানারা আলী। তবে এমপি হিসাবে নিজের দায়-দায়িত্ব নিয়ে শুরু থেকেই সমালোচিত হয়ে আসছেন তিনি। পার্লামেন্টে সমকামীদের বিবাহ সংক্রান্ত বিলে 'হ্যাঁ' ভোট দেওয়া, ইরাকে ব্রিটিশ বিমান হামলা সংক্রান্ত বিলে 'হ্যাঁ' এবং 'না' উভয় দিকে ভোট দেওয়া ও দলীয় হুইপের বাইরে গিয়ে ওই ভোট দেওয়ার ছুতোয় শেডো এডুকেশন মিনিস্টারের পদ থেকে সরে দাঁড়ানো এবং সর্বোপরি নিজেকে জনবিচ্ছিন্ন করে তোলার কারণে চাপে আছেন রুশানারা আলী। এছাড়াও টনি ব্লেয়ারপন্থী এমপি হওয়ার কারণে টাওয়ার হ্যামলেটসের করবিনপন্থী বিপুল সংখ্যক লেবার কর্মী-সমর্থকের সমর্থন পাওয়া নিয়ে সংশয়ে রয়েছেন তিনি।

নির্বাচনের তারিখ ঘোষণার পর ১০দিন পেরিয়ে গেলেও তাঁর পক্ষ থেকে নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো বিবৃতি কিংবা দৃশ্যমান কোনো তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়নি।

এদিকে, রুশানারা আলীর জনবিচ্ছন্নতার সুযোগ নিয়ে পার্লামেন্টে গিয়ে স্থানীয় জনগণের মুখপাত্র হিসাবে কাজ করার আশায় বেথনাল গ্রীন এন্ড বো আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ঘোষণা দিয়েছেন মিডিয়া ব্যক্তিত্ব আজমল মাসরুর। আজমল মাসরুর এর আগে ২০১০ সালের এমপি নির্বাচনে রুশানারা আলীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ভোট পেয়েছিলেন। ওই বছর লেবার পার্টির প্রার্থী রুশানারা আলী পেয়েছিলেন ২১ হাজার ৭৮৪ ভোট। আর লিবডেম থেকে মনোনয়ন নিয়ে আজমল মাসরুর ভোট পেয়েছিলেন ১০ হাজার ২১০ ভোট। ২০১০ সালের নির্বাচনের সমীকরণ ছিল ভিন্ন। ওই বছর রেসপেক্ট দল থেকে আবজল মিয়া নির্বাচনে দাঁড়িয়ে পেয়েছিলেন ৮ হাজার ৫৩২ ভোট, কনজারভেটিভ পার্টির প্রার্থী হিসাবে জাকির খান পেয়েছিলেন ৭ হাজার ৭১ ভোট আর গ্রীন পার্টির প্রার্থী ফরিদ বখ্ত পেয়েছিলেন ৮৫৬ ভোট। ২০১০ সালের নির্বাচনে সকল বড় রাজনৈতিক দল থেকে বাঙালি প্রার্থী দেওয়ার কারণে বাঙালিদের ভোট বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে লেবার পার্টির ভোট ও বাঙালিদের ভোট নিয়ে জয়লাভ করেন রুশানারা আলী। আসন্ন নির্বাচনে তাই স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে নির্বাচন করতে গিয়ে অন্যান্য বাঙালি সম্ভাব্য প্রার্থীদের সাথে একটি বোঝাপড়া করার প্রয়াস চালাচ্ছেন আজমাল মাসরুর। ব্যক্তিগত এইসব উদ্যোগের পাশাপাশি কমিউনিটির কাছে নিজের রাজনৈতিক দর্শন ও উন্নয়ন ভাবনা নিয়ে অবগত করতে জনসভাও ডেকেছেন তিনি। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে আজমাল মাসরুর বলেন, টাওয়ার হ্যামলেটসেই আমি বড় হয়েছি। পড়ালেখা করেছি এখানকার স্কুলেই। আমি স্থানীয় জনগণের সাথে একাত্ব হয়ে মিলেমিশে কাজ করতে চাই। কেবল ওয়েস্টমিনস্টার-কেন্দ্রিক রাজনীতি করতে চাইনা। আমি নির্বাচিত হলে, বেথনালগ্রীন ও বো এলাকার মানুষ আমাকে তাদের পাশে পাবে- এই নিশ্চয়তা দিতে পারি।

টেলিভিশনে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন বিষয়ে টক শো এর পরিচালক ও কমেন্টেটর হিসাবে আজমল মাসরুরের সুপরিচিতি রয়েছে। তবে ইতোপূর্বে লিবডেমের রাজনীতির সাথে সরাসরি সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও আসন্ন নির্বাচনে তিনি কেন স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান এবং পূর্ণকালীন রাজনীতিবিদ না হওয়া সত্ত্বেও তিনি কেন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান সেসব বিষয়ে কমিউনিটিতে প্রশ্ন রয়েছে।

এদিকে, টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের সাবেক মেয়র লুৎফুর রহমানের রেখে যাওয়া উত্তরসূরি কাউন্সিলাররা এখন দুই ভাগে বিভিক্ত। কাউন্সিলার রাবিনা খান আগামী মেয়র নির্বাচনে অংশ নিতে চান। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত পিপল্স অ্যালায়েন্স থেকে কোনো এমপি প্রার্থী দেওয়ার কথা এখনও শোনা যায়নি। তবে লুতফুর-সমর্থিত ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের লিডার অলিউর রহমান ইতোমধ্যে নিজের ফেইসবুক পেইজসহ বিভিন্ন স্থানে নিজের সম্ভাব্য প্রার্থীতার বিষয়ে প্রচারনা চালিয়ে যাচ্ছেন। একাধিক সূত্র জানিয়েছে, বাঙালিদের ভোট বিভক্ত না করার জন্য অলিউর রহমানকে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতে বিভিন্ন পক্ষ থেকে চাপ দেওয়া হচ্ছে। তবে অনুরোধ ও চাপকে উপেক্ষা করে সর্বশেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত বেথনাল গ্রীন এন্ড বো আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার ব্যাপারে অবিচল রয়েছেন বলে জানিয়েছেন অলিউর রহমান। তবে তিনি শেষ পর্যন্ত পপলার এন্ড লাইম হাউস আসনে বর্তমান এমপি জিম ফিজপ্যাট্রিকের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারনে বলে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে।

রাজনীতির রীতি বদলে দিতে চান করবিন

বাস্তবায়নের নির্বাচন বলে চালিয়ে দিতে চাইবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ নির্বাচন হলো 'জনগণের অধিকার বনাম প্রভাবশালীদের স্বার্থ রক্ষার' নির্বাচন। ধনীদের কাছ থেকে 'ন্যায্য' কর আদায়ের ঘোষণা দিয়ে করবিন বলেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে দেশের সাধারণ মানুষের অধিকার নিশ্চিত করতে কাজ করবেন।

প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে গত ১৮ এপ্রিল মঙ্গলবার হুট করে আগাম নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া মাত্রই যুক্তরাজ্যে নির্বাচনী আমেজ শুরু হয়ে যায়। পরদিন বুধবার এমপিরা ভোট দিয়ে ৮ জুন সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের বিষয়টি অনুমোদন করেন। আর গতকাল থেকে পুরোদমে প্রচারে নেমে গেছে দলগুলো।

প্রধানমন্ত্রী থেরেসা মে বুধবারের পার্লামেন্ট অধিবেশন শেষ করেই ছুটে যান বিরোধী দল লেবারের দখলে থাকা বোলটনে। সেখানে তিনি নির্বাচনের প্রচার শুরু করেন। ২০১৫ সালের নির্বাচনে কনজারভেটিভ দল যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা থেকে থেরেসা মে অনেকটা সরে আসছেন। ক্যামেরন 'দীর্ঘ মেয়াদি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা'র ওপর জোর দিয়েছিলেন। কিন্তু থেরেসা মে ব্রেক্সিটের পূর্ণাঙ্গ বাস্তবায়নে যে 'শক্তিশালী এবং স্থিতিশীল' নেতৃত্ব দরকার–সেদিকে জোর দিচ্ছেন। ক্যামেরন সরকারের প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী যুক্তরাজ্য প্রতি বছর জাতীয় আয়ের শূন্য দশমিক ৭ শতাংশ বৈদেশিক সাহায্য দিয়ে আসছে।

লেবার দলের নেতা জেরেমি করবিন শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, আবাসন ও সাধারণ মানুষের জীবনমানের উন্নয়নের মতো বিষয়গুলোয় জোর দিচ্ছেন। করবিন বলেছেন, ব্রেক্সিট সমঝোতায় তিনি দেশের মানুষের কল্যাণের বিষয়টিতে প্রাধান্য দেবেন।

লিবারেল ডেমোক্র্যাটস দলের নেতা টিম ফ্যারন বলছেন, ব্রেক্সিটের 'ধ্বংসাত্মক পরিণতি' থেকে দেশকে বাঁচাতে তাঁর দলই একমাত্র বিকল্প।

রাষ্ট্রপতি আব্দুল হামিদ লন্ডনে

পৌঁছেছেন। সফর সঙ্গী হিসেবে রাষ্ট্রপতির সহধর্মীনি রাশিদা খানম এবং প্রেস সেক্রেটারি মোঃ জয়নাল আবেদীন সঙ্গে রয়েছেন।

হিথ্রো আর্ন্তজার্তিক বিমানবন্দরে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান যুক্তরাজ্যে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মোহাম্মদ নাজমুল কাওনাইন। বিমানবন্দর থেকে রাষ্ট্রপতিকে সরাসরি নিয়ে আসা হয় সেন্ট্রাল লন্ডনের হিলটন পার্ক লেইন হোটেলে। সেখানে রাষ্ট্রপতিকে ফুল দিয়ে অভ্যর্থনা জানান যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি সুলতান শরীফ, সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ সাজিদুর রহমান ফারুক, যুগ্ম সম্পাদক নঈমুদ্দিন রিয়াজ ও মারুফ চৌধুরী, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আহাদ চৌধুরী, মহিলা লীগের সভানেত্রী খালেদা মোস্তাক কোরেশী, মুসলিমা শামস বনি, যুক্তরাজ্য যুবলীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক জামাল খান ও সাংগঠনিক সম্পাদক মাহমুদ আলী। উল্লেখ্য, মেডিকেল ফলোআপ শেষে ৩ মে লন্ডন ত্যাগ করার কথা রয়েছে রাষ্ট্রপতির।

'বিগ আইডিয়া চ্যালেঞ্জ ২০১৭'

অব ইয়র্ক প্রিন্স এন্ড্রু। প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করে লেইটনের নরলিংটন সিক্সথফর্ম। রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে রেডব্রিজ কলেজ। আর তৃতীয় স্থান অর্জন করে হ্যাকনি কমিউনিটি কলেজ।

রেডব্রিজ কলেজের ছাত্রী কিরান রিয়াজের নেতৃত্বে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন তার দুই সহপাঠি বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত মাহফুজ চৌধুরী ও শাফিন হোসাইন। প্রতিযোগিতার আয়োজক প্রতিষ্ঠান ছিলো লন্ডন মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি। মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করে বিশ্বখ্যাত ব্রান্ড মাইক্রোসফট, নাইক ও ইউনিলিভার। মোট ১৮ কলেজ থেকে শর্টলিস্ট করে ৮টি কলেজকে আমন্ত্রন জানানো হয় চুড়ান্ত প্রতিযোগিতায়।

একজন মানুষ কীভাবে দ্রুত ও সহজে বিদেশী ভাষা বুঝতে পারে এমন আবিস্কারযন্ত্র নিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেন রেডব্রিজ কলেজের তিন মেধাবী শিক্ষার্থী। তাদের প্রজেক্টের নাম ছিলো 'স্পিক টু মি'। তাদের আবিস্কৃত অটোমেটিক ডিবাইসের মাধ্যমে বিদেশী ভাষা ট্রান্সলেইট করা সম্ভব। যা ভ্রমনে থাকলে সবচেয়ে বেশি কাজে আসবে।

কিরান রিয়াজ বলেন, আমরা যে ডিবাইসটি নিয়ে এসেছিলাম আমাদের নিজেদের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে পাওয়া। ভ্রমনে থাকাকালীন সময়ে বিদেশী ভাষা বোঝা যে কঠিন তা তুলে ধরেছি।

সেন্ট্রাল লন্ডনের বুট ক্যাম্পে অন্যান্য স্কুলের শিক্ষার্থীরা সাক্ষাৎ করে তাদের আইডিয়া সম্পর্কে জানার সুযোগ পায়। এ জন্য তিন তরুনের আইডিয়ার প্রশংসা করা হয়েছে প্রতিযোগিতায়। রেডব্রিজ কলেজের টিচার সিওবহান ক্লটার বলেন, এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মেধার মূল্যায়ন হয়েছে। চ্যালেঞ্জিং কাজে তাদের আগ্রহ তৈরি হবে। তারা ভবিষ্যতে আবিস্কারের উৎসাহ পাবে। তিনি বলেন, একজন সফল উদ্যোক্তা হওয়ার মানসিকতা তৈরিতে এ ধরনের প্রতিযোগিতা গুরুত্বপূর্ন ভুমিকা রাখবে। অনলাইনের মাধ্যমে জনগনের সরাসরি ভোটে তারা প্রতিযোগিতার বিভিন্ন লেভেলে উত্তীর্ণ হন।

উল্লেখ্য, ওয়ালথামস্ট্রো এলাকায় বসবাস করেন পাকিস্তানী বংশোদ্ভুত কিরান রিয়াজ ও বার্কিং এলাকায় বসবাস করেন বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত শাফিন হোসাইন। আর মাহফুজ চৌধুরী চ্যানেল এস'র ম্যানেজিং ডাইরেক্টর, সাপ্তাহিক বাংলা পোস্টের ফাউন্ডার ও প্রধান সম্পাদক তাজ চৌধুরীর বড় ছেলে।

ঝটিকা সফরে ঢাকায় ডেভিড ক্যামেরন

ক্যামেরন। ২৬ এপ্রিল বাংলাদেশ বুধবার রাত ১১টার দিকে ব্যাংকক এয়ার ওয়েজের একটি ফ্লাইটে তিনি ঢাকায় পৌঁছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ইউরোপ অনু বিভাগের মহাপরিচালক খুরশেদ আলম খাস্তগীর তাকে বিমানবন্দরে স্বাগত জানান। বৃহস্পতিবার সকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাতের মধ্যে দিয়ে তাঁর সফরের কর্মসূচি শুরু করেন। দুপুরে একটি গোলটেবিল আলোচনায় অংশ নেয়া ছাড়াও ব্রিটেনের আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ডিএফআইডির অর্থায়নে পরিচালিত প্রকল্প পরিদর্শন করেন তিনি।

ধূমপান ত্যাগে ওষুধ

ডা: মিজানুর রহমান কল্লোল

যারা ইতঃপূর্বে অনেক চেষ্টা করেও ধূমপান ছাড়তে পারেননি এবং এখনো রীতিমতো ধূমপান চালিয়ে যাচ্ছেন তাদের জন্য সুসংবাদ বয়ে এনেছেন গবেষকেরা। স্রেফ বিউপ্রোপিওন হাইড্রোকোরাইড সেবন করে আপনি আপনার এত দিনের ধূমপানের অভ্যাসকে চিরতরে ত্যাগ করতে পারবেন এবং রক্ষা করতে পারবেন আপনার মূল্যবান স্বাস্থ্য। এটি নিকোটিনমুক্ত ওষুধ। এর আগে ধূমপান ত্যাগের জন্য বাজারজাতকরণ হয়েছে নিকোটিন প্যাচ। কিন্তু বর্তমানের ওষুধটি নিকোটিন প্যাচের বিকল্প নয়, বরং এটি নিকোটিনমুক্ত অত্যন্ত কার্যকরী ওষুধ। বাজারে এটি জাইবান নামে নিয়ে এসেছে গ্লাক্সো ওয়েলকাম। এটি অবশ্যই আপনার ধূমপানের ইচ্ছাকে কমাতে সাহায্য করে এবং খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনাকে ধূমপান ছেড়ে দিতে বাধ্য করে।

জাইবান কী?

জাইবান এমন একটি ওষুধ যা একজন ধূমপায়ীকে সম্পূর্ণভাবে ধূমপান ছেড়ে দিতে সাহায্য করে। গবেষণায় দেখা গেছে, কমপক্ষে এক মাস জাইবান গ্রহণে এক-তৃতীয়াংশেরও বেশি লোক পুরোপুরি ধূমপান ছেড়ে দিয়েছেন। অনেক রোগীর ক্ষেত্রে জাইবান প্রত্যাহারজনিত উপসর্গ এবং ধূমপানের ইচ্ছা কমিয়ে দেয়। তবে এটা অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করতে হবে।

কারা জাইবান গ্রহণ করতে পারবেন না?

■ যাদের মৃগী রোগ রয়েছে।

■ যারা ইতোমধ্যে বিউপ্রোপিওন হাইড্রোকোরাইড সমৃদ্ধ ওষুধ গ্রহণ করছেন।

■ যারা খাদ্যজনিত অস্বাভাবিক অসুখ যেমন বুলিমিয়া বা অ্যানোরেক্সিয়া নার্ভোসাতে ভুগছেন কিংবা এ ধরনের সমস্যা যাদের আগে ছিল।

■ যারা সম্প্রতি মনো অ্যামাইনেজ অক্সিডেজ ইনহিবিটর জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করছেন।

■ যাদের বিউপ্রোপিওনে অ্যালার্জি রয়েছে।

গর্ভবতী কিংবা যেসব মহিলা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াচ্ছেন তারাও এ ওষুধটি গ্রহণ করতে পারবেন না।

জাইবান কিভাবে সেবন করবেন?

■ অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শমতো সেবন করতে হবে। সাধারণ অনুমোদিত মাত্রা হলো প্রথম ৩ দিন সকালে ১টি ১৫০ মিলিগ্রামের ট্যাবলেট। চতুর্থ দিন থেকে সকালে ১৫০ মিলিগ্রাম এবং সন্ধ্যায় ১৫০ মিলিগ্রাম। দুই মাত্রার মধ্যবর্তী সময় কমপক্ষে ৮ ঘণ্টা হতে হবে।

■ কখনোই অতিরিক্ত মাত্রায় জাইবান গ্রহণ করবেন না। যদি একটি মাত্রা গ্রহণ করতে ভুলে যান, তাহলে পরের মাত্রায় অতিরিক্ত গ্রহণ করে সেটাকে সামঞ্জস্য করার চেষ্টা করবেন না। পরবর্তী মাত্রা থেকে সময়মতো গ্রহণ করলেই হবে। চিকিৎসকের নির্দেশের বাইরে বেশি গ্রহণ করবেন না।

■ ওষুধটি গিলে খাবেন। এটি চুষে বা কামড়ে খাবেন না।

■ বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রে ৭-১২ সপ্তাহ সেবনই যথেষ্ট। আর চিকিৎসকের নির্দেশ মেনে চলবেন।

কখন ধূমপান বন্ধ করবেন?

ওষুধটি গ্রহণ করার ফলে এটা শরীরে সঠিক মাত্রায় কার্যকর প্রভাব ফেলতে সময় নেয় প্রায় এক সপ্তাহ। সুতরাং এক সপ্তাহের আগে হয়তো আপনার ধূমপান ছাড়ার সম্ভাবনা কম। তবে দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে আপনার আর ধূমপান করার ইচ্ছা থাকবে না।

নিকোটিন প্যাচ এবং জাইবান কি একই সাথে গ্রহণ করতে পারবেন?

হ্যাঁ, একমাত্র চিকিৎসকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে জাইবান এবং নিকোটিন প্যাচ গ্রহণ করা যেতে পারে। এক সাথে এ দুটো গ্রহণ করলে আপনার রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। এ সময় চিকিৎসক আপনার রক্তচাপ নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখবেন। যদি দুটো ওষুধ একত্রে গ্রহণ করেন তাহলে যেকোনো সময় ধূমপান করা থেকে বিরত থাকবেন। তা না হলে বেশি নেকোটিন পেয়ে আপনার শরীরে মারাত্মক পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে।

জাইবানের সম্ভাব্য পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি হতে পারে?

সব ওষুধের মতো, জাইবান গ্রহণেও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে।

■ সবচেয়ে সাধারণ পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে মুখগহ্বর শুষ্ক হওয়া এবং ঘুমের অসুবিধা। সাধারণত কয়েক সপ্তাহ পরে এসব পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া চলে যায়। যদি আপনার ঘুমে খুব বেশি সমস্যা হয় তাহলে ঘুমানোর কাছাকাছি সময় ওষুধটি গ্রহণ না করে তা আরো অনেক আগে গ্রহণ করবেন।

■ অনেক লোকের অস্থিরতা এবং ত্বকে ফুসকুড়ি দেখা দিতে পারে।

জাইবান গ্রহণে সতর্কতা

জাইবান গ্রহণকালে কখনোই অ্যালকোহল পান করবেন না। খিঁচুনি বা মৃগী রোগ থাকলে জাইবান গ্রহণ করা যাবে না। যেসব ওষুধ খিঁচুনির সম্ভাবনা বাড়িয়ে দেয় সেসব ওষুধ সেবনকালে জাইবান গ্রহণ করা যাবে না। সর্বশেষ কথা হলো, ধূমপান ত্যাগে জাইবান অবশ্যই একটি কার্যকরী ওষুধ, তবে সেটা চিকিৎসকের পরামর্শক্রমে গ্রহণ করবেন।

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিকস ও ট্রমাটোলজি বিভাগ, ঢাকা ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতাল।
চেম্বার : পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টার লি., ২ ইংলিশ রোড, ঢাকা।

ক্যান্সার নিয়ে যত ভুল ধারণা

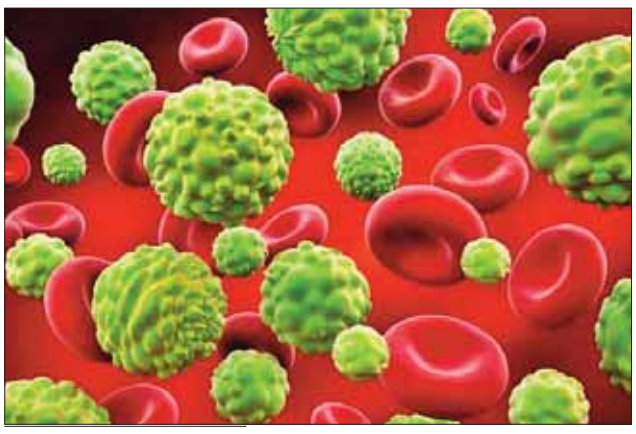

ডা. মঈনুল ইসলাম হাসিব

শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল
বরিশাল

ক্যান্সারকে জয় করতে হলে ক্যান্সারের প্রতিরোধ ও চিকিৎসা যেমন জানতে হবে, তেমনি ভাঙতে হবে ভুল ধারণা। আমাদের দেশে ক্যান্সার সম্পর্কে যেসব ভুল ধারণা আছে তার কয়েকটি আজ তুলে ধরা হলো।

- ক্যান্সার ছোঁয়াচে
- ক্যান্সার শুধু বেশি বয়সে হয়, শিশুদের হয় না
- সব ক্যান্সারই বংশগত
- ধূমপান ও পান-জর্দার সঙ্গে ক্যান্সারের সম্পর্ক নেই
- ক্যান্সার শনাক্ত করার জন্য এফএনএসি (সুই দিয়ে কোষ সংগ্রহ) করলে ক্যান্সার ছড়িয়ে পড়ে
- ক্যান্সার শনাক্ত করা ও সঠিক অবস্থা জানার জন্য বারবার টেস্ট করা অনর্থক
- সব ক্যান্সার মানেই মৃত্যু অনিবার্য
- ক্যান্সারের চিকিৎসা দেশে সম্ভব নয়
- সব অবস্থাতেই ক্যান্সার অপারেশন করা সম্ভব
- শুধু অপারেশন করেই সব ক্যান্সার সারিয়ে তোলা সম্ভব
- অপারেশনের পর বের করা টিস্যু আর হিস্টোপ্যাথলজি টেস্ট করার প্রয়োজন নেই
- ক্যান্সারের শুধু শেষ অবস্থাতেই কেমোথেরাপি দেওয়া হয়
- কেমোথেরাপি দিলে যে চুল পড়ে যায়, তা আর কখনও ওঠে না
- কেমোথেরাপি/রেডিওথেরাপি চলাকালীন রোগীর সংস্পর্শে আসা যাবে না
- কেমোথেরাপি মানে বিষ
- রেডিওথেরাপি মানে বিদ্যুতের শক
- রেডিওথেরাপি বেদনাদায়ক ও খুব কষ্টকর
- সব ক্যান্সারই মুখে খাওয়ার ওষুধ দিয়ে সারিয়ে তোলা সম্ভব
- ক্যান্সার চিকিৎসা শেষে আর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার প্রওয়াজন নেই
- ক্যান্সার বিভাগে কর্মরত কর্মীদেরও ক্যান্সার হওয়ার আশঙ্কা অধিক

আপনার শিশু কি বিষণ্ন?

ডা. আহমেদ হেলাল

বিষণ্নতা শুধু বড়দের একচেটিয়া নয়। যে কোনো বয়সী শিশুও বিষণ্ন হতে পারে। এমন কয়েক মাস বয়সের শিশুটিরও বিষণ্নতা হতে পারে! পাশ্চাত্যের বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যায়, স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি, এমন শিশুদের মধ্যে শতকরা দু'জন আর স্কুলগামী শিশু থেকে শুরু করে ১৮ বছরের নিচের শিশুদের মধ্যে প্রায় ৫ শতাংশ শিশু বিষণ্নতায় ভুগছে। বাংলাদেশে ২০০৯ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সহায়তায় পরিচালিত একটি জরিপে দেখা যায়, কেবল ঢাকা বিভাগে ৫-১৭ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে শতকরা একজন বিষণ্নতায় ভুগছে। তবে শিশু-কিশোরদের বিষণ্নতার লক্ষণ বড়দের চেয়ে খানিকটা আলাদা। এ কারণে বাবা-মায়েরা অনেক সময় শিশুদের বিষণ্নতার বিষয়টি বুঝতে পারেন না। শিশুদের মধ্যে বিষণ্নতার যে লক্ষণগুলো বেশি দেখা যায় তা হলো-

- খিটখিটে মেজাজ, হঠাৎ রেগে যাওয়া।
- একদম ছোটরা খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়, কারও কারও খাওয়ার পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে।
- স্কুলে যেতে না চাওয়া।
- বেশিরভাগ সময় মনমরা হয়ে থাকা।
- খেলতে না যাওয়া, টিভি না দেখা, প্রিয় কাজগুলো না করা, সামাজিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলা।
- ঘুমের সমস্যা, সাধারণত খুব ভোরে ঘুম ভেঙে যায়। কারও কারও বেশি ঘুম হতে পারে।
- কান্নাকাটি করা, অকারণে চিৎকার করা।
- পড়ালেখায় মনোযোগ কমে যাওয়া।
- খুব ছোটদের মধ্যে বারবার বমি করা, পেটব্যথা করা। শিশুদের মধ্যে এমন লক্ষণ দেখা গেলে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত আর শিশুরা যাতে বিষণ্নতায় আক্রান্ত না হয় সেজন্য বাবা-মায়েরা যা করতে পারেন তা হলো-
- শিশুকে প্রয়োজনীয় সময় দেওয়া, শিশুর সঙ্গে খেলা, হুটোপুটি করা, তার সঙ্গে কথা বলা।
- শিশুকে উত্যক্ত করা যাবে না, এবং অন্য শিশুদের সঙ্গে তুলনা করে তাকে লজ্জা দেওয়া যাবে না।
- স্কুলে বন্ধুরা বা শিক্ষক শিশুকে উত্যক্ত করছে কি-না সে বিষয়ে বাবা-মা, শিক্ষক সবাইকে সচেতন থাকতে হবে।
- ঘন ঘন স্কুল পরিবর্তন করা যাবে না।
- শিশুকে ভয় দেখানো থেকে বিরত থাকতে হবে। পরীক্ষায় 'জিপিএ ৫' না পেলে তাকে কী কী করা হবে বলে হুমকি দেওয়া যাবে না।
- শারীরিক বা যৌন নির্যাতনের হাত থেকে ঘরে বাইরে শিশুকে সুরক্ষা দিতে হবে।
- শিশুকে খানিকটা দায়িত্ব দিতে হবে, একটু বড় হতে থাকলে তার ব্যক্তিগত সব বিষয়ে অযাচিত নাক গলানো চলবে না, শিশুর প্রতি গোপন নজরদারি করা যাবে না।
- তার শখের বিষয়গুলোর চর্চা করতে উৎসাহিত করতে হবে।

সহকারী অধ্যাপক
শিশু-কিশোর ও পারিবারিক মনোরোগবিদ্যা বিভাগ
জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট, ঢাকা

Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
our services

■ Immigration
■ Family & Children
■ Employment
■ Litigation
■ Benefit
■ Landlord & Tenant
■ Lease Transfer
■ Force Marriage Problem

ইমিগ্রেশনের আবেদন ও আপিলসহ যে কোন বিষয়ে আমরা আইনী সহায়তা দিয়ে থাকি।

Tareq Chowdhury
Principal
This firm is Authorised and regulated by Solicitors Regulation Authority

m. 07961 960 650
t. 020 7650 7970

53A MILE END ROAD
FIRST FLOOR, LONDON E1 4TT
DX address: DX155249 TOWER HAMLETS 2

সফলদের স্বপ্নগাথা

অবসরে আপনি কী করেন, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ

ফেসবুকের সহপ্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী মার্ক জাকারবার্গ। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নর্থ ক্যারোলিনা এ অ্যান্ড টি স্টেট ইউনিভার্সিটির শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেছেন তিনি। বলেছেন, এ বছর তাঁর লক্ষ্যের কথা। প্রতিবছর আমি আমার জন্য নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ ঠিক করি। এ বছর আমার লক্ষ হলো, সান ফ্রান্সিসকোর ছোট্ট গণ্ডি থেকে বের হওয়া। যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্টেটে আমি গিয়েছি। কিন্তু এখনো অনেক স্টেটে পা রাখা বাকি। ঠিক করেছি, বছর শেষ হওয়ার আগেই আমি সব কটি স্টেটে যাব। মানুষের সঙ্গে কথা বলব। তাঁরা কী ভাবছেন, কী করছেন, কী স্বপ্ন দেখছেন–সব শুনব।

আমি ঘুরে ঘুরে দেখেছি, মানুষের বিচিত্র সব দল বা সংগঠন আছে। দল গঠন করার এই ভাবনাটা দারুণ। স্কুলের শিক্ষার্থীদের দল, এলাকাভিত্তিক দল, এমনকি ভিন্ন ভিন্ন দেশের মানুষ মিলেও দল হতে পারে। ফেসবুকের মাধ্যমে আমরা মানুষের সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ স্থাপনে সহায়তা করি। এটা যেমন বন্ধুর সঙ্গে বন্ধুর যোগাযোগ, তেমনি দেশের সঙ্গে দেশের যোগাযোগও। নানা দেশের মানুষের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার দারুণ সুযোগ এখানে আছে। যেন সবাই মিলে একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ার দিকে আরও মনোযোগী হতে পারে। নর্থ ক্যারোলিনা এ অ্যান্ড টিতে আসার আগে যতটুকু পড়াশোনা করেছি, তাতে জেনেছি, আপনাদের এখানে দারুণ সব দল আছে। দলগুলো প্রকৌশল ও বিজ্ঞান নিয়ে কাজ করছে। আপনারা নিশ্চয়ই এই সংগঠনগুলোর কার্যক্রম নিয়ে গর্বিত।

কয়েক সপ্তাহ আগে আমি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় গড়ে তোলার ব্যাপারে একটা চিঠি লিখেছিলাম। আমরা এমন একটা সময়ে বাস করছি, যখন মানুষে মানুষে অনেক বিভেদ। অনেকেই ঠিক দিশা খুঁজে পাচ্ছেন না, কোন পথে যাবেন। শুধু এ দেশেই নয়, ইউরোপ, এশিয়া, সারা বিশ্বেই এক অবস্থাটা। এ অবস্থায় একটা প্রতিষ্ঠান হিসেবে আমরা কী দায়িত্ব পালন করতে পারি? আমি অনেকের সঙ্গে কথা বললাম। কিছু বই পড়লাম। জানলাম, মানব ইতিহাসে দলগঠন খুব গুরুত্বপূর্ণ। হাজার বছর ধরে মানুষ একটা বড় দল হতে চেষ্টা করেছে। পরিবার থেকে গোত্র, গোত্র থকে গ্রাম, গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে দেশ, দেশ থেকে জাতি...এভাবে আস্তে আস্তে মানুষ নিজের দলটা বড় করতে শিখেছে। একা যে সমস্যার সমাধান করা যায় না, মানুষ দল বেঁধে সেই সমস্যার সমাধান করেছে। আমার মনে হয় এখন আমরা এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছি, যখন সমস্যাগুলো শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে বা একটা জাতি হিসেবে সমাধান করা সম্ভব নয়। বরং পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষের এক হওয়া প্রয়োজন। যেমন বৈশ্বিক উষ্ণতার কথাই ধরুন। কিংবা কোনো রোগ, যেটা এক দেশ থেকে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। অথবা সিরিয়ার শরণার্থী পরিস্থিতির কথা ভাবুন। এই সমস্যা কোনো দেশের নয়, কোনো গোত্রের নয়, এই সমস্যা সারা পৃথিবীর। ফেসবুকে আমাদের সেই অবকাঠামোটা তৈরি করে দিয়েছে, যেন পৃথিবীর নানা প্রান্তের মানুষ এক হতে পারে।

আজকের সময়ে আরেকটা বড় ইস্যু হলো তথ্যবিভ্রাট। ভুল তথ্যের কারণে শুধু ফেসবুকই নয়, অনেক সংবাদমাধ্যমও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ফেসবুকে 'থার্ড পার্টি ফ্যাক্ট চেকার'-এর মাধ্যমে আমরা এই সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছি। অনেকেই স্রেফ কিছু টাকার জন্য ভুল তথ্য পরিবেশন করে। যেমন ধরুন কেউ লিখল, 'হার্ট অ্যাটাকে জনি ডেপ মারা গেছেন!' এ রকম অদ্ভুত কিছু লিখে তারা 'ক্লিক' পেতে চেষ্টা করে। আপনি সেখানে ক্লিক করলেই একটা ওয়েবপেজে পৌঁছে যাবেন, যেখানে নানা ধরনের বিজ্ঞাপন আছে। এই বিজ্ঞাপন থেকে তারা আয় করে। একটা ব্যাপার আমি পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা মিথ্যা খবর ও ভুল তথ্যের বিপক্ষে লড়ছি। ফেসবুকের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ আছে, আমরা এসব খবরকে উৎসাহিত করি। কিন্তু সেটা সত্যি নয়। আমরা চাই না কেউ ভুল তথ্য পাক।

কোন তথ্যটা ঠিক, আর কোনটা ভুল, সেটা যাচাই করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। আরেকটা ব্যাপার হলো, একটা তথ্যের সঙ্গে একমত নই বলে আমি তথ্যটা ভুল বলে দাবি করতে পারি না। গণতন্ত্রের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো, আমার মতের সঙ্গে আরেকজনের মত না মিললেও আমি অন্তত সেটা প্রকাশ করতে পারব।

কম্পিউটার প্রকৌশল নিয়ে যারা পড়ালেখা করছ, অনেকেই হয়তো আমার কথার সঙ্গে একমত হবে। আমি ক্লাসে যতটা শিখেছি, তার চেয়ে অনেক বেশি শিখেছি ক্লাসের বাইরে। নিজের আগ্রহে কোডিং করেছি। ফেসবুকে কাউকে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা এই বিষয়টা মাথায় রাখি। ইন্টারভিউতে জিজ্ঞাসা করি, পড়ালেখার বাইরে, কাজের বাইরে তুমি কী করেছ? অবসরে একজন মানুষ কী করে, সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এ থেকে বোঝা যায় কার আগ্রহের জায়গা কোনটা, নেতৃত্ব দেওয়ার যোগ্যতা আছে কি না। আমি যা শিখেছি, তার বেশির ভাগই বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স বা অফিশিয়াল কাজের বাইরে পাওয়া। আগেই বলেছি, প্রতিবছর আমি আমার জন্য একটা লক্ষ ঠিক করি। গত বছর যেমন আমার লক্ষ্য ছিল, আমার বাসার জন্য একটা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন 'সিস্টেম' তৈরি করব। দারুণ মজা পেয়েছি কাজটা করে। অনেক কিছু শিখেছি। এবার স্টেটগুলোতে ঘুরেও অনেক কিছু শিখছি।

কেউ যখন আমাকে প্রশ্ন করে, জীবনের কোন অর্জনটা আপনাকে সব চেয়ে আনন্দ দেয়? আমি বলি, আমার পরিবার। অপূর্ব স্ত্রী আর আদরের মেয়েকে নিয়ে আমার পরিবার। কদিন আগেই জানিয়েছি, আমাদের ঘরে আরও একটা কণ্যা সন্তান আসছে। এটাও একটা ভীষণ আনন্দের খবর। আমার মেয়ের বয়স এক বছর। সে পানি খুব পছন্দ করে, গোসল করতে খুব ভালোবাসে। যখন মেয়েকে আমি গোসল করাই, সেই মুহূর্তটা আমার কাছে সবচেয়ে সেরা মনে হয়। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন আমি সময় বের করতে চেষ্টা করি যেন বাড়ি ফিরে মেয়েকে গোসল করাতে পারি। এটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার। মা-বাবা হওয়ার পর পৃথিবীর প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আচমকা বদলে যায়! এই পরিবর্তন আমি উপভোগ করছি। (সংক্ষেপিত)

ইংরেজি থেকে অনুবাদ: মো. সাইফুল্লাহ

সূত্র: নর্থ ক্যারোলিনা এ অ্যান্ড টি স্টেট ইউনিভার্সিটির অফিশিয়াল ভিডিও

ক্যাম্পাসের প্রিয়মুখ

শাহরীমার কথকতা

তৌশিকুর রহমান

শাহরীমা জান্নাতের সঙ্গে ফোনালাপের একপর্যায়ে কথাটা বলতেই হলো, 'আচ্ছা, আপনি কী কী পারেন না, সেটাই বরং বলুন।' শুনে ওপাশ থেকে হাসলেন তিনি। বললেন, 'অনেক কিছুই তো পারি না। তবে শেখার চেষ্টা করি। আর নানা রকম অভিজ্ঞতা অর্জনের ভাবনাও মাথায় থাকে।'

তা কী কী অভিজ্ঞতা আছে তাঁর ঝুলিতে? আর কী কী শেখা হলো? সেটাই বিস্তারিত শোনা যাক।

শাহরীমা জান্নাতের ডাকনাম ঐশ্বী। ছোটবেলা থেকে স্বপ্ন দেখেছেন, প্রকৌশলী হবেন। উচ্চমাধ্যমিক পেরিয়ে ভর্তি হয়ে গেলেন ঢাকার মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এমআইএসটি)। সেই থেকে স্বপ্নগুলো আরও ডালপালা মেলতে শুরু করল। এমআইএসটিতে শাহরীমা পড়ছেন কম্পিউটার কৌশল বিভাগের শেষ বর্ষে। নিজ বিভাগের মেধাতালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানটি আছে তাঁর দখলে। সেই সঙ্গে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের 'অধিনায়ক'ও। শাহরীমা জানালেন, 'প্রতি সেমিস্টারে নির্বাচনের মাধ্যমে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন ক্যাপ্টেন নির্ধারণ করা হয়। ক্যাপ্টেনের কাজ হলো কর্তৃপক্ষের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা। বর্তমান সেমিস্টারে আমি ক্যাপ্টেনের দায়িত্বে আছি।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে তাঁর অর্জনের গল্প আছে আরও। ইউরোপিয়ান প্লানেট ফেডারেশনের আয়োজনে ২০১৬ সালে এমআইএসটি রোভার দলের হয়ে পোল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ইউরোপিয়ান রোভার চ্যালেঞ্জে অংশ নেন শাহরীমা। তাঁদের তৈরি রোভার এশিয়ার মধ্যে তৃতীয় এবং বিশ্বের মধ্যে ২১ তম স্থান অর্জন করে। ২০১৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তবিভাগ বিতর্ক প্রতিযোগিতায় হয়েছিলেন রানার আপ। ওদিকে ২০১৬ সালে আন্তবিভাগ সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় রবীন্দ্রসংগীতে দখল করেন প্রথম স্থান। বর্তমানে দায়িত্ব পালন করছেন এমআইএসটি ডিবেট সোসাইটির সেক্রেটারি এবং ড্রামা অ্যান্ড ফিল্ম সোসাইটির সহসভাপতি পদে।

এ বছর ন্যাশনাল ইয়ুথ কাউন্সিলের আয়োজনে শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ইয়ুথ এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রামে বাংলাদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হয়ে দশজন তরুণ অংশ নেওয়ার সুযোগ পান। শাহরীমা সেই দশজনের একজন হয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। বর্তমানে জাপান নিয়ন্ত্রিত (বেজড) আন্তর্জাতিক সংস্থা 'হাঙ্গার ফ্রি ওয়া!'-এর বাংলাদেশি শাখা 'ইয়ুথ এগেইনস্ট হাঙ্গার'-এর এক্সিকিউটিভ মেম্বারের দায়িত্ব পালন করছেন।

মাত্র চার বছর বয়সে গান, নাচ আর অভিনয়ে হাতেখড়ি হয়েছিল মেধাবী মেয়েটির। স্কুল-কলেজ পর্যায়ে যেখানেই কোনো প্রতিযোগিতা হয়েছে, সেখানেই হাজির হয়েছেন। শাহরীমা জানান, 'ছোটবেলা থেকে মা-বাবা সব সময় চাইতেন, আমি যেন শুধু বই নিয়ে বসে না থাকি। তাই যেখানেই কোনো প্রতিযোগিতা হয়েছে, তাদের শতব্যস্ততা থাকলেও আমাকে নিয়ে গিয়েছেন।' নানা রকম প্রতিযোগিতার পুরস্কারে সেজেছে শাহরীমার ঘর।

শুধু নাচ-গান নয়, শিখেছেন 'তায়কোয়ান্দো'ও। 'মা সব সময় চাইতেন আমি যেন কারও ওপর নির্ভরশীল না হয়ে থাকি। আত্মরক্ষার কথা ভেবেই তায়কোয়ান্দোতে নাম লিখিয়েছি।' বলছিলেন তিনি। তবে শুধু নাম লেখানোতেই থেমে থাকেননি শাহরীমা। ২০০৫ সালে জুনিয়র তায়কোয়ান্দো চ্যাম্পিয়নশিপে 'ফিমেল ক্যাটাগরি' থেকে চ্যাম্পিয়ন খেতাব অর্জন করেন তিনি।

বাবা মো. শহীদুজ্জামান ও মা সৈয়দা আসিফা আশরাফীর দুই মেয়ের মধ্যে বড় শাহরীমার বেড়ে ওঠা খুলনা শহরে। করোনেশন হাইস্কুল থেকে মাধ্যমিক এবং সরকারি এম এম সিটি কলেজ থেকে উচ্চমাধ্যমিকে জিপিএ-৫ তো ছিলই। জাতীয় পদার্থবিজ্ঞান অলম্পিয়াড-২০১২ তে নিজ বিভাগে দ্বিতীয় রানার আপ আর জাতীয় বিজ্ঞান অলিম্পিয়াড ২০১৩এ বিভাগীয় রানার আপ হয়েছিলেন। ২০০৯ ও ২০১০ সালে পর পর দুই বছর আন্তস্কুল বিতর্ক প্রতিযোগিতা আর খুলনা বিভাগে ২০০৯ সালে জাতীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন শাহরীমা।

এখন কোন স্বপ্ন পূরণের পথে ছুটছেন? বললেন, 'গবেষণাধর্মী কাজ করতে চাই। ভিনদেশ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়ে এসে দেশে গবেষণার কাজ এগিয়ে নিতে চাই। সঙ্গে মা-বাবার জন্য আর দেশের মানুষের জন্য ভালো কিছু করতে পারলে মনে করব আমি সার্থক।'

প্রদর্শনী থেকে শেখা

মীর রিফাত উস সালেহীন

১২ এপ্রিল ঢাকার শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণে পা রাখলে আপনি হয়তো একটু দ্বিধায় পড়ে যেতেন। চারদিকে উৎসবের আমেজ। একদল ঝলমলে তরুণ, তাঁদের মধ্যে চাপা রোমাঞ্চটাও ঠিক টের পাওয়া যায়। ভাবতে পারেন, 'পয়লা বৈশাখ' দুদিন আগেই এসে হাজির হলো না তো! নইলে এই তীব্র গরমকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এতগুলো ছেলেমেয়ে এখানে একজোট হয়েছে কেন?

শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালায় ঢুঁ মারলে আপনার জানা হয়ে যেত, চলছে ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস বাংলাদেশের (ইউল্যাব) গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগের কারিকুলাম ইন্টিগ্রেশন (সিআই)।

ইউল্যাবের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগের কার্যক্রম একটু আলাদা। প্রতি সেমিস্টারের শুরুতে এখানে একটি নির্দিষ্ট বিষয় ঠিক করা হয়। পুরো সেমিস্টারে এই বিষয় নিয়ে একদিকে চলে তাত্ত্বিক আলোচনা, অন্যদিকে বিষয়টিকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কোর্সের শিক্ষার্থীরা নানা কার্যক্রম চালিয়ে যান। আলোকচিত্র, দেয়ালচিত্র, ইলাস্ট্রেশন, ছবি, পারফরমিং আর্ট, অ্যানিমেশন, ভিডিও আর্ট ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা একটি বার্তা দিতে চেষ্টা করেন। সেমিস্টারের শেষ ভাগে এক সপ্তাহ ধরে চলে এই সব শিল্পকর্মের প্রদর্শনী। সব শেষে থাকে আলোচনা সভা ও শিক্ষার্থীদের তৈরি চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও বিজ্ঞাপনচিত্র প্রদর্শনের আয়োজন।

আয়োজনটির উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিভাগীয় প্রধান জুড উইলিয়াম হেনিলো বলেন, 'ইউল্যাব "অ্যাকটিভ লার্নিং"-এ বিশ্বাস করে। আমরা চাই শিক্ষার্থীরা সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে শিখুক।'

এবারের কারিকুলাম ইন্টিগ্রেশনের বিষয় ছিল 'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিরক্ষরতা'। মোট ১৬টি কোর্সের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন ধরনের কাজের মাধ্যমে প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেন।

'সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম নিরক্ষরতা' বিষয়টি কেন নির্বাচন করা হলো? প্রশ্নের উত্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহযোগী অধ্যাপক সুমন রহমান বলেন, 'যখনই কোনো সামাজিক সমস্যা দেখা দেয়, তখন বিদ্যাজগতের মধ্য দিয়ে আমরা সেই সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ধারণাকে বোঝার চেষ্টা করি। বিষয়গুলো ওই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবেই নির্বাচিত হয়। বেশ কিছুদিন ধরে সামাজিক গণমাধ্যমে নানা রকম মানুষের বিচরণের কারণে নানাবিধ সমস্যা তৈরি হচ্ছে, নানান ঘটনা ঘটছে। এ জন্যই আমাদের এবারের বিষয় এটি।'

১২ এপ্রিল প্রদর্শনীর শেষ দিনে মূল আলোচনা সভায় সুমন রহমান সভাপতিত্ব করেন। বক্তা হিসেবে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণমাধ্যম ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ফাহমিদুল হক, সেভ দ্য চিলড্রেনের যোগাযোগ ও তথ্য ব্যবস্থাপক ফাইজুল করিম এবং লেখক, অ্যাকটিভিস্ট ফিরোজ আহমেদ। বাংলাদেশের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম কীভাবে বর্তমান অবস্থায় পৌঁছেছে, তা নিয়ে আলোচনা করেন ফাহমিদুল হক। তিনি বলেন, এখানে ব্যবহারকারীরা প্রত্যেকে একই সঙ্গে উৎপাদক ও ভোক্তা। ফেসবুকে ছদ্মনাম ব্যবহারের প্রবণতা ও এর কারণ নিয়ে কথা বলেন ফাইজুল করিম। ফিরোজ আহমেদ বলেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম নিরক্ষরতাকে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল কাজে লাগায়। আলোচনা শেষে বক্তারা শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

আলোচনা সভা শেষে শুরু হয় শিক্ষার্থীদের তৈরি চলচ্চিত্র, তথ্যচিত্র ও বিজ্ঞাপনচিত্রের প্রদর্শনী। অনুষ্ঠানের এই অংশে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন প্রথম আলোর ব্যবস্থাপনা সম্পাদক সাজ্জাদ শরিফ। তিনি বলেন, 'ফেসবুক হচ্ছে অনেকগুলো রঙিন লিফলেটের মতো। এর মধ্যে কোনটা আপনি নেবেন আর কোনটা নেবেন না, সেটা আপনাকেই ঠিক করতে হবে।'

তিস্তা নিয়ে অনড় মমতা

দেশ ডেস্ক, ২৫ এপ্রিল : পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফের বলেছেন, রাজ্যের স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে তিস্তার পানি দেওয়া যাবে না। তবে তোর্সা ও মানসাই নদীর পানি নিয়ে আলোচনা হতে পারে।

উত্তরবঙ্গ সফরকালে গত সোমবার কোচবিহারে প্রশাসনিক বৈঠক শেষে সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে এই কথা পুনর্ব্যক্ত করেন মমতা।

তিস্তার পানিবণ্টন নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মমতা বলেন, 'আমরা বাংলাদেশকে ভালোবাসি। আগে তো ফারাক্কার পানি দিয়েছি। বাংলার (পশ্চিমবঙ্গ) মানুষ পানি পাওয়ার পর যদি থাকে, তবে নিশ্চয়ই দেব।'

মমতা বলেন, 'বাংলা যদি পানি না পায়, তাহলে আমরা কী করতে পারি? আমি তো ইতোমধ্যে তিস্তার বদলে তোর্সা, মানসাই নদীর পানির কথা বলেছি।'

রাজ্যের মানুষের অসুবিধা না হলে বাংলাদেশকে পানি দিতে কোনো আপত্তি নেই বলে উল্লেখ করেন মমতা। চলতি মাসের শুরুর দিকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নয়াদিল্লি সফরের সময় তাঁকে তিস্তার বদলে বিকল্প প্রস্তাব দেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী।

ওই সময় শেখ হাসিনাকে মমতা বলেন, 'তিস্তা নিয়ে আমাদেরই অনেক সমস্যা রয়েছে। আপনারা বরং তোর্সা, ধানসিঁড়ি, মানসিঁড়ির মতো উত্তরবঙ্গের অন্য নদীগুলোর পানি নিন।'

তিস্তা নিয়ে মমতার এই বিকল্প প্রস্তাব দুই দেশের শীর্ষ নেতৃত্ব আমলে নেয়নি; বরং তা উভয় দেশের শীর্ষ পর্যায়ে অস্বস্তি সৃষ্টি করে।

মালদ্বীপে ছুরি মেরে ব্লগার হত্যা

দেশ ডেস্ক, ২৪ এপ্রিল : মালদ্বীপের রাজধানী মালেতে এক উদারপন্থী ব্লগারকে ছুরি মেরে হত্যা করেছে দুর্বৃত্তরা। তাঁর নাম ইয়ামিন রশিদ (২৯)। পরিবারের সদস্য ও সহকর্মীরা গত রোববার এ কথা জানিয়েছেন।

ইয়ামিনের পরিবারের সদস্যরা জানান, ঘাতক গলা ও বুকে একাধিকবার ছুরিকাঘাত করে বাড়ির সিঁড়িতে ফেলে রেখে যায় ইয়ামিনকে। গত ২৩ এপ্রিল সকালে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই মারা যান তিনি। ইয়ামিন দেশটির রাজনীতিকদের নিয়ে তাঁর 'দ্য ডেইলি প্যানিক' শিরোনামের ব্লগে রসিকতা করতেন। ভারত মহাসাগরের ছোট দ্বীপ দেশটিতে গত পাঁচ বছরে দুর্বৃত্তদের হামলার শিকার গণমাধ্যম ব্যক্তিত্বদের মধ্যে ইয়ামিন রশিদ তৃতীয়। মালেতে বেশ কিছুদিন থেকে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে। গত মাসের শেষ দিকে বিরোধীরা পার্লামেন্টের স্পিকারকে অভিশংসিত করার চেষ্টা করলে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়।

'নারীরা কেন শান্তিতে থাকতে পারবেন না?'

দেশ ডেস্ক, ২৫ এপ্রিল : ভারতে নারী নির্যাতন বেড়েই চলেছে। নারীদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি ও হত্যার ঘটনায় মামলা হচ্ছে বেশ। এমন পরিস্থিতিতে একটি মামলার শুনানির সময় দেশটির সুপ্রিম কোর্ট প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছেন, 'এই দেশে নারীরা কেন শান্তিতে থাকতে পারবেন না।'

গত সোমবার সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি দীপক মিশ্র, বিচারপতি এ এম খানউইলকর ও বিচারপতি এম এম সান্তনা গৌড়ের সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চ এক আপিল মামলার শুনানির সময় এই প্রশ্ন করেন।

ভারতের গণমাধ্যম জি নিউজের প্রতিবেদনে বলা হয়, হিমাচল প্রদেশে ১৬ বছরের এক কিশোরীকে অপহরণের পর ধর্ষণ করেন এক ব্যক্তি। পরে ওই কিশোরী আত্মহত্যা করে। এই মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির সাত বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন রাজ্য হাইকোর্ট। ওই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আপিল করেন দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তি। সোমবা এই আপিলের শুনানি ছিল। শুনানির সময় দেশটির সর্বোচ্চ আদালত ওই প্রশ্ন করেন।

আদালত বলেন, 'কোনো নারীকে জোর করে কেউ ভালোবাসতে বাধ্য করতে পারেন না। কারণ ওই নারীর নিজস্ব স্বাধীনতা আছে। নারী কোনো ব্যক্তিকে ভালোবাসবেন কি বাসবেন না, তা তিনি নিজেই পছন্দ করে ঠিক করবেন।'

পুলিশ জানায়, নিহত কিশোরীর বাবা প্রথমে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাঁর মেয়েকে অপহরণ ও ধর্ষণের মামলা করেন। এই মামলায় তিনি খালাস পান। পরে ওই ব্যক্তি কিশোরীকে উত্যক্ত করেন ও হুমকি দেন। এ ঘটনায় ওই কিশোরী নিজের গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। দগ্ধ অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলায় পরে ওই ব্যক্তির সাত বছরের কারাদণ্ডাদেশ দেন রাজ্য হাইকোর্ট।

আপিল শুনানির সময় আদালতের বেঞ্চ আবেদনকারী ওই ব্যক্তিকে বলেন, তিনি কিশোরীকে উত্যক্ত করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছেন, যাতে মেয়েটি আত্মহত্যার মতো ঘটনা ঘটিয়েছে। তিনি দোষী।

বিবাহবিচ্ছেদের 'খুশি'তে মিষ্টি বিতরণ যুবকের!

দেশ ডেস্ক, ২৫ এপ্রিল : মহা ধুমধামে বিয়ে হয়েছিল রিঙ্কেশ রচ্ছের। ছোটখাটো সমস্যার কারণে স্ত্রীর সঙ্গে সংসারে ঝামেলা লেগেই থাকত রিঙ্কেশের। এরপর বিবাহবিচ্ছেদ। সেই বিবাহবিচ্ছেদের পর প্রতিবেশীদের মিষ্টিমুখ করিয়েছেন রিঙ্কেশ! অবাক মনে হলেও চমকে দেওয়ার মতো এ ঘটনাটি ঘটেছে গুজরাটের রাজকোট জেলার বাঙ্কান এলাকায়।

জানা গেছে, তিন বছর আগে স্থানীয় এক যুবতীর সঙ্গে বিয়ে হয় রিঙ্কেশের। বেশ ধুমধাম করেই হয়েছিল বিয়ের অনুষ্ঠান। কিন্তু মাস খানেক যেতে না যেতেই ছোটখাটো নানা বিষয়ে নিজেদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়ে ওই দম্পতির। রিঙ্কেশ বলেন, 'প্রথমে ভেবেছিলাম, দুজন অচেনা মানুষ একসঙ্গে থাকতে গেলে একটু-আধটু মতের অমিল হতেই পারে! সম্পর্ককে একটু সময় দিলে ধীরে ধীরে সব ঠিক হয়ে যাবে।' কিন্তু যত দিন গড়াল, সম্পর্কের অবনতি ততই হলো।

রিঙ্কেশ বলেন, 'একটা সময় পরিস্থিতি এতটাই খারাপ হলো যে আমার স্ত্রী আমার সঙ্গে আলাদা থাকার দাবি তুললেন। আমি তা-ও মেনে নিয়েছিলাম। কিন্তু নিজের পরিবার ছেড়ে ওর সঙ্গে আলাদা থেকেও কোনো লাভ হয়নি।' তাঁর অভিযোগ, পরিস্থিতি একেবারে নাগালের বাইরে চলে যায় যখন, 'হেল্পলাইন'-এ ফোন করে বাসায় পুলিশ ডাকলেন স্ত্রী। এরপর বাধ্য হয়েই বিবাহবিচ্ছেদের পথ বেছে নিয়েছি।' কিন্তু দাম্পত্যের মতো রিঙ্কেশের বিবাহবিচ্ছেদের ব্যাপারটাও সহজভাবে হয়নি। আদালতে মোটা অঙ্কের খোরপোশ দাবি করেছিলেন রিঙ্কেশের স্ত্রী। বিপুল অঙ্কের অর্থ দিতে অপারগ রিঙ্কেশ দ্বারস্থ হন আদালতের। এরপর দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে আপসের মাধ্যমে বিচ্ছেদ হয় রিঙ্কেশের।

বিবাহবিচ্ছেদের পর বাড়িতে ফিরে পাড়া-প্রতিবেশীদের মিষ্টিমুখ করান রিঙ্কেশ। এই মিষ্টিমুখ কি সম্পর্ক থেকে 'মুক্তি'র আনন্দে? আক্ষেপের সুরে রিঙ্কেশ বলেন, 'বিবাহবিচ্ছেদের আনন্দে মিষ্টি বিতরণ করিনি। অনেকেই আইনের অপব্যবহার করেন। আমি আমার প্রতিবেশীদের শুধু সে বিষয়ে সতর্ক করতে চেয়েছি।'

আর বিয়ে করবেন কি না, এমন প্রশ্নের জবাবে রিঙ্কেশ বলেন, 'সব মেয়েই তো আর এক রকম নয়। ভবিষ্যতে কখনো যদি মনের মতো কাউকে পাই, তাহলে তো বিয়ে করবই।' তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার।

ডুবে গেল গাড়ি, বাঁচল কেবল ছোট্ট মেয়েটি

দেশ ডেস্ক, ২৪ এপ্রিল : কাদামাটির রাস্তা থেকে পিছলে পাশের নদীতে পড়ে গিয়েছিল গাড়িটি। ডুবে যাচ্ছিল। ভেতরে তিন ছেলেমেয়ে নিয়ে এক মা ছিলেন। বাঁচল কেবল আট বছরের ছোট্ট মেয়েটি। অন্যরা চলে গেল।

সোমবার বিবিসির খবরে জানা যায়, অস্ট্রেলিয়ায় নিউ সাউথ ওয়েলসের টামবালগাম এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। ছোট্ট মেয়েটির নাম ক্লো কাবিলো। সে জানাল, সিট বেলট খুলে দম নেওয়ার জন্য সে ওপরে আসার চেষ্টা চালায়। এরপর কোনোমতে ভেসে থাকে। দুর্ঘটনার সময় ক্লোর বাবা গাড়িতে ছিলেন না। বাবা ম্যাট কাবিলো বলেন, 'মেয়ের জন্য আমাকে শক্ত থাকার চেষ্টা করতে হবে।' দুর্ঘটনায় গাড়ির মধ্যে থাকা ক্লোর মা স্টেফেনি কিং (৪৩), ১১ বছরের বোন এলা জেন ও সাত বছরের ভাই জ্যাকোব মারা যায়।

ক্লোর ভাষ্য, সে মা ও ভাইবোনকে খুব ভালোবাসত। তাদের সে কখনো ভুলবে না।

ওয়েন স্টার্লিং নামে স্থানীয় পুলিশ কর্মকর্তা সেভেন নিউজ টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকদের বলেন, 'মারা যাওয়ার আগে মা অন্তত একজন সন্তানকে গাড়ির বাইরে বের করে দিতে চেয়েছিলেন। আর সে ছিল ক্লো। আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সন্তানদের বাঁচানোর চেষ্টা না করলে মা এখনো বেঁচে থাকতেন।'

গত বছরের মার্চ মাসে আয়ারল্যান্ডের দুনেগাল উপকূলে একটি গাড়ি ডুবে যায়। সেখানেও দুর্ঘটনা থেকে কেবল চার মাসের একটি শিশু বেঁচে যায়।

সৌদি সরকারের ভাতা পুনর্বহাল

দেশ ডেস্ক, ২৪ এপ্রিল : রাষ্ট্রীয় ব্যয়ের ক্ষেত্রে কৃচ্ছ্রসাধনের লক্ষ্যে সরকারি কর্মচারীদের ভাতা কমানোর ঘোষণা থেকে সরে এসেছে সৌদি সরকার। বাদশাহ সালমান গত শনিবার এ-সংক্রান্ত এক আদেশ জারি করেছেন। রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ইখবারিয়া টেলিভিশনে প্রচারিত খবরে বলা হয়, বাদশাহর ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরকারি কর্মচারী ও সামরিক বাহিনীর কর্মীদের জন্য বরাদ্দকৃত সব ধরনের ভাতা, আর্থিক সুবিধা ও বোনাস পুনর্বহাল করা হলো। গত সেপ্টেম্বরে সৌদি আরবের মন্ত্রীদের বেতন ২০ শতাংশ কমানো হয়। সরকারি কর্মচারীদের কিছু সুযোগ-সুবিধাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

একাই ৮০০ মাইল পথ পাড়ি দিল ১২ বছরের কিশোর!

দেশ ডেস্ক, ২৫ এপ্রিল : একা একা ৮০০ মাইল পথ পাড়ি দিয়েছে ১২ বছরের এক কিশোর। আরও পথ পাড়ি হয়তো সে দিত কিন্তু বাদ সাধে পুলিশ। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে যাওয়ার চেষ্টা করা ওই কিশোরের চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়ার ইচ্ছে ছিল। এখন প্রশ্ন উঠেছে, সবার দৃষ্টি এড়িয়ে কীভাবে কিশোরটি এতটা পথ পাড়ি দিল। বিবিসির খবরে বলা হয়, গত শনিবার অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের জনশূন্য এলাকা দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল ১২ বছরের এক কিশোর। এ সময় বাম্পার ঝোলানো দেখে গাড়িটি থামায় টহল পুলিশের দল। পুলিশ বলছে, নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্যান্ডল থেকে চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার পার্থে যাওয়ার চেষ্টা করছিল কিশোরটি। গ্রেপ্তার করে নিউ সাউথ ওয়েলসের ব্রোকেন হিল থানায় কিশোরটিকে নেওয়া হয়।

কিশোরটির মা-বাবা পুলিশের কাছে আগেই জানিয়েছিলেন, গত শুক্রবার থেকে তাঁদের ছেলে নিখোঁজ। গত রোববার তাঁরা ১ হাজার ৩০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দেওয়া ওই কিশোরটিকে বাড়িতে নিয়ে গেছেন। খবরে বলা হয়, ওই কিশোর যে পথ পাড়ি দিতে চেয়েছিল (ক্যান্ডল থেকে পার্থ পর্যন্ত), যদি একনাগাড়ে তা দিতে হয়, তবে প্রায় ৪০ ঘণ্টার মতো সময় লাগবে। ক্যান্ডল থেকে ব্রোকেন হিলের ওই যাত্রাপথটি শত শত কিলোমিটারের পথ এবং সোজা পথ। এই হাইওয়ে ধরে গাড়ি চালিয়ে গেলে দেখা মিলবে অস্ট্রেলিয়ার সবচেয়ে উৎপাদনশীল কৃষিজমি ও সমভূমি। স্থানীয় গণমাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে, ছেলেটি কিশোরের চেয়ে একটু বড়ই মনে হয়। কোবর শহরের একটি পেট্রলপাম্পের ব্যবস্থাপক বলেছেন, তিনি যতটা দেখেছেন, তাতে ওই ছেলের বয়স তাঁর কাছে মনে হয়েছে 'সম্ভবত ১৯ বা ২০'।

প্যারিসে হামলার দায় নিয়েছে আইএস

দেশ ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে হামলার দায় স্বীকার করেছে জঙ্গিগোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট (আইএস)। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এই তথ্য জানানো হয়।

গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে প্যারিসের কেন্দ্রস্থলে বন্দুকধারীর গুলিতে এক পুলিশ কর্মকর্তা নিহত হন। আহত হন দুজন।

পুলিশ বলছে, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে সন্দেহভাজন বন্দুকধারী নিহত হয়েছেন।

হামলার ঘটনাকে 'কাপুরুষোচিত হত্যাকাণ্ড' বলে বর্ণনা করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওঁলাদ। ওঁলাদ বলেছেন, এই হামলা সন্ত্রাসবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছে।

পুলিশও বলছে, এটা সন্ত্রাসী হামলা বলে তারা সন্দেহ করছে।

হামলার পর আইএস দাবি করে, তাদের এক যোদ্ধা প্যারিসে হামলা চালিয়েছে।

ফরাসি প্রসিকিউটর ফ্রাঁসোয়া ময়াঁ বলেন, সন্দেহভাজন হামলাকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে। হামলার ঘটনায় তার সঙ্গে আর কেউ ছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।

হামলার পর ঘটনাস্থল 'দ্য চ্যাম্পস এলিসি' বন্ধ করে দেয় পুলিশ। ঘটনাস্থলের আকাশে হেলিকপ্টার চক্কর দেয়। সবাইকে সরে যেতে বলা হয়।

ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের দুদিন আগে প্যারিসে হামলার ঘটনা ঘটল। ২০১৫ সাল থেকে এ পর্যন্ত কয়েক দফা সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে ফ্রান্স। এসব হামলায় দুই শতাধিক লোক নিহত হয়েছে। দেশটি বর্তমানে জরুরি অবস্থার মধ্যে আছে।

'নতুন ভারত' গড়তে মুখ্যমন্ত্রীদের আহ্বান নরেন্দ্র মোদির

দেশ ডেস্ক, ২৪ এপ্রিল : ভারতের অর্থনৈতিক সংস্কার ও পরিকল্পনাবিষয়ক কর্তৃপক্ষ নিতি আয়োগের বৈঠকে 'নতুন ভারত' গড়তে সব রাজ্য ও মুখ্যমন্ত্রীকে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। রাজধানী নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে গতকাল রোববার নিতি আয়োগের পরিচালনা পর্ষদের এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

দেশের উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে ১৫ বছরের রূপকল্প নিয়ে আলোচনায় বসে নীতি আয়োগ। অর্থনীতির চাকার গতি আরও বাড়াতে আগামী ১৫ বছরের পরিকল্পনা ছাড়াও আগামী সাত বছরের জন্য সরকারের কৌশল নিয়েও কথা হয়। সেই সঙ্গে তিন বছরমেয়াদি এক কর্মপরিকল্পনাও আলোচিত হয়।

বৈঠকে নীতি নির্ধারণে মুখ্যমন্ত্রীদের ভূমিকার প্রশংসা করে নরেন্দ্র মোদি বলেন, এই প্রথমবারের মতো মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে কেন্দ্র থেকে বাস্তবায়নের উপযোগী পরিকল্পনা চাওয়া হয়েছে।

নিতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগারিয়া ১৫ বছরমেয়াদি কর্মপরিকল্পনার মূল বিষয়গুলো তুলে ধরে জানান, এই পরিকল্পনায় শুধু অর্থনীতি আর সামাজিক খাতই প্রাধান্য পাচ্ছে না, অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষাও গুরুত্ব পাচ্ছে।

কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় ক্রীড়াবিদকে তালাক!

দেশ ডেস্ক, ২৪ এপ্রিল : কন্যাসন্তানের জন্ম দেওয়ায় ভারতে নেট বলে সাতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন শুমায়লা জাভেদকে টেলিফোনে তিন তালাক দিয়েছেন স্বামী। এই অন্যায়ের বিচার চেয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের কাছে চিঠি লিখেছেন শুমায়লা।

উত্তর প্রদেশের আমরোহার কৃতী ক্রীড়াবিদ শুমায়লার সঙ্গে ২০১৪ সালে বিয়ে হয় লক্ষ্ণৌর গোসাঁইগঞ্জের আজম আব্বাসির।

শুমায়লার পরিবারের ভাষ্য, বিয়ের সময় তাঁরা আজমকে তিন লাখ রুপি পণ দেয়। বিয়ের পর বাবার বাড়ি থেকে আরও পণ আনতে শুমায়লাকে চাপ দেয় আজমের পরিবার। একপর্যায়ে শুরু হয় নির্যাতন। একবার শুমায়লাকে আগুনে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা চালানো হয়।

ইতিমধ্যে শুমায়লা সন্তানসম্ভবা হয়েছেন। তাঁর পরিবার বলছে, গর্ভধারণের পর আজমের পরিবার থেকে ঘোষণা করা হয়, পুত্রসন্তান না হলে শুমায়লার কপালে দুঃখ আছে। শুমায়লার গর্ভধারণের আট মাসের সময় পরীক্ষায় জানা যায়, কন্যাসন্তান আসছে।

শুমায়লার পরিবারের ভাষ্য, কন্যাসন্তান আসছে–জানার পর শুমায়লার ওপর শ্বশুরবাড়ির লোকজনের অত্যাচার বেড়ে যায়। তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। বাবা-মা শুমায়লাকে ফের শ্বশুরবাড়িতে রেখে যান। শুমায়লা কন্যাসন্তান জন্ম দিলে তাঁর ওপর নির্যাতন বাড়ে। একপর্যায়ে সন্তানসহ বাবার বাড়িতে চলে আসেন তিনি। সম্প্রতি আজম টেলিফোনের মাধ্যমে শুমায়লাকে তিন তালাক দেন।

দরজা খুলেই কুমির!

দেশ ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : যুক্তরাষ্ট্রের এক পরিবারে এবার ইস্টার সানডেতে হাজির হয়েছিল অন্য রকম অনাহুত এক অতিথি। শব্দ শুনে দরজা খুলে বাইরে এসে দেখা যায়, অতিথি বা কোনো উপহার নয়, অপেক্ষা করছে আস্ত এক কুমির!

দক্ষিণ ক্যারোলাইনা অঙ্গরাজ্যের বাসিন্দা স্টিভ পোলস্টন বাড়িতে পরিবারের সঙ্গে আরাম করছিলেন। এ সময় বাইরে তাঁরা একটি শব্দ শুনতে পান। স্টিভ ভেবেছিলেন, তাঁর মেয়ে বাইরে কিছু করছে। আর দোতলায় থাকা তাঁর মেয়ে ভেবেছিল আওয়াজটা করছেন তার মা। খোঁজ নিয়ে দেখা গেল, তারা বাসার ভেতরেই রয়েছে। স্টিভরা এবার ধারণা করলেন, হয় কোনো অতিথি, না হয় চোরটোর হবে। জানতে বাইরে এসে দেখা গেল বড়সড় ওই কুমিরকে।

যুক্তরাষ্ট্রে কুমিরের প্রজাতিটি পরিচিত অ্যালিগেটর নামে।

স্টিভ পোলস্টন একটি ওয়েব পোর্টালকে বলেন, 'বারান্দায় হাজির হওয়া প্রাণীটি ছিল নয় ফুট দৈর্ঘ্যের বিরাট এক অ্যালিগেটর।'

ওয়েব পোর্টালটি জানিয়েছে, কুমিরটি ১৫ ফুট উঁচু সিঁড়ি বেয়ে ওপরে ওঠে। তার পর একটি পর্দা ঠেলে দরজা দিয়ে দোতলায় চলে আসে। সরীসৃপটির বাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়ার কোনো ভাবসাবই দেখা যাচ্ছিল না; বরং ক্রমশই একে আরও আক্রমণাত্মক দেখাচ্ছিল। পরে পোলস্টনের পরিবারের পক্ষ থেকে একজন বন্য প্রাণী ব্যবস্থাপনায় দক্ষ লোককে ডাকা হয়। তিনি এসে বলেন, কুমিরটি সম্ভবত ৬০ বছর বয়সী। স্থানীয় পোস্ট অ্যান্ড কুরিয়ার পত্রিকা জানিয়েছে, কয়েক ঘণ্টা পরেও যখন কুমিরটির চলে যাওয়ার লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না, তখন বন্য প্রাণী বিভাগের লোকজন তাকে বিশেষ কৌশলে যন্ত্রণাহীনভাবে মেরে ফেলেন।

নারীরাই ভালো বস!

ঢাকা ডেস্ক, ২৫ এপ্রিল : কর্মক্ষেত্রে কে বেশি ভালো বস-নারী নাকি পুরুষ? এমন প্রশ্নের উত্তর যাই হোক না কেন, কর্মক্ষেত্রে নারী বসের সংখ্যা খুবই কম। কারও কারও ধারণা, বস হিসেবে নারীরা মোটেও ভালো নন। আর তাঁরা সফল হতে পারেন না। কিন্তু এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হতে চলেছে বলে দাবি করেছেন একদল গবেষক। তাঁরা বলছেন, পুরুষেরা নন-কর্মক্ষেত্রে বস হিসেবে নারীরাই ভালো।

ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড পত্রিকা মেট্রোর প্রতিবেদনে বলা হয়, সম্প্রতি বিআই নরওয়েজিয়ান স্কুলের লিডারশিপ অ্যান্ড অর্গানাইজেশনাল বিহেভিয়র বিভাগের প্রধান অধ্যাপক অয়ভিন্দ এল মার্টিনসেনের নেতৃত্বে একদল গবেষক এ গবেষণা করেন। গবেষণাটি করতে গিয়ে তাঁরা বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তিন হাজার ব্যবস্থাপক ও কর্মীর ওপর জরিপ করেন।

গবেষণায় পাওয়া ফলাফল উদ্ধৃত করে গবেষকেরা বলছেন, নারী বস কর্মক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবেশ তৈরিতে কর্মীদের উৎসাহ দেন। এ ছাড়া কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রেও অনেকটা ছাড় দিয়ে কাজ আদায় করে নেন। এতে কর্মীদের কাছে নারী বস জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। গবেষণায় দেখা গেছে, কর্মক্ষেত্রে পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি জনপ্রিয়। কারণ, নারী বসরা কর্মীদের চাহিদা বোঝার চেষ্টা করেন, সুষ্ঠুভাবে কাজ আদায় করে নিতে অধস্তনদের সঙ্গেও তাঁরা সুসম্পর্ক বজায় রাখেন। এ ছাড়া কর্মীরা যাতে কাজ ও যোগ্যতার ভিত্তিতে কর্মক্ষেত্রে উন্নতি করতে পারেন, সেদিকে পুরুষদের চেয়ে নারী বসদের দৃষ্টি ইতিবাচক থাকে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, যেসব কর্মীর ওপর এই জরিপ চালানো হয়েছে, তাঁদের অধিকাংশই মত দিয়েছেন, অফিসে নারী বস থাকলে কর্মীদের কাজের গতি বাড়ে এবং কাজও ভালো হয়। কারণ, নারী বসরা পুরুষ বসের চেয়ে কর্মীদের বেশি উৎসাহ দেন। কর্মীদের সুযোগ-সুবিধার বিষয়টিও নারী বস গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করেন।

গবেষণা আরও বলা হয়, অফিসে নারী বস থাকলে কর্মীরা সাধারণত বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তরে 'হ্যাঁ' বলেন। যেমন 'অফিসে এমন একজন আছেন, যিনি উন্নতির ব্যাপারে উৎসাহ দেন'; 'গত ছয় মাসে কাজের উন্নতির ব্যাপারে কেউ কথা বলেছেন'; 'গত সাত দিনে ভালো কাজের স্বীকৃতি মিলেছে'।

নতুন বইয়ের প্রতিক্রিয়া

'তথ্য ফাঁসকারীর' সন্ধানে হিলারির প্রচারণা দল

দেশ ডেস্ক, ২১ এপ্রিল : যুক্তরাষ্ট্রের এবারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী হিলারি ক্লিনটনের প্রচারণা নিয়ে সদ্য প্রকাশিত বইয়ের সুবাদে বিষয়টি নতুন করে আলোচনায় এসেছে। সাংবাদিক জোনাথন অ্যালেন ও অ্যামি পার্নস রচিত শ্যাটারড: ইনসাইড হিলারি ক্লিনটন'স ডুমড ক্যাম্পেইন বইটিতে হিলারির জন্য বিব্রতকর তথ্য রয়েছে। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে হিলারির প্রচারণার ওপর একপ্রকার ময়নাতদন্তই করা হয়েছে বইটিতে। এ কারণেই এটি প্রকাশের পর ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীর প্রচারণা-সংশ্লিষ্ট কর্মীরা সন্দেহের আওতায় পড়ে গেছেন। কে বা কারা

এর লেখকদের কাছে ভেতরকার 'বিব্রতকর তথ্য' ফাঁস করলেন, এখন সে প্রশ্নেরই উত্তর খোঁজা হচ্ছে।

হিলারির প্রচারণা দলের আর্থিক বিষয়ক পরিচালক ডেনিস চ্যাং বলেন, 'আমাদের বলা হয়েছে, হিলারির প্রচারণা কর্মকাণ্ডকে অদক্ষ হিসেবে বর্ণনা করা বইটির ভেতরে যে বিশদ রয়েছে, তা ভেতরকার লোকদেরই জানার কথা।'

নাম প্রকাশ না করার শর্তে একটি সূত্র বলেছে, প্রচারণার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কারা কথা বলেছেন জানতে চেয়ে প্রচারণার জ্যেষ্ঠ কর্মীদের এখন বার্তা পাঠাচ্ছেন ডেনিস চ্যাং। যাঁরা নিজের চামড়া বাঁচাতে হিলারি এবং তাঁর প্রচারণা ব্যবস্থাপক রবি মুককে বিপদের দিকে ঠেলে দিয়েছেন, তাঁদের ধরার চেষ্টা করছেন চ্যাং। সূত্রটি আরও বলে, জল্পনা রয়েছে, নিজের মান বাঁচাতে হুমা আবেদিনই আসলে (লেখকদের সঙ্গে) সহযোগিতা করেছেন।

সরস রচনা

আমরা ‘ভাগ্যবান’ দুর্ভাগা!

আহমেদ খান

মাসুদ রানার হাতে কয়েকটি নীল পদ্ম

গোপন এক মিশন নিয়ে সেই সকাল থেকে মাসুদ রানা বসে আছে কারওয়ান বাজারে। তার চওড়া কপালে তিন-চারটা ব্রণ, যার একটা এরই মধ্যে পেকেও গেছে। ব্যথা হচ্ছে অল্প অল্প। রানা বুঝতে পারছে না ব্রণটায় খোঁটাখুঁটি করা ঠিক হবে কি না। কারণ, সে এখন রয়েছে বিশেষ একটা অ্যাসাইনমেন্টে।

গত রাতেই জরুরি খবর দিয়ে মতিঝিল অফিসে ডাকা হয়েছিল তাকে। আর গিয়েই চক্ষু চড়কগাছ রানার। রাহাত খানের নাকের নিচে ঝুলছে এক অতিকায় গোঁফ। কাঁচা-পাকা ভ্রুজোড়াও আর নেই, তাতে কলপের কালি। গুনগুন করে গান গাইছেন রাহাত খান, ‘ঘরেতে ভ্রমর এল গুনগুনিয়ে’।

নিজের চোখ আর কানকে বিশ্বাস করতে পারছে না রানা। এ কী দেখছে, এ কী শুনছে সে! রাহাত খান একটা ফাইল এগিয়ে দিলেন রানার দিকে। ফাইলের রং লাল। ওপরে বড় বড় করে লেখা, ‘টপ সিক্রেট!’

ফাইলটা খুলতেই রানা দেখল, এক তরুণীর ছবি। অনিন্দ্যসুন্দরী। চোখে-মুখে জাদু। রানা দেখল, রাহাত খানের মুখে লজ্জা মেশানো হাসি! মানে কী এসবের?

রাহাত খান বললেন, ‘নিচে একটা চিঠি আছে। প্রতি সকালে ও কারওয়ান বাজারে সবজি কিনতে আসে। চিঠিটা তাকে পৌঁছে দিতে হবে, বুঝেছ?’

রানা চাকরি বাঁচানোর ভয়ে আর কিছু বলল না। ফাইলটা বন্ধ করে রেখে দিল নিজের কাছে। বেরিয়ে যাচ্ছিল রানা। ডাক দিলেন রাহাত খান, ‘রানা! সাবধান! এ আমার জীবন-মরণের প্রশ্ন!’

: জি, অবশ্যই!

: আর শোনো, কয়েকটা নীল পদ্মও নিয়ে যেয়ো। আজকালকার জেনারেশন তো, আমি এসব ঠিক বুঝেও উঠতে পারি না...বোঝোই তো! তোমরাই ভরসা!

: কোনো চিন্তা করবেন না, স্যার!

রানা এখন কারওয়ান বাজারে অপেক্ষা করছে কপালে ব্রণের ব্যথা আর গোপন মিশনের উৎকণ্ঠা নিয়ে। তার হাত পেছনে লুকানো। কারণ, সে হাতে দুলছে কয়েকটি নীল পদ্ম।

.গল্প ২

আজ মিসির আলীর বিয়ে

কাজী বললেন, ‘আলহামদুলিল্লাহ! এবার বর বাবাজি, উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম দিন।’

মিসির আলী উঠে দাঁড়িয়ে সবাইকে সালাম দিতে গেলেন। কিন্তু দিতে গিয়ে হঠাৎই তীব্র টান অনুভব করলেন পায়ের রগে। হঠাৎই ব্যথা। ব্যথাটা চিড়িক করে একেবারে মাথায় গিয়ে ঠেকল। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ধপাস করে পড়ে গেলেন।

মিসির আলী বুঝতে পারলেন, তিনি জ্ঞান হারাচ্ছেন। এ সময় তাঁর নিজের মানসিক অবস্থা নিয়েই ভাবনা আসার কথা, তিনি এখন এক্স ওয়াই জেড সংখ্যা ধরে অমীমাংসিত রহস্যের মীমাংসা করবেন। কিন্তু অত্যন্ত বিচলিতভাবে তিনি খেয়াল করলেন, তাঁর মাথার ভেতর এ সময় অন্য একটা মুখ ভেসে উঠছে। এই মুখ ফারিয়ার। ফারিয়াকে তিনি আজ এই কিছুক্ষণ আগে বিয়ে করেছেন! ফারিয়ার মুখের ওপর দিয়ে মিসির আলীর সব রহস্য, সব অমীমাংসা যেন নিমেষেই হারিয়ে যাচ্ছে। মিসির আলী মনে মনে বললেন, ‘হায় হায়, বউয়ের চেহারা এভাবে সামনে চলে এলে তো আমি কোনো কাজ করতে পারব না!’ তিনি মন ফেরানোর চেষ্টা করলেন। ১০০ থেকে উল্টা গণনা শুরু করলেন। ভালোই আসছিলেন। কিন্তু আটকা পড়লেন পঁচিশে। ফারিয়ার বয়স ২৫। ফারিয়া বলে ‘সুইট টোয়েন্টি ফাইভ’। ‘সুইট’ বলার সময় ফারিয়ার ঠোঁট অদ্ভুত রকমের গোল হয়। তা দেখতে কী যে ভালো লাগে! মিসির আলীর সব হিসাব তালগোল পাকিয়ে গেল। মিসির আলী বললেন, ‘হায় হায়! হায় হায়!’

জ্ঞান হারানো অবস্থাতেই মিসির আলী ফারিয়ার কণ্ঠ শুনতে পেলেন। ফারিয়া তাঁকে ডাকছে, ‘অ্যাই মিসির, মিসির! অ্যাই, ওঠো না...অ্যাই বাবুটা, ওঠো বলছি!’

মিসির আলী কী করবেন বুঝতে পারছেন না। তিনি জানেন ফারিয়ার এই ডাকে সাড়া দিলে তাঁর জীবনের বাকি রহস্যগুলো চিরকাল অমীমাংসিতই থেকে যাবে। কিন্তু তারপরও এই ডাক উপেক্ষা করার শক্তি তিনি অনুভব করছেন না। ফারিয়া ডেকেই যাচ্ছে, ‘মিসির, অ্যাই মিসির, বাবু আমার, ওঠো...।’

গল্প ৩

বিদায় হিমু

খালু হুংকার দিয়ে বললেন, ‘বিদায় হিমু, বিদায়!’

খালুর হাতে চকচকে ল্যুগার। হিমু একটা ঢোক গিলল। বিপদের সময় বাদলই হোক আর রূপাই হোক, কারও কোনো খবর পাওয়া যায় না। যা করার এখন নিজেকেই করতে হবে। হিমুর পরনে পাঞ্জাবি। পাঞ্জাবির রং মেরুন। মেরুন রঙের পাঞ্জাবিটাতে পাঁচটা পকেট। দুইটা বাইরে আর তিনটা ভেতরে। ভেতরের একটা পকেটে তার প্রিয় ওয়ালথার পিপিকেটা নাক গুঁজে আছে। সেটা একবার বের করতে পারলেই...!

হিমু তার হাতটা পাঞ্জাবির পকেটের ভেতরে নিয়ে যেতেই খালু চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘উঁহু, চুপ করে ডেরিয়ে থাকো! নড়েছ কি মরেছ!’

‘খাইছে!’ বলে উঠল হিমু। এবার তাহলে কী করা যায়? খালুর হাতটা তিরতির করে কাঁপছে। যেকোনো সময় ঠাস করে গুলি বেরিয়ে যাবে। তাহলে খালুর বাড়ি থেকে এত টাকাপয়সা চুরি করে আর লাভইবা কী হবে?

‘না হিমু, আরও কত কত দিন তোমাকে বাঁচতে হবে! কত রকমভাবে ভোগ করতে হবে জীবনটা।’ মনে মনে ভাবে সে। বাবা ডায়েরি ভর্তি যতই উপদেশবাণী লিখে যাক, যতই বলুক, ‘বাবা হিমালয়, পৃথিবীকে তুমি সমান দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারো। এক ভাগ ভোগ আর এক ভাগ যোগ। তুমি এই দুইটির কোনোটিতেই প্রবেশ করিবে না। তোমাকে চলিতে হবে তিন নম্বর পথে...।’

‘হুহ্! তিন নম্বর পথ! আমি ছাগলের তিন নম্বর বাচ্চা নাকি?’

খালু এগিয়ে আসছেন। না, আর অপেক্ষা করা যায় না। হিমু তীব্র বেগে লাফিয়ে পড়ল সামনে। এক লহমায় মেরুন পাঞ্জাবির ভেতর থেকে তার হাতে উঠে এল ওয়ালথার পিপিকে। এবার খালু আর হিমু মুখোমুখি। দুজনের হাতেই শোভা পাচ্ছে দুটি পিস্তল। গুলি ছুটবে যেকোনো সময়...!

পাদটীকা: আমরা সৌভাগ্যবান! আমরা জানি, ওপরের গল্পগুলো ভুল। কিন্তু আমাদের শিশুরা দুর্ভাগা! তারা জানেও না, তাদের পাঠ্যপুস্তকে কোনটা ভুল আর কোনটা ঠিক!

আঁকা: রাজীব

গুণীজন কহেন

আপনার শত্রু যখন ভুল করতে যাচ্ছে, তখন তাকে কখনোই বিরক্ত করবেন না।

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট
(১৭৬৯-১৮২১)
ফরাসি সম্রাট

একমাত্র নির্বোধরাই সকালের নাশতার সময় বুদ্ধিমান হয়ে যায়।

অস্কার ওয়াই!
(১৮৫৪-১৯০০)
আইরিশ লেখক

চতুর লোক সমস্যার সমাধান করে। আর জ্ঞানী লোক সমস্যা এড়িয়ে চলে।

আলবার্ট আইনস্টাইন
(১৮৭৯-১৯৫৫)
জার্মান বিজ্ঞানী

সেরা প্রশ্ন

বিদ্যুৎ চলে গেলেও ফ্যান কিছুক্ষণ ঘোরে কেন?

মো. রোকন-উজ-জামান,
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রংপুর

× একটানা অনেক ক্ষণ ঘুরতে ঘুরতে চট করে ঠিক বুঝতে পারে না কী করতে হবে, তাই!

অভিনন্দন রোকন, আপনি পাচ্ছেন ১০০ টাকার মুঠোফোন রিচার্জ।

পোস্টকার্ডের ওপর লিখুন
সবজান্তা সমীপেষু
রস+আলো, প্রথম আলো, সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

চলতি রস

আসিতেছে ভূমিকম্প!

বড় ভূমিকম্পের ঝুঁকিতে রয়েছে বাংলাদেশ! চলুন, দেখা যাক সেটা নিয়ে কে কী ভাবছে।

কয়েক দিন আগেই না দুবার ভূমিকম্প হলো, এখন আবার বলছিস, দেশ বড় ধরনের ঝুঁকির মধ্যে আছে!

আমার মনে হয় আগেরগুলো শিরোনাম ছিল, এবার বিস্তারিত আসছে।

মাছ চাষ করবেন না, মশাও চাষ করবেন না, তাহলে বাড়ির পাশে এমন ডোবা খুঁড়ছেন কেন?

ভূমিকম্পের সময় ওপর থেকে লাফ দিয়ে পড়ে যেন ব্যথা না পাই, সে কারণেই ডোবা খুঁড়ে রাখলাম।

তুমি দিন-রাত মার্কেটে ঘুরে এমন কেনাকাটা শুরু করলে কেন? ঈদ তো চলে গেছে!

তুমি তো দেখছি বোকার ডিব্বা! ভূমিকম্পের পর যদি মার্কেট খোলা না থাকে তাই আগে থেকেই সব কেনাকাটা করে রাখছি।

যাপিত রস

রবীন্দ্রনাথের বৈজ্ঞানিক কল্পগান

লেখা: মহিউদ্দিন কাউসার ও মাহফুজ রহমান

‘আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়/ লুকোচুরির খেলা।/ নীল আকাশে কে ভাসালে/ সাদা মেঘের ভেলা...।’ আমরা জানি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান এটি। গানের কথাগুলো পড়লে বা শুনলেই বোঝা যায়, শরৎ ঋতু নিয়েই তা লিখেছিলেন তিনি। কিন্তু না, এটি আসলে একটি বৈজ্ঞানিক কল্পগান! কীভাবে? পড়ুন আমাদের ব্যাখ্যা!

আজ ধানের ক্ষেতে রৌদ্রছায়ায়
লুকোচুরির খেলা।
নীল আকাশে কে ভাসালে
সাদা মেঘের ভেলা।

ব্যাখ্যা
১৯ আগস্ট ৩০২৫

পৃথিবীর যে ধানখেত একসময় সোনালি ধানে ভরে থাকত, যে ধানখেতে একসময় খেলা করত দখিনা বাতাস, সেই ধানখেতে তখন লুকোচুরি খেলছিল রোদ আর ছায়া। বাংলাদেশ বিজ্ঞান সংস্থার প্রধান হতাশামাখা কণ্ঠে বললেন, ‘পৃথিবী আজ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে। পৃথিবীর কোথাও ঠিকমতো শস্য উৎপাদন হচ্ছে না। এভাবে চলতে থাকলে পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ে যাবে! তাই আমরা আমাদের প্রধান মহাকাশ গবেষক ও তাঁর দলকে গতকাল মহাশূন্যে পাঠিয়েছি। রেন্ট-এ-রকেটে অর্ডার দিয়েও কোনো রকেট মেলেনি; ফলে সাদা মেঘের ভেলাই শেষ ভরসা!’

আজ ভ্রমর ভোলে মধু খেতে,
উড়ে বেড়ায় আলোয় মেতে,
আজ কিসের তরে নদীর চরে
চখাচখির মেলা।

ব্যাখ্যা
২০ আগস্ট ৩০২৫

আজ মহাকাশ গবেষণাকেন্দ্রের ভেলা শাখার প্রধান জানিয়েছেন, ভেলায় চড়ে রওনা দেওয়া মহাকাশচারীরা একটি গ্রহে মধুর সন্ধান পেয়েছেন। এখন সেখানে তাঁরা মধু খেতে ব্যস্ত আছেন। তবে বড় দুঃখের বিষয় হলো ওই গ্রহের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য অনলাইন সংবাদমাধ্যমে খবর বেরিয়েছে, তাদের এক নদীর চরে ‘চোখাচোখির’ মেলা বসেছে, পাশেই একটি মধুর খেত আছে। আর সেখানে পৃথিবীবাসী কয়েকজনকে দেখা গেছে। কর্তব্যে নিদারুণ অবহেলা! দ্বিতীয় খবরটা শুনে ভীষণ চটে গেলেন বিজ্ঞান সংস্থার প্রধান।

রুমজুড়ে বিশাল হলোগ্রাফিক পর্দায় চোখ রেখে বললেন, ‘ভিনগ্রহে গিয়ে যদি ওরা এভাবে কুকর্ম করে বেড়ায়, সে দায়িত্ব কে নেবে? নদীর চরে বসে “চোখাচোখি”র মেলা বসিয়ে ওরা পৃথিবীর নাম কলঙ্কিত করল। নারী নির্যাতনের মামলা হলে কে বাঁচাবে ওদের! পৃথিবীর এই দুঃসময়ে ওদের এই আচরণ মোটেও কাম্য নয়!’ তবে পৃথিবীর মহাকাশচারীরা অভিযোগটি সম্পূর্ণ অস্বীকার করে একটি বার্তা পাঠালেন কয়েক ঘণ্টার মধ্যে।

ওরে যাবো না আজ ঘরে রে ভাই,
যাবো না আজ ঘরে!
ওরে আকাশ ভেঙে বাহিরকে আজ
নেব রে লুঠ করে।

ব্যাখ্যা
২১ আগস্ট ৩০২৫

পরদিন ভেলা থেকে বিজ্ঞান সংস্থাকে আরেকটি বার্তা পাঠালেন মহাকাশচারীরা। সেখানে তাঁরা বললেন, মামলার ভয়ে তাঁরা শিগগিরই আর ঘরে ফিরে আসতে চাইছেন না! কারণ, যে গ্রহে গিয়ে তাঁরা মামলায় ফেঁসেছেন, সেই গ্রহের মামলা বড় ভয়ানক এবং তা আন্তমহাজাগতিক। ফলে যে গ্রহেই থাকুক না কেন, অপরাধীকে শাস্তি পেতেই হবে। তাই কিছুদিন পর পৃথিবীতে ফেরাই হবে বুদ্ধিমানের কাজ। তবে সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর খবর হলো, ওই গ্রহের আকাশের বাইরে বিশাল এক খাবারের গুদামের সন্ধান পেয়েছেন তাঁরা। অল্প সময়ের মধ্যে ওই আকাশ ভেঙে বাইরে গিয়ে সব খাবার লুট করে নেওয়ার প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেছেন তাঁরা। সেটা সত্যি হলে পৃথিবীবাসীর খাবারের অভাব ঘুচে যাবে কয়েক শ বছরের মতো!

যেন জোয়ার জলে ফেনার রাশি
বাতাসে আজ ফুটেছে হাসি,
আজ বিনা কাজে বাজিয়ে বাঁশি
কাটবে সারা বেলা।

ব্যাখ্যা
২২ আগস্ট ৩০২৫

এক দিন পরেই আরও বড় সুখবর এল পৃথিবীতে। ভিনগ্রহের ওই অনলাইন সংবাদমাধ্যমের খবরটি আসলে ‘চোখাচোখি’ নিয়ে ছিল না! পৃথিবীর মতো ওই গ্রহেও চখাচখি পাখি আছে, আর সেগুলোই নদীর চরে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। প্রকৃতি-বিষয়ক একটি খবরের ভুল ব্যাখ্যার কারণেই পৃথিবীর কজন নি!াপ মহাকাশচারী ভিলেনে পরিণত হতে যাচ্ছিলেন। বিজ্ঞান সংস্থার প্রধান অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ প্রকাশ করে এক বিবৃতিও দিলেন। তবে সবচেয়ে বড় সুখবর হলো সত্যিই আকাশ ভেঙে খাবারের গুদামটি লুট করতে পেরেছেন মহাকাশ গবেষণা সংস্থার বিজ্ঞানীরা! খবরটা পৃথিবীতে পৌঁছাতেই সমুদ্রের জোয়ার জলে আবার ফেনার রাশি দেখা গেল, বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল মানুষের হাসির শব্দ। তবে অতি উৎসাহীরা সেই পুরোনো দিনের মতোই ভুভুজেলা বাঁশি বের করে আনল ঘর থেকে। সারা বেলা সেগুলো বাজাতে বাজাতে অস্থির করে তুলল বাদবাকি সবাইকে! মানুষের মুখে তবু বিরক্তি নেই, আজ যে তাদের বড় আনন্দের দিন!

কোন কাজ নারীর আর কোনটা পুরুষের?

তৌহিদা শিরোপা

বর্তমান সময়ে নারীর কাজ পুরুষের কাজ বলে আলাদা কিছু নেই। নারী ও পুরুষ সবক্ষেত্রে সমানতালে কাজ করে যাচ্ছেন। তবুও পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর জন্য কাজ ভাগ করে দেখানোর প্রবণতা দেখা যায়। পাঠ্যপুস্তাকের প্রশ্নেও তা উঠে আসে। কিন্তু কেন?

নারীর কাজ ও পুরুষের কাজের মধ্যে পার্থক্য কী। আলাদা করে কোনো দিন ভাবতে হয়নি। এখন তো নয়ই। যে সময়ে আমরা চলছি, এখন নারীরা পুরুষের চেয়ে পিছিয়ে নেই কোনো দিক থেকেই। বরং কোনো কোনো ক্ষেত্রে এগিয়ে আছেন তাঁরা।

পরিবর্তনের এই সময়ে কিছুদিন আগে ফেসবুকে একটি পোস্টে চোখ আটকে গেল। ফেসবুকের বন্ধুরা বহু শেয়ার করেছেন। উত্তপ্ত আলোচনা হচ্ছে এ বিষয়ে। একটা উত্তরসহ প্রশ্ন–নারীর কাজ ও পুরুষের কাজ পৃথক করা।

উত্তরের ছকে দেখা গেল, 'নির্বাচন করা, বিমান চালানো, সাঁকো মেরামত, বিচার সালিস করা পুরুষের কাজ। আবার সন্তান ধারণ করা, মাছ কোটা, বিয়েবাড়িতে কাজ করা নারীর কাজ।'

অনুসন্ধিৎসু মন দিয়ে ভালো করে খেয়াল করলাম, যা ফেসবুকে দেওয়া হয়েছে সেটি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামের সহায়ক একটি গাইড বইয়ে দেওয়া উত্তর। তাহলে আসল বইয়ে কী আছে? বইটি জোগাড় করলাম। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের এসএসসি প্রোগ্রামের 'ক্যারিয়ার শিক্ষা' বইয়ের ৬৫ পৃষ্ঠায় দেখতে পেলাম বহুল আলোচিত বিষয়টি।

নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় কর্মপত্র-১ এ লেখা আছে নিচের কার্ড সেট থেকে নারী ও পুরুষের কাজ পৃথক করো। সেখানে উত্তর দেওয়া নেই। কিন্তু এ ধরনের প্রশ্ন কীভাবে থাকে? তাহলে যাঁরা বই লেখার কাজটি করেছেন তাঁদের মনস্তত্ত্বের মধ্যেই কি বিষয়টি আছে? নারীকে তাঁরা কীভাবে দেখতে চান সমাজে?

গত শতকের নব্বইয়ের দশকের পর থেকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রের নেতৃত্বদানের কাজটি করে আসছেন নারীরা। যে দেশের প্রধানমন্ত্রী, স্পিকার এমনকি মাত্র শেষ হওয়া নারায়ণগঞ্জ সিটি করপোরেশন নির্বাচনে প্রথম নারী মেয়র দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত হয়েছেন, সেখানে নির্বাচন করা কার কাজ, সেই প্রশ্ন থাকাই তো অবান্তর। বিমান চালানোর কথা বলা হয়েছে। বাংলাদেশে এখন অনেক নারী সরকারি ও বেসরকারি বিমান চালান। কাজের সুবাদে এক বৈমানিক দম্পতির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সংসারের কাজ যেমন তাঁরা ভাগাভাগি করে নেন, তেমনি কাজের ক্ষেত্রে একে অন্যকে সহযোগিতা করেন। সন্তানের দেখভালের দায়িত্বও তাঁরা আলোচনার মাধ্যমে সেরে নিয়েছেন।

প্রশ্নের উত্তরে থাকা সন্তান ধারণ করা, সন্তানকে বুকের দুধ খাওয়ানোর কাজটি শুধু পুরুষের পক্ষে সম্ভব নয়। বাকি কোন কাজটি নারী ও পুরুষ উভয়ই করতে পারেন না? এমনকি মাছ কাটাকুটির যে কথা বলা হয়েছে, সেটাও তো সঠিক নয়। হয়তো বইয়ের লেখকের অবচেতন মনে হয়েছে যে মাছ কাটা বা হেঁশেল ঠেলা তো আর পুরুষের কাজ নয়। সারা বিশ্বে এমনকি বাংলাদেশেও বড় বড় রেস্তোরাঁ ও হোটেলে শেফের দায়িত্ব পুরুষেরাই পালন করেন।

এই ছকে এমন কোনো কাজ নেই, যা নারী-পুরুষ উভয়ে করতে পারেন না। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এম এ মান্নান গতকাল সোমবার এ বিষয়ে ব্যাখ্যা দিয়ে প্রথম আলোকে বলেন, 'আমরা অবগত হয়েছি। বইয়ের একজন লেখক আমাদের এখানকার। বাকিরা বাইরের। আমরা দুঃখিত যে এ ধরনের প্রশ্ন বইয়ে রয়েছে। জেন্ডার সমতাকে সমর্থন করে না এ ধরনের প্রশ্ন। আমরা দুঃখিত। পুনর্মুদ্রণের কাজ শুরু করেছি। ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থাকব।'

শিক্ষার্থীদের মধ্যে উত্তরসহ গাইড বই পড়ার প্রতি একধরনের আকর্ষণ থাকে। এসএসসি পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের যে বয়স, তখনই যদি মাথা ও মনের মধ্যে গেঁথে দেওয়া হয় যে সমাজে নারীর অবস্থান কেমন হবে। নারীরা সংসার ও ঘর গৃহস্থালির কাজ করবেন, বাকি কোনো কাজ করবেন না, তা তো হয় না।

চিরায়ত প্রথাগত পুরুষতান্ত্রিক মনোভাব থেকে আসলে অনেকে বের হতে পারেননি। মানসিকতাই এমন যে নারীরা বাইরের কোনো কাজ করতে পারবেন না। গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধূরীর মতে, উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও মননের সব দরজা উন্মুক্ত হতে হবে। মূল বইয়ের চেয়ে বেশির ভাগ শিক্ষার্থী গাইড বই-ই পড়ে। ফলে বইগুলোতে কী লেখা হচ্ছে, তা মনিটরিং করা দরকার। যে বয়সের তুরুণদের এই বই পড়ানো হচ্ছে, তাতে জ্ঞানের আলো দ্বারা তাঁরা বিকশিত না হয়ে কূপমণ্ডূক হয়ে যাবে।

রাশেদা কে চৌধূরী বলেন, 'ভয় হলো, এতে না আবার মৌলবাদকে উসকে দেওয়া হয়। নারী পর্দার পেছনে থাকবে এটাই পুরুষতান্ত্রিক সমাজ চায়। মানসম্মত শিক্ষা ও পাঠ্যপুস্তক হওয়া তাই জুরুরি। এমন প্রশ্নই হয়তো থাকত না যদি আমাদের পুরুষদের মানসিকতা উদার হতো। উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিয়েছে শুনে ভালো লাগল। তবে সরকারকে গাইড বই প্রকাশের বিষয়টি আরও শক্ত হাতে দমন করতে হবে। এটা আমার দাবি, প্রত্যাশা।'

এমন প্রত্যাশা আমাদেরও। যে সময়ে আমরা চলছি, নারী-পুরুষের কাজের মধ্যে কোনো বিভাজন থাকা উচিত নয়। এতে সমাজ এগিয়ে না গিয়ে কয়েক স্তর পিছিয়ে যায়। এই মানসিকতা কবে বদলাবে সমাজের?

অদম্য

নাসিমা হারতে শেখেনি

নাসিমা আখতার মীশু। উত্তরার ৭ নম্বর সেক্টরে অবস্থিত ঢাকা উইমেন কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক। শারীরিক প্রতিবন্ধী। দীর্ঘ ২০ বৎসর ধরে কলেজে অধ্যাপনা করছেন। বাল্যকাল কেটেছে বাবার বাড়ি চাঁদপুরের মতলবে। ১০ ভাই বোনের মধ্যে মীশু ও তার সেজো ছোট ভাই শারীরিক প্রতিবন্ধী। আঁতুর কালেই ভাইসহ তিনিও পোলিওতে আক্রান্ত হন। ঘাতক পোলিও তার একটি পা অকেজো করে দেয়। সে সময় পোলিওর ওষুধও আবিষ্কার হয়নি। বাবা আবুল খায়ের মিয়া এলাকার স্বনামধন্য ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও পোলিও আক্রান্ত দুই সন্তানকে নিয়ে মানসিক ভাবে কিছুটা হলেও মনোক্ষুণ্ন ছিলেন। কিন্তু নিয়তি তাদের নিয়ে গেছে অন্যদিকে। মীশু শারীরিক প্রতিবন্ধী হলেও সে ছিল অত্যন্ত সাহসী, মেধাবী ও কঠোর অধ্যবসায়ী। প্রাইমারি স্কুলে পড়াশোনাকালীন শিক্ষকরা প্রায় সময়ই বলতেন খায়ের সাহেবের এই মেয়েটি খোঁড়া হলেও ভাই বোনদের মুখ উজ্জ্বল করবে একদিন। শিক্ষক হলেন গুরুজন। এই গুরুজনের দোয়া এবং ভালোবাসা মীশুকে সত্যি সত্যিই আজ প্রতিষ্ঠিত করেছে। প্রতিবন্ধিতার অভিশাপ থেকে জয়ী এবং আত্মবিশ্বাসী করেছে। অর্থনৈতিকভাবেও নিজেকে করেছে স্বাবলম্বী।

ইডেন কলেজ থেকে বাংলায় (অনার্স) মাস্টার্স শেষ করার পর ঢাকার আত্মীয় স্বজনরা মীশুকে গ্রামের বাড়ি মতলবে চলে যাওয়ার জন্য এক রকম চাপের মধ্যেই রাখতো। কারণ, তাদের ভাবনা ছিল এই খোঁড়া বোনটিকে এক সময়

হয়তো তাদেরই টানতে হবে। কিন্তু না মীশুকে কারো টানতে হয়নি। সে কারো বোঝা হয়নি। ইডেন কলেজে লেখাপড়াকালীন সময়ে মীরপুরে বসবাসরত বোন অধ্যাপিকা মনোয়ারা বেগম এবং ভাই দেলোয়ার হোসেন ছাড়া অন্য কেউ মীশুকে এক নজর দেখতেও আসেনি। তার বড় ভাইয়েরা অর্থবিত্তে অনেক প্রতিষ্ঠিত হলেও এই বোনটির প্রতি তাদের কারোই কোনো মাথা ব্যথা ছিল না। উপরন্তু মীশুকে কি ভাবে পৈতৃক সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা যায় এই ফন্দি তারা আঁটতো। তারা বঞ্চিত করেছে মীশুর পৈতৃক সম্পত্তির অধিকার থেকে। এতটা নির্মমতা, নির্যাতন সহ্য করেও কিন্তু মীশু আজও বেঁচে আছেন। মীশু এই প্রতিবেদককে আক্ষেপ করে বলেন, 'মীরপুরের আমার ওই মনোয়ারা আপা যিনি বিধবা হওয়া সত্ত্বেও স্বামীর সংসার ঠিক রেখে ছোট ছোট সন্তানদের ভালোভাবে মানুষ করেছেন। সে না থাকলে আমি আজকের অবস্থানে আসতে পারতাম না'।

নাসিমা আখতার মীশু জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রধান পরীক্ষক (হেড একজামিনার)। কলেজেও সকলের সঙ্গে তার মধুর সম্পর্ক। স্টিক হাতে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে অনেকটা কষ্ট হলেও কাজের দায়বদ্ধতার কাছে প্রতিবন্ধিতা তার কাছে কোনো বাধা নয়। কলেজের অধ্যক্ষসহ সিনিয়র শিক্ষকরা মীশুর প্রতি যথেষ্ট আন্তরিক। আচরণ, ভালো ব্যবহার এবং কাজের প্রতি মনোনিবেশ থাকলে যে কেউই মীশুর মত দৃষ্টান্ত স্থাপন করবে এটিই স্বাভাবিক। শুধু তাই নয় যে চিকিৎসক দীর্ঘদিন ধরে মীশুর চিকিৎসা করেছেন অর্থোপেডিক্স চিকিৎসক প্রফেসর তালুকদার ঢাকার শ্যামলীতে তার ক্লিনিক তিনিও যথেষ্ট আন্তরিক। এতটা সত্ত্বেও কিন্তু মীশু চিন্তিত, কারণ অতি নিকটেই তার একটি অপারেশন। অপারেশন করতে হলে কলেজ কর্তৃপক্ষ কতটুকু ছাড় দেবে, টাকা লাগবে, বেতন না পেলে কি ভাবে চলবে, বাসা ভাড়া কোথা থেকে আসবে, খাবার কি ভাবে জুটবে এসব এখনই তাকে চিন্তা করতে হচ্ছে। কলেজ কর্তৃপক্ষ তার প্রতি সদয় হবেন এই বিশ্বাসটুকু কিন্তু মীশুর রয়েছে। তবুও পারিপার্শ্বিক চিন্তা এসে যায়।

বাসযাত্রীরাও শাহনাজের পরিবার

মুসলিমা জাহান

গত বছরের ৮ নভেম্বর ২০১৬, সন্ধ্যা ছয়টা। রাজধানীর মতিঝিলের শাপলা চত্বর পার হয়ে পূবালী ফিলিং স্টেশনের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাসটি। আর বাসের গেটে দাঁড়িয়ে একজন নারী অনবরত বলে চলছেন, 'শুধু মহিলা! মিরপুর ১০, ১১, ১২, কাজীপাড়া, শেওড়াপাড়া'।

এই কাজ যিনি করছেন, তিনি শাহনাজ পারভীন। পেশায় একজন বাস কন্ডাক্টর। আর বাসটি নারী যাত্রীদের জন্য। নারীদের যাতায়াত সেবা দিতে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন করপোরেশন (বিআরটিসি) ঢাকায় ১৫টি এবং চট্টগ্রামে ২টি বাস চালু রেখেছে। এই বাসগুলোর সব কন্ডাক্টরই নারী।

সাত বছর ধরে বিআরটিসির বাসে কন্ডাক্টরের কাজ করছেন শাহনাজ। যাত্রীদের বাসে ডেকে তোলা, নামানো, ভাড়া নেওয়া, চালককে সহায়তা করাসহ সব কাজই তাঁকে সামলাতে হয়। বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ শুরুতেই তাঁকে তিন মাসের প্রশিক্ষণ দিয়েছে। রবি থেকে বৃহস্পতি–সপ্তাহের পাঁচ দিন তিনি এখানে কাজ করেন। বাসটি সকাল সাড়ে সাতটায় মিরপুর ১২ থেকে এবং সন্ধ্যা সোয়া ছয়টায় মতিঝিল থেকে ছাড়ে।

যাত্রী ডাকার ফাঁকে ফাঁকেই শাহনাজের সঙ্গে কথা হয় এই প্রতিবেদকের। এর মধ্যেই এক-দুজন করে যাত্রী এসে বসতে শুরু করেন। শাহনাজ বলেন, 'বিয়ের পরে স্বামীর সঙ্গে ঢাকায় আসছি। একদিন আমার ভাই এসে বলে, বিআরটিসির মেয়েদের স্কুলবাসে চাকরি নিবি। আমি রাজি হই। সেই থেকে শুরু।'

বিআরটিসির মেয়েদের স্কুলবাসে পাঁচ বছর কাজ করার পর এখানে চাকরি নেন বরগুনার মেয়ে শাহনাজ। নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় বিয়ে হয় তাঁর। এরপর আর পড়ালেখা এগোয়নি। জীবন নিয়ে শাহনাজের কোনো স্বপ্নও ছিল না।

শাহনাজ নিজ থেকেই বলেন, 'মহিলা হয়েও এই কাজে আসার সাহস কী করে হলো, নিজেও জানি না। তবে আমি কাউরে ডরাই না। বাসের সবাইকে ফ্যামিলি মনে করি। সবাইকে লাইক করি। সবাই আমাকেও লাইক করে।'

তাঁর কথার সত্যতা মিলল প্রত্যেক যাত্রীর সঙ্গে কুশল বিনিময়ের ধরন দেখে। বাসের যাত্রীদের বেশির ভাগই তাঁর পরিচিত। মূলত ব্যাংক ও ইনস্যুরেন্স কোম্পানিতে চাকরি করা নারীরাই এ বাসের যাত্রী। মিরপুর থেকে মতিঝিলের ভাড়া ২৫ টাকা।

শাহনাজ পারভীন ষ ছবি: খালেদ সরকাররাস্তায় তেমন কোনো সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না শাহনাজকে। তিনি বলেন, প্রায়ই পুরুষ যাত্রী বাসে উঠে পড়েন। তাঁদের হেসে বলি, এটা শুধু মেয়েদের বাস। তখন তাঁরা সরি বলে নেমে যান। পুলিশও কোনো ঝামেলা করে না। মাঝেমধ্যে অবশ্য অন্য বাসের সহকারী বা রাস্তাঘাটে কিছু পুরুষের টিটকারি শুনতে হয়। এসব তিনি খুব একটা আমলে নেন না। শাহনাজ বলেন, 'ইচ্ছা থাকলে যেকোনো কাজই করা যায়। কাজের আবার নারী-পুরুষ কী! অবশ্য মানুষের কথা কানে নেওয়া যাবে না।'

তিন বছর ধরে এই বাসে যাতায়াত করেন ব্যাংকার তহমিনা আক্তার। তিনি বলেন, 'শাহনাজ আপা খুব সহযোগিতা করেন। তিনি যত্ন করে আমাদের নেওয়া-আনা করেন।'

এই বাসে নিয়মিত যাতায়াত করা সবার কাছে শাহনাজের মোবাইল নম্বর আছে। বাসটি কোথায় আছে জানতে তাঁরা যোগাযোগও করেন। অনেক সময় বাসটি দু-এক মিনিট যাত্রীদের জন্য দাঁড় করিয়েও রাখা হয়। রাস্তায় কোনো নারী যাত্রীকেই তিনি রেখে যেতে চান না। আবার অসুস্থ যাত্রীদের যত্নের সঙ্গে নামিয়ে দেন। নারীদের বাস হওয়ায় অনেক সময় স্বামী, ভাই বা বন্ধুকে রেখেই নারীকে বাসে তুলতে হয়। তখন একটু খারাপ লাগে শাহনাজের।

ফারজানা আলম নামের এক যাত্রী বলেন, 'মেয়েদের জন্য সব সময় লক্কড়ঝক্কড় মার্কা বাস দেয়। মাঝেমধ্যেই গাড়ি নষ্ট হয়। তখন খুব ঝামেলা হয়।' এর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন অন্য যাত্রীরাও। এ কারণে আগের তুলনায় যাত্রী কিছুটা কমে গেছে বলে জানান শাহনাজ। সুফিয়া তরফদার বলেন, 'নারীদের জন্য আরও বাস থাকা উচিত। এতে নারীরা নির্যাতনের হাত থেকে কিছুটা রেহাই পাবে।'

শাহনাজকে দেখা যায়, মজা করতে করতেই ভাড়া তুলছেন। যাত্রীরা তাঁদের খাবার দিচ্ছেন শাহনাজকে। বাসের ভেতরে মোটামুটি একটা পারিবারিক পরিবেশ। যানজটে কষ্ট হয় শাহনাজের। তিনি বলেন, 'খালি মনে হয় আপাদের কখন বাসায় পৌঁছাই দেব।'

কাজ করলে প্রতিদিন ২০০ টাকা করে নির্ধারিত বেতন শাহনাজের। বেতন নিয়মিত নয়–অভিযোগ তাঁর। তিনি বলেন, 'রোদ-বৃষ্টিতে ডিউটি করি, এখনো সাত-আট মাসের বেতন বকেয়া আছে।' আর লাভ-লস যা-ই হোক, ভাড়া বাবদ দিন শেষে তাঁকে কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে হয় ১ হাজার ৩০০ টাকা। এর বেশি আয় হলে তা শাহনাজের।

এ বিষয়ে বিআরটিসির চেয়ারম্যান মো. মিজানুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, নারীদের যাতায়াত সেবা দিতে সাধারণ বাসের চেয়ে নারীদের বাস থেকে তুলনামূলক কম ভাড়া নেওয়া হয়।

৩৫ বছর বয়সী শাহনাজের প্রিয় নায়ক রঞ্জিত মল্লিক, সালমান খান। সাজগোজ করতে ভালোবাসেন। প্রিয় রং লাল। তাঁর দাদি আদর করে ডাকতেন লাল বুড়ি। ড্রাইভিং লাইসেন্স পেলেও আপাতত চালক হওয়ার ইচ্ছে নেই তাঁর।

শাহনাজের দুই ছেলে। বড় ছেলে উচ্চমাধ্যমিক দ্বিতীয় বর্ষ আর ছোটটি চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র। স্বামী ওমানপ্রবাসী। মিরপুরে স্বামীর ও নিজের জমানো টাকা দিয়ে একটি ফ্ল্যাট কিনেছেন। সেখানেই তিনি ছেলেদের নিয়ে থাকেন।

চা বাগানে আমরা

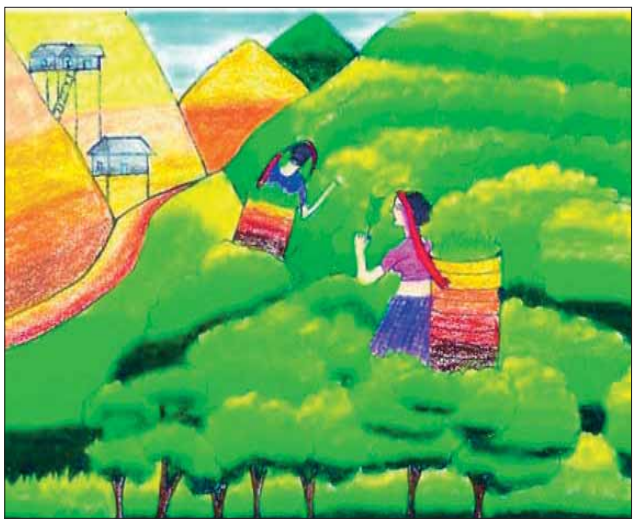

পঞ্চম শ্রেণিতে রাজ্যের পড়াশোনার পর সমাপনী পরীক্ষা শেষে মা আমাকে বেড়াতে নিয়ে গেলেন সিলেটে। সঙ্গে ছিলো আমার ছোট বোন আইশা, নানা, নানু ও মামু।

সিলেটের চা বাগান মালিনীছড়া ও লাক্কাতুরায় আমরা গিয়েছিলাম। সেখানে চা গাছের ওপর শিশির ছিলো। পাহাড় ঢাকা ছিলো কুয়াশায়। আমরা জাফলংয়ে গিয়ে সেখানে কুয়াশায় ঘেরা মনোরম প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখেছি। সেখানে ছোট ছোট পাহাড়ি বাচ্চারা শীতের কাপড়-চোপড় পরে আমার ছোট বোন আইশার সঙ্গে ছবি তুলেছিলো। ওরা খুব সহজ-সরল। আমরা ওদের সঙ্গে গল্প করলাম। ওদের থেকে চা কিনলাম। ওদের দোকান থেকে চা, চিপস খেলাম। আমরা মালিনীছড়ার একটি টিলায় উঠেছি। মামু আইশাকে কাঁধে নিয়ে টিলায় উঠলেন। সেখানে শীতের অতিথি পাখি ছিলো। আমরা রাবার বাগান দেখেছি। সেখানে গিয়ে আমার খুব মজা লেগেছে। আমি আবার শীতে সেখানে যেতে চাই মাম্মি, পাপা আর আইশাকে নিয়ে। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করতে তোমরাও ঘুরে এসো; কেমন?

হ ষষ্ঠ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ,
মতিঝিল, ঢাকা

পাখি মেয়ে

ছোট্ট মেয়েটা পাখি হয়ে উড়তে থাকে।
ঘুরতে থাকে
দেখতে থাকে
খেলতে থাকে
বনাঞ্চল পেরিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎই তার চোখে পড়ে হরিণ আর বাঘ বনের ভেতরে বটতলায় বসে গল্প করছে। মেয়েটা পাখা গুটায়। বটগাছের নিচের দিকের একটা ডালে এসে। চুপিসারে শুনতে থাকে বাঘ আর হরিণের গল্প। বাঘ বলছেথ 'আমার খুব ভয় করছে, তুমি আবার আমাকে খেয়ে ফেলবে না তো? আমাকে খেয়ে ফেললে কিন্তু...'
বাঘ চোখ কপালে তুলে বললো, 'এ কথা কেন বলছো বন্ধু?'
'লোকে তো বলে বাঘ হরিণকে খেয়ে ফেলে।' বলল হরিণ।
'সে তো মানুষের কথা। আমাদের পশুসমাজ কী বলে...'
হরিণটা বাঘের কথা শেষ করতে না দিয়েই বলে, 'আচ্ছা বাঘ বন্ধু, বলো তো, পাখিরা বেশি ভালো নাকি মানুষ?'
'আমি বলতে পারব না। তুমি বলো।' বলে বাঘ।
হরিণ বলে, 'পাখিরা।'
বাঘ বলে, 'একটু ব্যাখ্যা করে বলো।'
হরিণটা চোখ পিটপিট করে বলে, 'পাখিরা মুক্ত স্বাধীন। যখন-তখন ডানা মেলে উড়তে পারে। মানুষের ক্ষতি করে না। শুধু মানুষ কেন, পাখিরা কারও ক্ষতি করে না। আর মানুষ পাখিদের মেরে ফেলতে চায়। অনেক খারাপ লোক আছে; তারা তো পাখি ধরে বিক্রি করে দেয়!'
বাঘ ভাবুক মনে বলে, 'খুবই খারাপ কথা। এভাবে ভাবিনি তো!'
ছোট্ট পাখি মেয়েটা আবার ডানা মেলে উড়াল দিলো। মানুষের ওপর প্রাণীদের যেই ক্ষোভ দেখলো তা ওর ভালো লাগে না। ভালো লাগবে কী করে? সে নিজেও তো মানুষ। ডানা গজালো তো হঠাৎ করেই! হ

মিঠুর নতুন বই

বছরের প্রথমে বাকি সবাই নতুন বই পেয়েছে। অথচ একটি পুচ্চি পায়নি! কী করেই বা পাবে, ওকে তো কেউ স্কুলে নিয়েই যায় না! তাই মন খারাপ পুচ্চিটার। তারপর কী হলো? কীভাবে ভালো হলো মন? সেই গল্প লিখেছেন আহমেদ রিয়াজ। আর ছবি এঁকেছেন কাওছার মাহমুদ

'অ্যাই মিঠু?' থএকটা কাঠবিড়াল। মিঠুকে ডাকছে। মিঠু কি শুনলো?
'অ্যাই মিঠু?'
একটা ভাতশালিক। মিঠুকে ডাকছে। মিঠু কি শুনলো?
কাঠবিড়ালটা কাঁঠাল গাছের নিচে। ছোটাছুটি করছে। এদিক সেদিক। আর ভাত শালিক? কাঁঠালের এ ডালে ও ডালে। ফুড়ুৎ ফুড়ুৎ। উড়ছে। কারও কথাই শুনছে না মিঠু। অবাক হলো কাঠবিড়াল। অবাক হলো ভাতশালিক।
প্রতিদিন এ সময় মিঠুর সঙ্গে খেলে ওরা। ওই কাঁঠাল গাছের কোটরে থাকে কাঠবিড়াল। আর কাঁঠাল গাছের সবচেয়ে সুন্দর ডালে ভাত শালিকের নীড়।
সেই ভোরে ঘুম ভেঙে যায় মিঠুর। ওর ঘরের জানালায় এসে টোকা মারে কাঠবিড়াল। আর ডাকে কিচকিচ। জানালায় এসে বসে ভাত শালিক। আর ডাকে চিড়িক চিড়িক।
ওদের আগেই অবশ্য ঘুম ভাঙে মিঠুর। মাঝে মাঝে ওর খুব ইচ্ছা করে, টুপ করে বিছানা থেকে নেমে যায়। এক ছুটে চলে যায় উঠানে। কাঠবিড়াল আর ভাতশালিকের সঙ্গে দৌড়ে বেড়ায় মাঠে। কিন্তু পারে না। একা একা বিছানা থেকে নামতে পারে না মিঠু। অথচ ওর চেয়ে কতো ছোট শিমুল! ওর ভাই। একা একা বিছানা থেকে নেমে যায়। দৌড়ে বেড়ায় যেখানে খুশি সেখানে। ছুটে বেড়ায় এদিক-ওদিক।
ঘুম ভাঙলেও বিছানায় ওভাবেই শুয়ে থাকে মিঠু। কখনও বাবা, কখনও মা ওকে নামিয়ে দেন বিছানা থেকে। সকালের কাজকর্ম সারার পর কেউ ওকে বসিয়ে দিয়ে যান উঠানে। পুরোটা সকাল উঠানেই কাটে ওর। তখন আবার আসে কাঠবিড়াল আর শালিক। কিন্তু আজ কী হলো মিঠুর? বড্ড অবাক হলো কাঠবিড়াল। বড্ড অবাক হলো ভাতশালিক।
কাঠবিড়াল আবার বললো, 'অ্যাই মিঠু?'
সাড়া দিলো না মিঠু।
কাঠবিড়াল বললো, 'ধ্যাৎ। তার চেয়ে বরং কাঠবাদামের খোঁজ করি গে!'
বলেই এক ছুটে হাওয়া হয়ে গেলো।
ভাতশালিকও ডাকলো, 'অ্যাই মিঠু।'
সাড়া দিলো না মিঠু।
ভাতশালিক বললো, 'ধ্যাৎ! তারচেয়ে বরং ঘরে গিয়ে ছানাগুলোকে উড়াল শেখাই।'
বলেই ফুড়ুৎ। গাছের পাতার আড়ালে লুকিয়ে গেলো ভাতশালিক।
একটু পর আবার ডাক, 'অ্যাই মিঠু?'
ডাকটা অন্যরকম। পিছন থেকে এসেছে। ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো মিঠু। বাবা।
বাবা এখন কাজে যাবেন। প্রতিদিন যাওয়ার আগে মিঠুর মাথায় হাত বুলিয়ে যান।
কিন্তু আজ মিঠুর দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলেন বাবা। জানতে চাইলেন, 'কাঁদছিস কেন মা?'
মিঠু কিছুই বললো না। ছোটবেলা থেকেই মিঠু অমন। হাঁটতে পারে না। হাঁটবে কি? ওর তো পা নেই।
এবার সামনের দিকে তাকালেন বাবা। একদল ছেলেমেয়ে স্কুল থেকে ফিরছে। সবার হাতে নতুন বই। আরে! আজ বই দিবস। দেশের সব স্কুলে নতুন বই দেওয়া হয়েছে। নতুন বই পেয়ে সবাই খুশি।
তখনই মনে পড়লো বাবার। কদিন ধরে স্কুলে যাওয়ার বায়না ধরেছে মেয়েটা। স্কুলে ভর্তি করাতে পারলে খুশিই হতেন বাবা। কিন্তু প্রতিদিন কে নিয়ে যাবে? কে নিয়ে আসবে? স্কুলও তো অনেক দূর। তিন কিলোমিটার পথ। সরল পথও নয়। মাঠের আইল দিয়ে পথ। খালের ওপর দুটো সাঁকো পেরিয়ে পথ। দিনমজুরি করেই সংসার চলে তার। প্রতিদিন ও পথে কিভাবে যাবে মিঠু? কে নিয়ে যাবে?
মিঠুও বুঝেছে। ওকে প্রতিদিন স্কুলে নিয়ে যাওয়ার মতো কেউ নেই। কয়েকদিন বায়না ধরেছিলো। এখন আর ধরে না। স্কুলে যাওয়ার আশা ও ছেড়েই দিয়েছে। কিন্তু নতুন বই নিয়ে যখন পাশের গাঁয়ের ছেলেমেয়েরা ফিরছিলো, খুব কষ্ট হলো ওর। আহা! ওদের মতো যদি ও হাঁটতে পারতো! তবে নিজেই স্কুলে যেতে পারতো। বই নিয়ে ওরকম খুশি হয়ে ফিরতে পারতো!
হঠাৎ বাবার যে কী হলো। মিঠুকে তুলে নিলেন কোলে। মেয়েটা অনেক বড় হয়ে গেছে। কোলে নিতেই কষ্ট হয়। তবু বাবা ওকে কোলে তুলে নিলেন। তারপর হাঁটতে শুরু করলেন।
মিঠুও অবাক। বাবা ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন? ক'দিন আগে মেলায় যেতে চেয়েছিলো ও। কিন্তু বাবা বলেছিলেন, 'কে তোকে নিয়ে যাবে?'
তারপর থেকে মিঠু জানে, সারা জীবন দুনিয়া না দেখেই থাকতে হবে ওকে। এই উঠানটাই ওর দুনিয়া। উঠানের চারপাশ দেখাই ওর কাছে দুনিয়া দেখা। কিন্তু আজ ও যেন নতুন দুনিয়া দেখতে পাচ্ছে। ওই তো হলুদ হলুদ ফুল। যতোদূর চোখ যায়, হলুদ ফুলে ছেয়ে আছে। পুরো দুনিয়াটাই কি এমন হলুদ?
মিঠু জানতে চাইলো, 'ওগুলো কী ফুল বাবা?'
বাবা হোঃ হোঃ করে হেসে উঠলেন। বললেন, 'ওই ফুলের নাম জানিস না! ওগুলো শর্ষে ফুল রে মা।'
'আমরা কোথায় যাচ্ছি, বাবা?'
বাবা কিছু বললেন না। তার মুখে তখন মিটিমিটি হাসি। মিঠু কিন্তু সে হাসি দেখতে পেলো না। বাবার কোলে চড়ে শর্ষে ফুলের দুনিয়া দেখতে দেখতে চলতে লাগলো।
হঠাৎ মিঠু দেখলো, একটা বাড়িতে ঢুকে পড়েছেন বাবা। আবারও জানতে চাইলো মিঠু, 'আমরা কোথায় এসেছি, বাবা?'
তখনও বাবা কিছু বললেন না। বাবার মুখে তখনও মিটিমিটি হাসি। এবারও দেখতে পেলো না মিঠু।
একটা ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লেন বাবা। মিঠুকে একটা চেয়ারের ওপর বসিয়ে দিলেন। সামনের চেয়ারে একজন বসা। বাবা বললেন, 'উনাকে সালাম দাও মিঠু। উনি এ স্কুলের প্রধান শিক্ষক।'
মিঠু তবে স্কুলে এসেছে! স্কুলে! কিন্তু কেন?
খানিক বাদে তিনটা বই পেলো মিঠু। বুকের সঙ্গে বইগুলো জাপটে ধরে রেখেছে ও। একটু পর পর গন্ধ শুঁকছে। নতুন বইয়ের গন্ধ! কী সুন্দর!
পরদিন সকাল বেলা কিচকিচ করে এগিয়ে এলো কাঠবিড়াল।
চিড়িক চিড়িক ডাক দিতে দিতে ছুটে এলো ভাতশালিক। কিন্তু মিঠু কোথায়?
মিঠু তখন বাবার কোলে। স্কুলে যাচ্ছে।
কাঠবিড়াল বললো, 'ভালোই হলো। এ সময় আমি বাদাম খুঁজে বেড়াবো।'
ভাতশালিক বললো, 'আমারও ভালো হলো। ছানাগুলোকে উড়াল শেখাতে পারবো।'

ভূ-ভূ-ভূমিকম্প

ব্র ত রায়

আরাম করে ঘুমুচ্ছিলেন, খাট নাড়ালো কে রে?
চটকা ভেঙে চেঁচান দাদু, এবং আসেন তেড়ে!
জ্বরের সাথে ফুপুর ছিলো বেজায় মাথাঘোরা
হঠাৎ দিলো চক্কর একথ খবর রাখিস তোরা?
বসার ঘরের শোকেস থেকে ঝনঝনাঝনঝনাৎ
কাচের বাসন পড়লো নিচে ভাঙলো তৎক্ষণাৎ!
রান্নাঘরে ধুচ্ছিলেন মা নোংরা কাপড়গুলো
শব্দ শুনে ভাবলেন, এটা পাশের বাড়ির হুলো!
শোবারঘরের ফ্যানটা হঠাৎ পাগল হলো নাকি?
দুলছে কেন এমনভাবে? অবাক হলো কাকি!
পাশের মাঠে খেলছি আমি হঠাৎ দেখি, আরে!
দুলছে পুরো বিশ্বটা যেথ ঠেলছে কে আজ তারে?

ড. আবুল কালাম আজাদ
সম্পাদক
মাসিক যাইতূন

প্রশ্নঃ শায়খ, আমরা নাগরিক হিসাবে কেউ কেউ রাজনীতি করি এবং অন্যেরা রাজনীতি না করলেও বিভিন্ন দলকে সমর্থন দিয়ে থাকি। আবার কেউ কেউ রাজনীতিকে হারাম মনে করেন ও ফেতনা মনে করেন। ভোটের সময় কোন কোন আলেম এ ব্যাপারে সোচ্চার থাকেন, কেউ কেউ একেবারে চুপ থাকেন। এ ব্যাপারে আপনি কি কিছু দিক নির্দেশনা দিবেন আমাদেরকে, দয়া করে।

উত্তর : অনেক সুন্দর প্রশ্ন করেছেন। ইসলামে রাজনীতি নেই, রাজনীতি করা হারাম, রাজনীতি হলো ফেতনা ইত্যাদি ফতোয়া আমাদের পাক ভারত উপমহাদেশে এক সময় চালু ছিলো। ছোট বেলায় আমিও আমার অনেক বড় বড় উস্তাদদের কাছে এই কথা শুনতাম। এবং যারা রাজনীতি করেন তাদেরকে তারা কাফির ফতোয়া দিতেও কুণ্ঠা করতেন না। কিন্তু পরে এই সমস্ত উলামায়ে কেরাম আবার তওবা করে রাজনীতি শুরু করেন এবং নিজেরাও সক্রিয় রাজনীতি শুরু করেন, ভোটে দাঁড়ান, ভোট কামনা করেন এবং কেউ কেউ তথাকথিত 'গণতান্ত্রিক' ব্যবস্থায় নির্বাচন করে এমপি হয়ে মন্ত্রীও হয়েছেন। এগুলো তো সব উলামারাই করেছেন। আবার কিছু পাক্কা মুসল্লি আছেন যারা রাজনীতি করাকে হারাম ও ফেতনা মনে করেন, তারা আবার এমন দলকে সমর্থন করেন ও ভোট দেন যারা প্রকাশ্যে ইসলামের শত্রুতাও করেন।

এইসব বৈপরিত্ব ও ভুল আমরা করি নিজেরা সরাসরি কুরআন ও সুন্নাহ না পড়ার কারণে ও না বুঝার কারণে। যারা কুরআনের ও সুন্নাহ'র সামান্যতমও জ্ঞান রাখেন তারা বলতে পারেন না যে ইসলামে রাজনীতি নেই। ইসলামের রাজনীতি না থাকলে আল্লাহ পাক কুরআনে দ্বীন কায়েমের কথা, শাসনের কথা কেন বলেছেন? রাসূলুল্লাহ (স) নিজেই বা কেন মদীনায় এসে নিজে শাসক হলেন, রাষ্ট্রের প্রধান হলেন এবং খেলাফতের কথা বলেছেন? আমার সাহাবীরা নিজেরা খলিফা হলেন, আমীরুল মুমিনীন হলেন এবং সকল সাহাবায়ে কেরাম তাদের হাতে বাইয়াত নিয়ে তাদের সাথে কাজ করেছেন? ইসলামে রাজনীতি নেই বা রাজনীতি করা হারাম এই কথাটা ভুল বলেই তো বাংলাদেশের বিশাল উলামায়ে কেরাম তওবা করে নিজেরাই রাজনীতি শুরু করেছেন।

এখন বর্তমান সময়ে রাজনীতি খুবই একটা জটিল অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে। এখানে সাদা-কালো বা একেবারেই সিদ্ধান্তমূলক কথা বলা আসলেই কঠিন। রাজনীতি একটা গতিশীল ও পরিবর্তনশীল প্রক্রিয়া ও কাজ। দেশ-কাল-সময় ও পরিস্থিতির আলোকের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিয়ে হয়। এবং এটা একটা ইজতেহাদী বা গবেষণামূলক বিষয়। কে কখন কাকে ভোট দিবেন, ভোটে দাঁড়াবেন, এটা একটা দেশ ও পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে সিদ্ধান্ত দিতে হয়। আমি মনে করি, যারা মুসলমান, তারা সব সময় ৩টা স্বার্থের কথা মাথায় রাখা দরকার।

একঃ দেশ রক্ষা করা। সবাইকে আগে দেখতে হবে যে কোন দেশ নষ্ট করে, দেশ ও মানুষের ক্ষতি করে রাজনীতি করা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (স) নিজের জন্মস্থান মূর্তিপুজায় ভরা মক্কাকে কোন রকম ক্ষতি না করে, মক্কার অমুসলিম নাগরিকদের কোন ক্ষতি না করে তিনি বরং মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করেছেন। প্রাথমিক যুগের মুসলমানরা আবিসিনিয়াতে হিজরত করেছেন এবং সেখানে অমুসলিম রাজা ও সরকারের সাথে সার্বিক সহযোগিতা করে তাদের নাগরিক দায়িত্ব পালন করেছেন।

সবাইকে মনে রাখতে হবে, নাগরিক হিসাবে একটা দেশ রক্ষা করা হলো মুসলমান-অমুসলমান সকলের রাজনীতির মূল ভিত্তি। দেশটা যদি না থাকে তাহলে আপনার ইসলামটা কোথায় পালন করবেন?

দুইঃ আল্লাহর একত্ববাদ ও তাওহীদের প্রতি বিশ্বাস, পালন, প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠা। এর মানে হলো- তাওহীদ প্রতিষ্ঠার কাজ হলো একটা অবস্থামূলক ও প্রক্রিয়াগত। এটা কখন, কোথায় কিভাবে হবে সেটা উলামায়ে কেরাম বসে একটা সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। যিনি যে রাজনীতিই করুন না কেন, দেখতে হবে তিনি আল্লাহর ইজ্জত, সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব রক্ষা হচ্ছে কি না। নিজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও গদি রক্ষা করে বা রক্ষা করার জন্যে আল্লাহর সম্মান ভুলণ্ঠিত করা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয নেই। মুসলমান হলেই মনে প্রাণে বিশ্বাস করতে হবে ও বলতে হবে- আল্লাহু আকবর বা আল্লাহই মহান। তবে, এটা কখন-কিভাবে বলবেন সেটা ভালো করে বুঝতে হবে। আমরা যেন বোকামী করে যেখানে সেখানে আল্লাহু আকবর বলে চিল্লিয়ে না বেড়াই। এটা শিখতে হবে রাসূলুল্লাহ (স) এর জীবনী থেকে। এটা একটা অনেক গভীর ও জটিল বিষয়, তবে কুরআনে ও রাসূলুল্লাহ (স) এর সুন্নাতে তার দিক নির্দেশনা দেওয়া আছে।

তিনঃ রাজনীতি করার সময় নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের আগে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের কথা মাথায় রাখতে হবে। মুসলিম জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে কোন রাজনীতিই জায়েয হবে না। যিনি যে অবস্থায় আছেন, তাকে মুসলিম ও ইসলামের স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে কি-না তা খেয়াল রাখতে হবে। তবে, অনেক সময় তাতক্ষণিক স্বার্থের চেয়ে দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থের কথা বিবেচনা করতে হয়, যেটা রাসূলুল্লাহ (স) করেছিলেন। রাজনীতি একটা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও দূরদর্শী কাজ। যারা জন্য তুখোড় রাজনৈতিক মেধা, প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞতার দরকার হয়। রাজনৈতিক পন্থা, পদ্ধতি ও সিদ্ধান্ত তারাই নেওয়া উচিত যারা প্রজ্ঞা সম্পন্ন ও দূরদর্শী। অথচ দেখা যায় যে আমরা অনেকেই নগদের কথাই বেশি চিন্তা করি।

আমরা এ ক্ষেত্রে নেতৃবৃন্দ বসে গভীরভাবে চিন্তাভাবনা করে সামষ্টিক সিদ্ধান্ত নেওয়া দরকার। আমি ব্যক্তিগতভাবে বা একজন রাজনৈতিক ফতোয়া দেওয়ার পক্ষে নই। রাসূলুল্লাহ (স) ও খলিফারা একত্রে বসে আলোচনা করে, অনেক কিছু বিবেচনা করে এই সিদ্ধান্তগুলো নিতেন। আমাদের উলামায়ে কেরাম ও মুসলিম নেতারাও যেন বসে একসাথে আলোচনা করে এই তিনটা মৌলিক বিষয়কে সামনে নিয়ে সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

রাজনীতি করার সময় নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থের আগে মুসলিম উম্মাহর স্বার্থের কথা মাথায় রাখতে হবে। মুসলিম জাতির স্বার্থ বিকিয়ে দিয়ে কোন রাজনীতিই জায়েয হবে না। যিনি যে অবস্থায় আছেন, তাকে মুসলিম ও ইসলামের স্বার্থ নষ্ট হচ্ছে কি-না তা খেয়াল রাখতে হবে।

চাশতের নামাজের ফজিলত

মাওলানা সাখাওয়াত উল্লাহ

দৈনিক পাঁচবার ফরজ নামাজ আদায় করা সব মুসলমানের জন্য বাধ্যতামূলক। কিন্তু এর বাইরেও বিভিন্ন নফল নামাজ আছে। চাশতের নামাজ তারই একটি। দিনের এক-তৃতীয়াংশ অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পর চাশতের ওয়াক্ত শুরু হয়। সূর্য ঢলে যাওয়া পর্যন্ত তা বাকি থাকে। ঘড়ির হিসাবে গ্রীষ্মকালে সকাল ৯টা থেকে এবং শীতকালে সকাল ১০টা থেকে চাশতের ওয়াক্ত শুরু হয়। এ নামাজকে আরবিতে 'সালাতুদ্ দোহা' বলা হয়। চাশতের নামাজের রাকাতের সংখ্যা হাদিসে দুই, ছয়, আট ও বারো এসেছে। এ জন্য চাশতের নামাজ কমপক্ষে দুই রাকাত পড়া আবশ্যক। দুই রাকাতের বেশি বারো রাকাত পর্যন্ত যত ইচ্ছা পড়বে। হজরত আয়েশা (রা.) আট রাকাত পড়তেন এবং বলতেন, 'যদি আমার মা-বাবাও কবর থেকে উঠে চলে আসেন, তাহলেও আমি তা ছাড়ব না।' (মিশকাত শরিফ)

হজরত উম্মে হানি (রা.) বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) মক্কা বিজয়ের দিন আমার ঘরে এসে চাশতের আট রাকাত নামাজ আদায় করেছেন। (বুখারি ও মুসলিম)

চাশতের নামাজের গুরুত্ব

মহানবী (সা.) ইরশাদ করেন, "দৈনিক ভোরে প্রতিটি মানুষ (তার শরীরের) প্রত্যেক জোড়ার পক্ষ থেকে সদকা করা উচিত। প্রত্যেক 'সুবহানাল্লাহ' সদকা, প্রত্যেক 'আলহামদুলিল্লাহ' সদকা, প্রত্যেক 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সদকা ও প্রত্যেক 'আল্লাহু আকবার' সদকা। আর সৎ কাজের আদেশ করা সদকা ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করা সদকা। চাশতের দুই রাকাত পড়ে নেওয়া তার পক্ষ থেকে (অর্থাৎ প্রত্যেক জোড়ার সদকার জন্য) যথেষ্ট।" (মুসলিম শরিফ)

অন্য হাদিসে এসেছে : মহানবী (সা.) ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি চাশতের দুই রাকাতের প্রতি যত্নবান হলো, তার সব গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমপরিমাণ হয়।' (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)

মহানবী (সা.) আরো ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি চাশতের ১২ রাকাত নামাজ আদায় করে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি স্বর্ণের ঘর নির্মাণ করবেন।' (তিরমিজি ও ইবনে মাজাহ)

মাসআলা : চাশতের নামাজের নিয়ত দুই রাকাত করেও করা যায় এবং চার রাকাত করেও করা যায়। উভয়ভাবেই হতে পারে।

নামাজের নিয়ত আরবিতে করা জরুরি নয়। তাই মনে মনে এভাবে নিয়ত করা যাবে–আমি আল্লাহর ওয়াস্তে কেবলামুখী হয়ে চাশতের দুই রাকাত নফল নামাজের নিয়ত করছি–আল্লাহু আকবার।

লেখক : শিক্ষক, মাদ্রাসাতুল মদিনা
নবাবপুর, ঢাকা

মাসআলা-মাসাইল বিভাগে প্রশ্ন পাঠানোর ঠিকানা

সুপ্রিয় পাঠক, সাপ্তাহিক দেশ-এর নিয়মিত বিভাগ মাসআলা-মাসাইল-এ আপনার যে কোনো ধর্মীয় প্রশ্ন পাঠাতে পারেন। বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও টিভি ব্যক্তিত্ব ড. আবুল কালাম আজাদ আপনার প্রশ্নের সুচিন্তিত জবাব দিচ্ছেন। নিচের ঠিকানায় ডাক যোগে অথবা ইমেইলে আজই আপনার প্রশ্ন পাঠিয়ে দিন।

Weekly Desh
65 New Road, London E1 1HH.
Email: kalamahsan@hotmail.com

তারিখ	দিন	ফজর শুরু	সূর্যোদয়	যুহর শুরু	আছর শুরু	মাগরিব শুরু	ইশা শুরু
২৮ এপ্রিল	শুক্রবার	৩:৫৪	৫:৩৫	০১:০৩	৬:০২	৮:২২	৯:৩৪
২৯ এপ্রিল	শনিবার	৩:৫৭	৫:৩৩	০১:০৩	৬:০৩	৮:২৪	৯:৩৫
৩০ এপ্রিল	রবিবার	৩:৫০	৫:৩১	০১:০৩	৬:০৪	৮:২৫	৯:৩৬
০১ মে	সোমবার	৩:৫১	৫:২৯	০১:০৩	৬:০৫	৮:২৭	৯:৩৮
০২ মে	মঙ্গলবার	৩:৪৯	৫:২৭	০১:০২	৬:০৬	৮:২৯	৯:৪০
০৩ মে	বুধবার	৩:৪৭	৫:২৬	০১:০২	৬:০৭	৮:৩০	৯:৪১
০৪ মে	বৃহস্পতিবার	৩:৪৫	৫:২৪	০১:০২	৬:০৮	৮:৩২	৯:৪৩

দলের সঙ্গে যাচ্ছেন না সাকিবুমোস্তাফিজ

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল : সাসেক্সে নয় দিনের অনুশীলন ক্যাম্প করতে বাংলাদেশ দল রওনা দেবে কাল রাত একটায়। আইপিএল খেলতে যাওয়া সাকিব আল হাসান দলের সঙ্গে যে কাল যাচ্ছেন না, আগেই জানা গেছে। তবে শোনা যাচ্ছিল আজ ফিরে দলের সঙ্গেই লন্ডনের বিমান ধরবেন মোস্তাফিজুর রহমান। কিন্তু বিসিবি ও মোস্তাফিজের পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, আপাতত আইপিএল থেকে ফিরছেন না বাঁহাতি পেসার। ফিরতে পারেন ৩ মে।

দেশে ফেরার পরের দিন বিকেলেই লন্ডনে রওনা দেওয়ার কথা মোস্তাফিজের। বাংলাদেশ দলের নতুন টি-টোয়েন্টি অধিনায়ক সাকিবও তাঁর সঙ্গী হবেন। ভারত থেকে সাকিবের দেশে ফেরার কথা ৪ মে সকালে। ৩ মে পুনের সঙ্গে কলকাতা নাইট রাইডার্সের ম্যাচ থাকায় এক দিন পর দেশে ফিরবেন সাকিব। দেশে ফিরে কয়েক ঘণ্টার

বিরতি দিয়েই ধরবেন লন্ডনের বিমান।

মোস্তাফিজ ৩ মে ফিরলে আরও চারটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন। ১১ এপ্রিল বাংলাদেশ থেকে ভারতে পৌঁছে পরদিনই মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের সঙ্গে ম্যাচটা খেলেছিলেন। ২.৪ ওভারে ৩৪ রান দিয়ে উইকেটশূন্য থাকার পর পরে টানা চার ম্যাচে আর সুযোগই পাননি গত আইপিএলের 'সেরা উদীয়মান' খেলোয়াড়। তাঁর জায়গায় খেলছেন অস্ট্রেলীয় পেসার ময়েজেস হেনরিকেস।

একই অভিজ্ঞতা হচ্ছে সাকিবেরও। এখনো পর্যন্ত একটি ম্যাচই খেলার সুযোগ পেয়েছেন বিশ্বসেরা অলরাউন্ডার। ২১ এপ্রিল ইডেন গার্ডেনে পুনের বিপক্ষে সাকিব ৩ ওভারে ৩১ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য। মোস্তাফিজের মতো তাঁর সামনেও আছে চারটি ম্যাচ খেলার সুযোগ। কলকাতার হয়ে নিয়মিত ওপেন করছেন সুনীল নারাইন। তবে একাদশে ঠাঁই পেতে ক্যারিবীয় এই অফ স্পিনারেরর চেয়ে কিউই পেসার কলিন ডি গ্রান্ডহোমের সঙ্গেই বেশি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে সাকিবের।

সাকিব-মোস্তাফিজের মতো চন্ডিকা হাথুরুসিংহেসহ দলের পুরো কোচিং স্টাফ সাসেক্সেই যোগ দেবে দলের সঙ্গে।

অল্পস্বল্প

'পুরো ছন্দে আছি'

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : গত বিপিএলে ফি!ং করতে গিয়ে কাঁধে চোট পেয়েছিলেন। গত বছরের অক্টোবরে ইংল্যান্ড সিরিজের পর তাই আর খেলা হয়নি জাতীয় দলে। তবে চোট কাটিয়ে আয়ারল্যান্ড ও ইংল্যান্ড সফরের দলে ফেরা শফিউল ইসলাম আত্মবিশ্বাসী, পেস সহায়ক কন্ডিশনে আবারও জ্বলে উঠবেন আগের মতো

×চোট কাটিয়ে আয়ারল্যান্ড ও চ্যাম্পিয়নস ট্রফির দলে ফিরলেন। ফিটনেসের অবস্থা এখন কী রকম?

শফিউল ইসলাম: খুবই ভালো। আগের চেয়ে অনেক ফিট এখন। প্রিমিয়ার লিগে ম্যাচ খেলছি। ৮-১০ ওভার করে বল করছি। কম করলেও হয়তো প্রয়োজন পড়েনি বলেই করিনি। তবে আমার বোলিং করতে কোনো সমস্যা হচ্ছে না।

×প্রধান নির্বাচক বলেছেন, ফিট থাকলে হয়তো আপনি সাম্প্রতিক সময়ে সব কটি সিরিজেই দলে থাকতেন। কথাটা শুনে নিশ্চয়ই আফসোস হয়েছে...

শফিউল: তা তো অবশ্যই। ফিট না থাকলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি নিজের। বাংলাদেশ দল এখন যে রকম হয়ে গেছে, তাতে একবার দলের বাইরে গেলে ফেরা কঠিন। সব জায়গাতেই এখন প্রচুর বিকল্প খেলোয়াড়। ফিট থাকলে অন্তত দলে থাকার লড়াইটা করা যায়। সেটাও করতে না পারলে খারাপ তো লাগেই।

×অনেক দিন ধরে শীর্ষ পর্যায়ের ক্রিকেটে আছেন। চোট-আঘাত বাদ দিলেও আপনার ফিটনেস নিয়ে প্রায় সময়ই প্রশ্ন ওঠে। কেন?

শফিউল: দেখেন, শুরুর তিন বছর কিন্তু আমি চোটমুক্তভাবেই খেলেছি। এরপর থেকেই এটা-ওটা সমস্যা হতে লাগল। পরের তিন বছর আমি মনে হয় ৮-১০টার বেশি ম্যাচ খেলিনি। তবে ফিটনেসের অভাবেই যে এটা হয়েছে, তা নয়। সর্বশেষ নিউজিল্যান্ড সিরিজে যেতে পারলাম না যে কারণে, সেটা তো মাঠে ফি!ং করতে গিয়ে হয়েছে। এ রকম চোটে যে-কেউ পড়তে পারে। এটা ফিটনেসের সমস্যা নয়।

×চার বছর ধরেই দলে আসা-যাওয়ার মধ্যে আছেন। বারবার এভাবে ফিরে আসা কতটা চ্যালেঞ্জিং মনে হয়?

শফিউল: আমি যখন দলে নিয়মিত ছিলাম, তখন অন্যরাও ভালো খেলেই আমার জায়গা নিয়েছে। সব সময় ভেবেছি, আমাকেও তা-ই করতে হবে। এই চ্যালেঞ্জ সব সময়ই ছিল, থাকবে।

×ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড মিলিয়ে এবার তো অনেক লম্বা সফর। ফিটনেস ধরে রাখা কঠিন হবে না তো?

শফিউল: আমার কখনোই মনে হয় না, আমি চোটে পড়ব। খেলতে গেলে এসব হয়ে যায়। আর এবার তো সব খেলাই ওয়ানডে। এখন যে অবস্থায় আছি, সমস্যা হওয়ার কথা নয়। এমন না যে এখন আমি বেশি খেললে ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি। শুধু আল্লাহ আল্লাহ করছি যেন মাঠে কোনো চোটে না পড়ি।

×আপনার বোলিংয়ের মূল অস্ত্র সুইং। যে কন্ডিশনে খেলতে যাচ্ছেন, সেখানে এটার ভালো সুযোগ পাবেন। বোলিং নিয়ে কতটা আত্মবিশ্বাসী?

শফিউল: এসব কন্ডিশনে বোলিং করা পেস বোলারদের স্বপ্ন। আমিও আশা করি, ভালো করব। তা ছাড়া লিগে বোলিং করে দেখলাম, যা করতে চাচ্ছি, তা-ই করতে পারছি। বলতে পারেন পুরো ছন্দে আছি।

×ব্রিস্টলে ২০১০ সালে ইংল্যান্ডকে হারানোয় আপনারই বড় অবদান ছিল। সেই স্মৃতি নিশ্চয়ই আত্মবিশ্বাসী করবে...

শফিউল: অবশ্যই। বললাম তো, ওখানে বোলিং করা যে কারও জন্য স্বপ্ন। পেস বোলিং কোচ কোর্টনি ওয়ালশ আমাকে বলেছেন, আমি যেন শুধু ইন সুইং, আউট সুইং দুটো ঠিকমতো করাই। মানে ঠিক জায়গায় বল ফেলে সুইং করাই। আশা করি, সেটা করতে পারলে সুফল পাব।

×আপনার বোলিং নিয়ে ওয়ালশ আর কী বলেছেন?

শফিউল: আমি তো খুব বেশি ওনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পাইনি। তাই খুব বেশি বিষয়ে কথা হয়নি। তবে এবার অনেক সুযোগ পাব।

সর্বকালের সেরা এল ক্লাসিকো? কী নাটক, কী রোমাঞ্চ!

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল : বিতর্ক? কমতি ছিল না কখনোই। বারুদ? সে-ও অফুরান। পরতে পরতে রোমাঞ্চ? তার সাক্ষী হয়ে আছে প্রজন্মের পর প্রজন্ম। ১১৫ বছরের ইতিহাসে এল ক্লাসিকো স্মরণীয় অনেক ম্যাচই উপহার দিয়েছে। শতাব্দীপ্রাচীন ইতিহাস খুঁড়লে অনেক রত্ন মিলবে, কিছু জঞ্জালও। কিন্তু যদি বলা হয় নিজের নামকে শতভাগ সার্থক করে এল ক্লাসিকো 'দ্য ক্লাসিক' হয়ে উঠতে পেরেছে কতবার? ইতিহাসের সেরা ধ্রুপদি লড়াইয়ের মধ্যে থাকবে কোন ম্যাচগুলো? বিতর্ক তো হবেই। পরশুর ম্যাচটি যে সর্বকালের সেরা এল ক্লাসিকোর একটি, এ নিয়ে কোনো দ্বিধা নেই। নিকট অতীতেও কোটি কোটি দর্শকের স্নায়ুর পরীক্ষা নেওয়া এল ক্লাসিকো কম হয়নি। কিন্তু দুই দলই সমানে সমান খেলে আক্রমণের পর আক্রমণ করেছে; সমান পাল্লা দিয়ে দুই দলের গোলরক্ষক হয়ে উঠেছেন অতিমানবীয় প্রাচীর; গোল-পা!া গোল, আর প্রতিটি গোলে লিগের সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ১৮০ ডিগ্রি বাঁক নিয়ে বদলে যাওয়া-পরশুর প্রতিটি মিনিটই যেন হয়ে থাকল ম্যাচের একেকটি হাইলাইট।

এমন এল ক্লাসিকোর দেখা মিলল বহুদিন পর। বিশ্লেষকেরা বলেছেন, অন্তত তাঁদের দেখা সর্বকালের সেরা এল ক্লাসিকো পরশু বার্সার ৩-২ গোলের জয়ের ম্যাচটিই।

দুই দল মিলে ৩৮টি শট নিয়েছে, এর ২৩টিই গোলমুখে! দুই গোলরক্ষকের চরম পরীক্ষার রাত। আর তাতেই তাঁরা যেন হয়ে উঠলেন আরও বেশি উজ্জীবিত। দুই গোলরক্ষক মিলে সেভ করেছেন ১৮টি। কেইলর নাভাস ৬টি, টের স্টেগেন এর দ্বিগুণ-১২টি। বার্সা গোলরক্ষকের কয়েকটি সেভ অবশ্য ছিল সাধারণ বা নিয়মিত। এর মধ্যে ৬টি সেভ ছিল প্রায় অবিশ্বাস্য। নাভাসের ৫টি সেভও তা-ই। বরং কয়েকটি সেভের দিক দিয়ে নাভাস বেশি নম্বর পাবেন টের স্টেগেনের চেয়ে।

দুই দল মিলে ৩৮টি গোলের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। প্রায় প্রতি সোয়া ২ মিনিটে একটি করে গোল সম্ভাবনার রোমাঞ্চ শিহরিত করেছে দর্শকদের। এর মধ্যে গোল-পা!া গোল। অপ্রত্যাশিত নায়ক হিসেবে আবির্ভূত হয়ে ২৮ মিনিটে কাসেমিরো এগিয়ে দিলেন তো মেসি ড্রিবলের জাদুতে আচ্ছন্ন করে ৫ মিনিটের মধ্যে সমতা ফেরালেন।

৭৩ মিনিটে রাকিটিচের গোল আর এর তিন মিনিটের মধ্যে রামোসের লাল কার্ড রিয়ালের জন্য ম্যাচ শেষ করে দিয়েছে বলে যখন ভাবা হচ্ছিল, বদলি নেমে ৪ মিনিটেই হামেস রদ্রিগেজের সমতা। ২-২ ড্রটাই সবাই মেনে নিতে যখন তৈরি, ম্যাচের শেষ শটে মেসির গোল; সেটিও বার্সার দ্রুততম পা!া আক্রমণ থেকে। ম্যাচে ৫টি গোল। প্রতিটিতেই লিগের সমীকরণ বদলেছে। একবার রিয়াল লা লিগার লড়াই 'শেষ' করে দিয়েছে তো আবার আশা জাগিয়ে তুলেছে বার্সা।

এই নাটকের মধ্যে বাড়তি ছিল উত্তেজনা আর বিতর্ক। শুরুটা ম্যাচের দ্বিতীয় মিনিটে রোনালদোর পেনাি! দাবি থেকে। রিয়ালের প্রথম গোলে রামোস অফসাইড ছিলেন কি না, প্রথমার্ধেই কাসেমিরোর লাল কার্ড দেখা উচিত ছিল কি না, মেসিকে ইচ্ছা করেই কনুই মেরে রক্তাক্ত করেছেন কি না মার্সেলো...যেন পৃথিবীর সেরা মাস্টার শেফের সেরা রান্নার মাঝখানে বাড়তি ডিশ হিসেবে হাজির হচ্ছিল। রামোস লাল কার্ড দেখার পর 'চেনা শত্রু' পিকের সঙ্গে তো একচোট হয়েই গেল। এগুলোর সবই ছিল ম্যাচটিকে আরও বেশি উপভোগ্য করে তোলার উপাদান।

খামতি? তা আছে। রোনালদো যদি সমানে সমান জবাব দিতে পারতেন মেসিকে! খামতি? দুই কোচ হয়তো ট্যাকটিকসের দিক দিয়ে আরও নিখুঁত হতে পারতেন। দুজনেরই দল নির্বাচন ছিল ভুল। সেটি প্রমাণ করে দিয়েছেন মার্কো এসেনসিও ও আন্দ্রে গোমেজ। অবশ্য এই দুই বদলি নাটকের আরও দুটি অধ্যায় বাড়িয়েছে-এও তো সত্যি।

হয়ে গেল ইউনিসের ১০ হাজার

ঢাকা, ২৪ এপ্রিল : চা বিরতির পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের রোস্টন চেজকে সুইপ করেই মাইলফলকটা ছুঁয়ে ফেললেন ইউনিস খান। জ্যামাইকার কিংস্টোনের স্যাবাইনা পার্ককে সাক্ষী রেখে প্রথম পাকিস্তানি ব্যাটসম্যান হিসেবে টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের কীর্তি গড়লেন তিনি।

ক্যারিয়ারের ১৭ বছরে এসে, ২০৮তম ইনিংসে ১০ হাজার রানে পৌঁছলেন ৩৯ বছর বয়সী এই ব্যাটসম্যান। ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে সিরিজটি খেলেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানাবেন, বিদায়বেলায় এ এক অনন্য অর্জন হয়ে থাকল ইউনিসের জন্য। ২০১৫ সালে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে আবুধাবিতে জাভেদ মিয়াঁদাদের ৮ হাজার ৮৩২ রান পেরিয়েই টেস্টে পাকিস্তানি ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বোচ্চ রানটা নিজের করে নিয়েছিলেন তিনি।

১০ হাজার রানের কীর্তি গড়ার মুহূর্তটা ইউনিস উদ?যাপন করলেন স্মিতহাস্যে, ব্যাট উঁচিয়ে, সতীর্থদের হালকা করতালির মধ্যে। কিংস্টোনের স্যাবাইনা পার্কে ইউনিসের এই অনন্য কীর্তিতে উল্লাস করার জন্য খুব বেশি দর্শকের উপস্থিতি ছিল না। এখন পর্যন্ত টেস্ট ক্রিকেটে ১০ হাজার রানের এই এলিট ক্লাবে যত ক্রিকেটার পা রেখেছেন, তাঁদের মধ্যে ইউনিসের প্রবেশটাই যেন হলো সবচেয়ে অনাড়ম্বরভাবে। সবচেয়ে কম দর্শকের সামনে।

টেস্ট ক্রিকেটে এযাবৎ ১০ হাজার রানের কীর্তি গড়েছেন ১৩ জন ব্যাটসম্যান। ইউনিস এঁদের মধ্যে ১৩তম ক্রিকেটার হলেও মাইলফলকে পৌঁছানোর দ্রুততায় তাঁর স্থান ষষ্ঠ।

২১২তম ইনিংসে, ১৯৮৭ সালে টেস্ট ইতিহাসের প্রথম ব্যাটসম্যান হিসেবে ১০ হাজার রান ছুঁয়েছিলেন ভারতের কিংবদন্তি সুনীল গাভাস্কার। ১৯৯৩ সালে অস্ট্রেলিয়ার অ্যালান বোর্ডার দ্বিতীয় ক্রিকেটার হিসেবে এই অনন্য অর্জনে নাম লিখিয়েছিলেন। এরপর একে একে এই দলে নাম লেখান আরও ১০ ক্রিকেটার। স্টিভ ওয়াহ, ব্রায়ান লারা, শচীন টেন্ডুলকার, রাহুল দ্রাবিড়, রিকি পন্টিং, শিবনারায়ণ চন্দরপাল, জ্যাক ক্যালিস, মাহেলা জয়াবর্ধনে, কুমার সাঙ্গাকারা ও অ্যালিস্টার কুক।

মেসি আর মেসি!

ঢাকা, ২৫ এপ্রিল : তাঁর প্রশংসাসূচক যোগ্যতম শব্দের টানই হয়তো পড়েছে ভান্ডারে। কিন্তু পরশু রিয়াল মাদ্রিদের বিপক্ষে যেমন খেললেন, দলকে যেভাবে জেতালেন; প্রশংসা তো মেসির করতেই হবে। বার্সেলোনা ফরোয়ার্ডের প্রশংসায় পরশু নতুনত্ব আনলেন সতীর্থ আন্দ্রেস ইনিয়েস্তা।

চ্যাম্পিয়নস লিগ অভিযান শেষ হয়ে গেছে শেষ আটেই। এল ক্লাসিকোতে হারলে শেষ হয়ে যেত লিগ জয়ের আশাটাও। দারুণ দুটি গোল করে আশাটা বাঁচিয়ে রাখলেন মেসি। ইনিয়েস্তার কাছে আর্জেন্টাইন ফরোয়ার্ড বার্সার জন্য আশীর্বাদ, 'মেসির অসাধারণত্ব এটাই যে এত বছর পরও তার বিস্ময় উপহার

দেওয়া থামছে না। তাকে পাওয়া ক্লাবের জন্য গর্বের। সে আমাদের জন্য আশীর্বাদ।' সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে বার্সেলোনার খেলা দেখে অনেকে বলে উঠেছেন-আহা, এই খেলাটাই জুভেন্টাসের বিপক্ষে চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ আটে যদি খেলতে পারত বার্সা! ক্লাসিকো জয়ের উচ্ছ্বাস আর মেসি-বন্দনার ফাঁকে ইনিয়েস্তার মুখে সেই কষ্টটা একটু উঠে এল, 'আমরা খুব ভালো খেলেছি, জুভেন্টাসের বিপক্ষে হারার পর এটা সহজ ছিল না।'

চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোর দ্বিতীয় লেগে সবচেয়ে প্রয়োজনের সময় জ্বলে উঠতে পারেননি মেসি। পিএসজির বিপক্ষে ম্যাচটি মূলত জিতিয়েছেন নেইমার। জুভেন্টাসের বিপক্ষে দুই লেগেই মেসি ছিলেন নি:ভ। এরপর অনেকেই মেসিকে বিঁধছিলেন সমালোচনার তিরে। মেসি এসবের জবাব দিতে পারায় সবচেয়ে খুশি কোচ লুইস এনরিকে।

কাকের জন্য ক্যাফে

দেশ ডেস্ক : পাখির জগতে কাকের বসবাস মানুষের সবচেয়ে কাছাকাছি। তবু কাকের ব্যাপারে আমাদের ভাবনা নেতিবাচক। অনেকেই মনে করেন, কালো রঙের পাখিটি অলক্ষুণে। তবে যুক্তরাজ্যের নাগরিক ট্রেভর স্মিথ ও চার্লি গিলমোরের ভাষ্য, কাক আসলে খুবই বুদ্ধিমান এবং সামাজিক। তাই কাকের জন্য তারা চালু করেছেন ক্যাফে। মানুষের সঙ্গে কাকের সম্পর্ক উন্নত করার লক্ষ্যেই 'ক্রো ক্যাফে' নামে এ উদ্যোগ। গত রোববার ইস্টার সানডেতে লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসে এ ক্যাফে উদ্বোধন করা হয়। এ ক্যাফের অন্যতম আকর্ষণ তিনটি কাকথ যাদের নাম গিলবার্ট, চার্লি এবং এলিয়া। এখানে কাকের সঙ্গে সময় কাটানো, ছবি তোলা ও হালকা খাওয়া-দাওয়ার সুযোগ রয়েছে। 'ক্রো ক্যাফে'র অন্যতম উদ্যোক্তা চার্লি গিলমোর বলেন, পাখিদের মধ্যে কাক অত্যন্ত সুন্দর এবং বুদ্ধিমান। এদের সম্পর্কে মানুষের ভুল ধারণা কাটাতে এবং যোগাযোগ বাড়াতে এই বিশেষ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আরেক উদ্যোক্তা ৬১ বছর বয়সী ট্রেভর স্মিথ জানান, ছোটবেলা থেকেই পাখির প্রতি টান অনুভব করেন তিনি। বিশেষ করে কাকের সঙ্গে তার এই সখ্য ৬ বছর বয়স থেকেই। এ ছাড়া গত বছর একটি দোয়েলের বাচ্চাকে উদ্ধার করেছিলেন, যেটি এখনও তার সঙ্গেই থাকে। এই দুই পাখিপ্রেমীর দাবি, কাকের জন্য এমন আয়োজন বিশ্বে এটিই প্রথম।

অভিনব এই 'ক্রো ক্যাফে' দেখতে প্রথম দিনই ভিড় করেছেন মানুষ। কাক তিনটিকে দেখে মুগ্ধ দর্শনার্থীরা। কাক দেখার পাশাপাশি এখানে আছে নানা স্বাদের বার্গার, প্যাটিস এবং কফি ও অন্যান্য পানীয়। ক'দিনেই বেশ জনপ্রিয়তা পেয়েছে এই ক্যাফে। 'ক্রো ক্যাফে'তে আসা মানুষের প্রশংসা আর অভিজ্ঞতার বর্ণনায় এখন ভরপুর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম। মিরর ও আনন্দবাজার পত্রিকা অবলম্বনে।

ওজন কমাতে শরীরচর্চা করতে হবে খালি পেটে

দেশ ডেস্ক : ওজন কমানোর জন্য শরীরচর্চা করতে হলে তা করতে হবে খালি পেটে। গবেষকেরা জানান, খালি পেটে শরীরচর্চা করলেই কেবল শরীর থেকে মেদ ঝরানো যায়। কারণ, এতে অ্যাডিপোজ টিসুর যে পরিবর্তন ঘটে তা মেদ কমাতে শরীরের ওপর অনেকক্ষণ প্রভাব রাখে। ব্রিটেনের বাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক অতিরিক্ত ওজনের পুরুষদের নিয়ে এ বিষয়ে একটি সমীক্ষা চালান। প্রথমে তারা একদল পুরুষকে সকালে খালি পেটে (যখন পাকস্থলী ৬০ শতাংশ অক্সিজেনে পূর্ণ থাকে) ৬০ মিনিট হাঁটতে বলেন। এর পরের পরীক্ষায় তাদের হাই-ক্যালোরি কার্বোহাইড্রেট সমৃদ্ধ ব্রেকফাস্ট করিয়ে ঘণ্টাখানিক পর ৬০ মিনিট হাঁটতে বলেন। এই দুই ক্ষেত্রেই তাদের অ্যাডিপোজ (ফ্যাট) টিসুর ওপর শরীরচর্চার যে প্রভাব পড়ে তা পরীক্ষা করে দেখেন তারা। পরীক্ষার পর তারা বলেন, 'খাওয়ার পর শরীরচর্চা করলে অ্যাডিপোজ টিসু শুধু খাবারের ওপরই কাজ করতে থাকে, মেদ কমাতে অ্যাডিপোজ টিসুর পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তেমন কার্যকরী প্রভাব রাখতে পারে না। কিন্তু খালি পেটে শরীরচর্চা করলে তার পরোটা প্রভাবই অ্যাডিপোজ টিসুর ওপর পড়ে। এই প্রভাব শরীর থেকে মেদ কমার জন্য সহায়ক হয়। কাজেই মেদ কমাতে ও ওজন ধরে রাখতে খালি পেটে শরীরচর্চা করাই উত্তম বলে গবেষকেরা জানান। ইন্টারনেট।

সাতরঙা সাপ!

দেশ ডেস্ক : বেনীআসহকলা। এই সাত রঙ মিলে হয় রঙধনু। সাধারণত বৃষ্টির পর ঝলমলে রোদ উঠলে আকাশে রঙধনু দেখা যায়। রঙগুলো আকাশে ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠলে আমরা একে রঙধনু বলি। তবে আকাশে সব সময়ই রঙধনু দেখা যায় না। বৃষ্টির পরই বেশির ভাগ সময় রংধনু দেখা যায়। কারণ তখন আকাশে পানির বিন্দুর এক প্রতিচ্ছবি তৈরি হয়। কিন্তু সাপের মাথায় রঙধনু? ব্যাপারটা সত্যিই চমক সৃষ্টি করেছে। সম্প্রতি সাতরঙা সাপের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। পরিবেশবিদেরা বলছেন, গত কয়েক বছরে গ্রেটার মেকং অঞ্চলে ১৬৩ রকম বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীর নতুন প্রজাতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এর মধ্যে লাওসে পাওয়া গেছে এক নতুন ধরনের 'গেকো' বা তক্ষক। এর রঙ রঙধনুর মতোই।

জানা গেছে, মেকং নদীর উৎপত্তি তিব্বত অঞ্চলে এবং এর প্রবাহ চিনের হুনান, মিয়ানমার, লাওস, থাইল্যান্ড, কাম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামের মধ্য দিয়ে। মেকং নদীর প্রবাহপথজুড়ে রয়েছে অসংখ্য বিপন্ন প্রাণীর অভয়ারণ্য। বিপন্ন, কারণ এ অঞ্চলের বেশ কিছু জায়গাতেই এসব প্রাণী মেরে তা থেকে তৈরী হয় নানাবিধ ওষুধ। কোথাও ব্যবহার করা হয় এদের হাড়, কোথাও নখ, কোথাও অন্য কোনো দেহাংশ। ডব্লিউডব্লিউএফের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই অভয়ারণ্যে প্রতিনিয়ত বিলুপ্তপ্রায় প্রাণীগুলো মারা যাচ্ছে। চোরা শিকারে ক্রমেই সংখ্যা কমছে এদের। এভাবে চলতে থাকলে ২০২০ সালের মধ্যেই হয়তো বেশির ভাগ প্রাণী বিলুপ্ত হবে।

প্লাস্টিকের দিন শেষ!

দেশ ডেস্ক : অপকারটা জানেন প্রায় সবাই। কিন্তু প্রয়োজনের তাগিদে ব্যবহারও করতে হয়। বেড়াতে যাওয়া হোক বা ঘরের কাজে, অফিস হোক বা রাস্তাঘাটে প্লাস্টিকের পানির বোতল ছাড়া উপায় কী?

সমীা বলছে, বিশ্বজুড়ে ৩০ কোটি টন প্লাস্টিক তৈরি হয় প্রতি বছর। তার মধ্যে ৮৮ লাখ টন প্লাস্টিক সাগরে গিয়ে মেশে, যা সামুদ্রিক প্রাণীর মারাত্মক তি করে। নষ্ট করে পরিবেশের ভারসাম্যও।

এই ভাবনাটাই তাড়া করছিল তাদের। লন্ডনের ইম্পেরিয়াল কলেজের স্কিপিং রকস ল্যাবে গবেষণা করতে করতেই রড্রিগো গার্সিয়া, পিয়েরি পাসলিয়র আর গুইলামি কৌচে তাই বানিয়ে ফেলল 'ওহো'। কী এই 'ওহো'?

রড্রিগো বলেন, 'ওহো দেখতে পানির একটা বড় বুদবুদের মতো। প্লাস্টির বোতলের বদলে এই পানির বুদবুদগুলো নিয়েই বেড়ানো যাবে রাস্তাঘাটে। পিপাসা পেলে বুদবুদগুলো খেয়ে ফেললেই হলো। এতে একদিকে যেমন দূষণও রোধ হবে, অন্য দিকে শরীরে তিকর পদার্থও কম প্রবেশ করবে।'

হাতে নিলে জেলির মতো নরম এই 'ওহো'। ওহো-তে রয়েছে সোডিয়াম অলগিনেট দিয়ে তৈরি দু'টি পাতলা পর্দা। সামুদ্রিক ব্রাউন অ্যালগি আর ক্যালসিয়াম কার্বোনেট দিয়ে তৈরি হয় এই সোডিয়াম অ্যালগিনেট। এই পাতলা পর্দার মধ্যেই থাকে তরল পানি। সম্পূর্ণ বুদবুদটাকেই জেলিফিকেশন করা হয়।

পিয়েরি জানালেন, কোথাও গেলে খুব সহজেই সাথে করে নিয়ে যাওয়া যায় এই 'পানির বুদবুদ'। পিপাসা পেলে পুরোটাই খেয়ে ফেলা যাবে। প্রতি ওহোয় থাকবে ২৫০ মিলিলিটার পানি। পাশাপাশি ওহো তৈরির খরচও খুব কম বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

পিয়েরি পসলিয়রের আশা, খুব শিগগিরই 'ওহো' প্লাস্টিক বোতলের বিপুল দূষণের হাত থেকে বিশ্বকে রা করতে পারবে। –ইন্টারনেট।

মন্ত্রী যখন আইসক্রিম বিক্রেতা

দেশ ডেস্ক : ভারতের তেলেঙ্গানা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাও-এর ছেলে এবং তার মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্য কে টি রামারাও ওরফে কেটিআর শুক্রবার শুধু আইসক্রিম আর ফলের জুস বিক্রি করে সাড়ে সাত লাখ রুপি (বাংলাদেশী মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ৯ লাখ টাকা) আয় করেছেন।

কেটিআর তেলেঙ্গানায় তথ্যপ্রযুক্তি, নগরপ্রশাসন ও নগরোন্নয়ন প্রমুখ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত।

হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে কেটিআর কি মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দিয়েছেন? না তিনি মন্ত্রিত্ব ছাড়েননি। আইসক্রিমের ব্যবসায়ও শুরু করেননি। আসলে তার দল তেলেঙ্গানা রাষ্ট্র সমিতি (টিআরএস)-এর প্লেনারি এবং প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন হবে এপ্রিল মাসের শেষ দিকে। সেই অনুষ্ঠানের অর্থ সংগ্রহ করতে এক দিনের জন্য তিনি 'কুলি'-র (শ্রমজীবী) ভূমিকা পালন করেছেন।

কুতুবুল্লাপুর এলাকার একটি আইসক্রিম পার্লারে কেটিআরকে আইসক্রিম বিক্রেতার ভূমিকায় দেখা গেছে শুক্রবার। তাকে আইসক্রিম বিক্রি করতে দেখে দলের অন্য নেতাকর্মীদের মধ্যে আইসক্রিম কেনার হিড়িক পড়ে যায়। টিআরএস এমপি মাল্লা রেড্ডি পাঁচ লাখ রুপির আইসক্রিম কেনেন। পার্টির আর এক নেতা শ্রীনিবাস রেড্ডি কেনেন এক লাখ রুপির আইসক্রিম।

এর পর একটি ফলের রসের দোকানে গিয়ে বসেন কেটিআর। দলের নেতাকর্মীরা সেখানে প্রায় দেড় লাখ রুপির ফলের রস কেনেন মুখ্যমন্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে।

দলের সভাপতি এবং মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রশেখর রাও-এর নির্দেশে দলের প্রতিটি নেতাকর্মীকেই প্লেনারির জন্য অর্থসংগ্রহের উদ্দেশে এভাবে 'কুলি'-র দায়িত্ব পালন করতে হবে। প্রত্যেককে দু'দিন করে খেটে খাওয়া মানুষের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে টাকা তুলতে হবে। পরে সেই টাকা পার্টি ফান্ডে জমা দিতে হবে। শুক্রবার সেই অভিযানই শুরু করলেন কেটিআর। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, তিনি নিজেও এভাবে 'কুলি' হবেন।

অভিনব কারণে পরীক্ষা বাতিল!

দেশ ডেস্ক : পরীক্ষায় নকলের জন্য অনেক বার খবরের শিরোনামে এসেছে ভারতের বিহার রাজ্য। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার ঘটনাও এ রাজ্যে ঘটেছে। এসব কারণে পরীক্ষাও বাতিল হয়েছে বহু বার। এ বারও পরীক্ষা বাতিল হলো বিহারে। তবে, একেবারে অভিনব এক কারণে। ফাঁস নয়, এ বার প্রশ্নপত্র ছাপাতেই ভুলে গেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ!

ঘটনাটি ঘটেছে তিল্কা মাঁজি ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় (টিএমবিইউ)। নজিরবিহীন এই ভুলের ফলে ৯৪ জন পরীক্ষার্থীকে পরীক্ষা না দিয়েই ফিরে যেতে হয়। সূত্রের খবর, গত ১৩ এপ্রিল ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্নাতকোত্তর হিন্দির তৃতীয়পত্রের পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল। পরীক্ষার্থীরা নির্ধারিত সময়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছে যান। পরীক্ষা শুরুর কিছুণ আগে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপরে খেয়াল হয় যে, প্রশ্নপত্র ছাপাই হয়নি। কী করে হল এই ভুল! বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের কাছে বিষয়টি জানতে চান। তিনি জানান, প্রশ্নপত্র ছাপাখানা থেকে এসে পৌঁছয়নি।

এরপরই হিন্দি বিভাগ ও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দফতরের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তাকে শোকজ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি নলিনীকান্ত ঝা। ভাগলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বাতিল হওয়া এই পরীক্ষা আগামী ২২ এপ্রিল নেয়া হবে। –ইন্টারনেট।

ইউটিউবের পাঠে খুদে গাড়িচালক!

দেশ ডেস্ক : চিজবার্গারের লোভ সামলাতে না পেরে চার বছরের বোনকে পাশে বসিয়ে বাবার গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেল আট বছরের ভাই! ঘটনাটি যুক্তরাষ্ট্রের।

খবরে প্রকাশ, ওহাইওর ইস্ট প্যালেস্টাইন অঞ্চলের বাসিন্দা ওই বালক গত রোববার বাবার ভ্যান চালিয়ে স্থানীয় ম্যাকডোনা! সের দোকানে পৌঁছে যায়। সে সময় ওই শিশুর বাবা-মা দু'জনই ঘুমোচ্ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, ছেলেটি প্রায় দেড় মাইল গাড়ি চালিয়ে যায়। পেছনের সিটে বোনকে বসিয়েছিল সে।

পুলিশ কর্মকর্তা জ্যাকব কোহলার জানান, যে রাস্তা দিয়ে ওই খুদে গাড়ি চালায়, তা মোটেও সহজ নয়। তাকে চারটে ক্রসিং পার করতে হয়েছে। এমনকি একটি রেলক্রসিংও ছিল। এ ছাড়া বেশ কয়েকবার ডান ও বাঁ দিকে নিতে হয়, যা ভেবেই বিস্মিত সবাই।

প্রত্যদর্শীরা জানান, গাড়ি চালানোর সময় ওই শিশুটি প্রতিটি ট্রাফিক আইন মেনে চলে। এমনকি নির্দিষ্ট স্পিড লিমিটের মধ্যে থেকেই সে গাড়িটি চালায়।

ম্যাকডোনা! সে পৌঁছানোর পর ছেলেটির পরিবারের এক পরিচিতজন সেখানে ছিলেন। খুদে চালকের দাদা-দাদীকে খবর দেন তিনি। তারপরই খবর যায় বাবা-মায়ের কাছে।

ততণে অবশ্য চিজবার্গার খেতে শুরু করে দিয়েছে ছেলেটি। ইতোমধ্যে খবর পেয়ে সেখানে পৌঁছেন জ্যাকব। খুদে চালককে তিনি প্রশ্ন করেন, কোথা থেকে সে গাড়ি চালাতে শিখল। ছোট্ট ছেলের জবাব শুনে কার্যত স্তম্ভিত হয়ে পড়েন পুলিশ অফিসার। সে জানায়, ইউটিউবের ভিডিও দেখেই নাকি সে এসব শিখেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। যদিও তারা জানিয়েছে, ছেলেটির বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ দায়ের করা হচ্ছে না।

বাঘ পোষার ওপর নিষেধাজ্ঞা

দেশ ডেস্ক : সংযুক্ত আরব আমিরাতের সরকার জানিয়েছে, বাঘ এবং সিংহসহ বিভিন্ন ধরনের বন্যপ্রাণী নিজ গৃহে পোষা যাবে না। এ ধরনের বন্যপ্রাণী পোষার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে নির্দেশনা জারি করা হয়েছে সে দেশে।

আরব আমিরাতের সমাজে নিজের বাড়িতে পোষা চিতা বাঘ রাখা আভিজাত্যের বিষয় বলে মনে করা হয়। কিন্তু এখন থেকে বাড়িতে এ ধরনের পোষা প্রাণী রাখলে জেল-জরিমানা করা হবে।

আরব আমিরাতের অনেক বাসিন্দা নিজের পোষা চিতা বাঘের ছবি বিভিন্ন সময় সোশ্যাল মিডিয়াতেও পোস্ট করেন।

সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন ছবি দেখা গেছে, যেখানে গাড়ির পেছনে পোষা সিংহ বসে আছে। এ ছাড়া সমুদ্রসৈকতে পোষা চিতা বাঘ ঘুরে বেড়াতে দেখা গেছে। কিন্তু এ ধরনের প্রাণী স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়ানোর বিপদ সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়েছে কর্তৃপ।

নতুন আইনে বলা হয়েছে, বিপজ্জনক সব ধরনের বন্যপ্রাণী ক্রয় করা কিংবা বাড়িতে রাখা যাবে না। এসব প্রাণী এখন থেকে শুধু চিড়িয়াখানা, বন্যপ্রাণী পার্ক এবং গবেষণা কেন্দ্রে রাখা যাবে।

কেউ যদি এ ধরনের বন্যপ্রাণী জনসম্মুখে নিয়ে বের হয় তাহলে তাকে ছয় মাসের জেল এবং পাঁচ লাখ দিরহাম জরিমানা করা হবে।

শুধু বন্যপ্রাণী ছাড়াও যারা বাড়িতে পোষা কুকুর রাখেন তাদেরও অনুমতি নিতে হবে। তবে কুকুরকে অবশ্যই টিকা দিতে হবে, যাতে কুকুরের কামড়ে কেউ রোগাক্রান্ত না হয়। কুকুরকে টিকা না দিলে ১০ লাখ দিরহাম পর্যন্ত জরিমানা হতে পারে।

আঙুল ফোটানো ভালো নয়

দেশ ডেস্ক : ঘুম থেকে বিছানা ছাড়ার আগে কিংবা কান্তিকর পরিস্থিতিতে সচরাচর যে কাজটি অনেকেই করে থাকে। সেটি হলো হাত বা পায়ের আঙুল টেনে অথবা আঙুলের গিঁটে চাপ দিয়ে ফোটানো। এতে করে কতটুকু কান্তি দূর হয় তা জানা না গেলেও এতে আঙুলের তি হয়। আঙুল ধরে টানাটানি বা চাপ প্রয়োগের ফলে আঙুলের মাংসপেশিতে টান পড়ে এবং লিগামেন্টগুলো ঢিলা হয়ে যায়। ফলে আঙুলের কর্মমতা হ্রাস পায়। সবচেয়ে বড় তি হলো কখনো কখনো এর ফলে আর্থ্রাইটিস থেকে পারে। তাই হাত বা পায়ের আঙুল জোরে না টানা বা না ফোটানোই ভালো। ইন্টারনেট।

কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণে যা খেতে হবে

দেশ ডেস্ক : সুস্বাস্থ্য ও সুস্থ জীবনযাপনের জন্য ব্যালেন্সড ডায়েট বা সুষম খাবার খাওয়া প্রয়োজন। এ খাবার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রেখে দেহকে নিরোগ রাখে। কিন্তু খাদ্য অভ্যাস যদি সুষম না হয় বা খাবার অনিয়মিত হয়ে পড়ে তাহলে দেহের জন্য তা নানা সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এসব সমস্যার একটি হলো রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যাওয়া। এতে হার্ট অ্যাটাকসহ হৃদরোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। দেহে যদি কোলেস্টেরলের পরিমাণ বেড়ে যায় তাহলে সকালে খালি পেটে কাঁচা রসুন খাওয়া উচিত। কাঁচা রসুন খাওয়া অনেক কষ্টসাধ্য হলেও এই রসুন দেহের রক্তজালিকার গায়ে কোলেস্টেরল জমতে দেয় না। এ ছাড়া দেহে কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখতে মাঝে মধ্যে বাদাম, কাঠবাদাম খাওয়া যেতে পারে। এসব বাদাম জাতীয় খাবার রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়। তবে বাদামে লবণ বা চিনি মাখিয়ে খাওয়া ঠিক হবে না। আরো খাওয়া যেতে পারে মাছ, ওটমিল ও অলিভ ওয়েল দিয়ে রান্না করা সবজি। মাছে প্রচুর পরিমাণে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে, যা রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার ঝুঁকি কমায়, রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা ঠিক রাখে। ওটমিলে থাকে দ্রবণীয় ফাইবার, যা রক্তে এলডিএল বা ক্ষতিকর কোলেস্টেরলের পরিমাণ কমায়। আর অলিভ অয়েলে থাকে অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট, যা কোলেস্টেরলকে নিয়ন্ত্রণে রেখে হার্টকে সুস্থ রাখে।

রানা প্লাজার চার বছর

রাষ্ট্রযন্ত্র কি রক্ষাযন্ত্র হতে পেরেছে?

ফারুক ওয়াসিফ

চার বছর আগে এই দিনে রানা প্লাজা থেকে ফিরে একটা কথাই মনে হয়েছিল, এই রাষ্ট্রযন্ত্র মানুষকে উদ্ধারের জন্য তৈরি হয়নি, এই যন্ত্র তৈরি হয়েছে অবহেলার জন্য। ওই ঘটনায় সমাজ তার সাধ্য অনুযায়ী সব করেছে। উদ্ধারকাজে প্রাণ হারিয়েছেন এক যুবক। আহত ও মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক তরুণ ও তরুণী। কিন্তু রাষ্ট্রযন্ত্র ও তাকে পরিচালনাকারী কারও মনের পাষাণ ভেঙেছে বলে জানা নেই। বিজিএমইএর নেতৃত্ব ও সরকারের শ্রমমন্ত্রীকে অনুতপ্ত হতে দেখিনি; বরং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে 'ঝাঁকুনি-তত্ত্ব' প্রচার করতে দেখেছি। অনেক নাম এখনো নিখোঁজের তালিকায়, সবার ভাগ্যে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা সমাহিত হওয়ার সুযোগ মেলেনি। অ্যাকশনএইডের একদম জলজ্যান্ত জরিপ জানাচ্ছে, রানা প্লাজায় আহত ব্যক্তিদের ৪২ শতাংশ এখনো বেকার। ১২ দশমিক ৪ শতাংশ আহত শ্রমিকের শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়েছে। প্রায় ৩০ দশমিক ৮ শতাংশ শ্রমিক এখনো মানসিকভাবে বিপর্যস্ত (২৩ এপ্রিল, প্রথম আলো)।

আর কারখানার নিরাপত্তা? এত প্রাণের মূল্যে এ দিকে কিছু নজর পড়েছে। কিন্তু এরপরও চলতি বছরের মার্চ পর্যন্ত সংস্কারে ব্যর্থ কারখানার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০০-এর কাছাকাছি। যদিও ২০১৬ সালে নিরাপদ কর্মক্ষেত্র তৈরিতে ব্যর্থ কারখানার সংখ্যা ছিল ১৪১। আর ২০১৫ সালে এ ধরনের কারখানা ছিল ২১টি (মার্চ ১৪, ২০১৭, বণিক বার্তা)।

তাই ১১৩৬ একটা সংখ্যাই কেবল। ২৪ এপ্রিল একটা তারিখ মাত্র। রানা প্লাজাও শুধুই একটা নাম। কিন্তু তিনটাকে এক করলেই বাংলাদেশের পোশাকশিল্পের ভেতরের বাস্তবতাটা ফাঁস হয়। ওই ১১৩৫ জন নিহত শ্রমিক এবং তার চেয়েও বেশি শ্রমিকের আহত ও পঙ্গু হওয়ার ঘটনাটিকে দুর্ঘটনা বললে অনেকেরই দায় মওকুফ হয়। দুর্ঘটনা-তত্ত্ব অথবা ঝাঁকুনি-তত্ত্ব–কোনো তত্ত্বেই 'অপরাধের' স্বীকারোক্তি নেই। অতএব রানা প্লাজার হাজারের বেশি মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়।

এক বছর আগের লেখা থেকে উদ্ধৃত করছি: মোট ১১টি মামলার মধ্যে চার্জশিট হয়েছে মাত্র ৩টির। এই ৩টির বিচার শুরু হওয়ার মুখে। মোট আসামির মধ্যে সোহেল রানাসহ মাত্র ৬ জন আছেন জেলে। জামিনে আছেন ২৩ জন, পলাতক ১৩ জন। ৬ জন সরকারি কর্মকর্তাকে আসামি করার অনুমতি মেলেনি (নিউ এজ, ২৪ এপ্রিল, ২০১৬)। আর এ বছরের খবর হলো সাতজনের বিষয়ে উচ্চ আদালতের স্থগিতাদেশ থাকায় সাক্ষ্য গ্রহণ বন্ধ আছে। তাজরীন ফ্যাশনসে আগুনে পুড়ে শতাধিক শ্রমিকের মৃত্যু হয়। সে ঘটনাতেও স্পষ্ট অবহেলার জন্য দায়ী মালিক শাস্তির বদলে জামিনের শান্তি উপভোগ করছেন।

রানা প্লাজা ভবনের মালিক সোহেল রানাও জেলে আরামেই আছেন। এ এক আজব ব্যাপার, বড় অপরাধীদের জন্য জেলখানার হাসপাতালে শয্যা অবারিত। সেখানে তাঁরা ঘুরতে পারেন, খেতে পারেন পছন্দের খাবার আর বাইরে ফোন দিতেও সমস্যা হয় না। তাঁর আইনজীবী গত বছর বলেছিলেন, বাইরের থেকে জেলে থাকাই তিনি তাঁর জন্য ভালো বলে মনে করেন।

অথচ মনে ক্ষীণ একটা আশা ছিল। রানা প্লাজার ধাক্কায় যেভাবে সমাজ জেগে উঠেছিল, যেভাবে গণমাধ্যমে প্রশ্ন ও সমালোচনার ঝড় বয়েছিল, যেভাবে বিশ্বজুড়ে হাহাকার উঠেছিল; মনে হয়েছিল এবার বুঝি পরিস্থিতি বদলাবে, এবার বুঝি টনক নড়বে। কিন্তু পরে খুঁজে দেখেছি, এই রাষ্ট্রের টনক নামক কোনো বিভাগ, পদ বা প্রতিষ্ঠান নেই। রাষ্ট্রের টনক হিসেবে যদি সরকারকেও ভাবি; বাপরে! ওটি ধরে বেশি টানাটানি বিপজ্জনক। কোনো শ্রমিকনেতা যদি এসব নিয়ে বেশি সরব থাকেন তো তাঁর গ্রেপ্তার, প্রহার বা হেনস্তা দেখতে হয়। এত মৃত্যুর পরও শ্রমিকের প্রতি রাষ্ট্রের সহানুভূতি বাড়েনি। বরংচাপ আরও বেড়েছে।

রানা প্লাজার জায়গাটি এখন একদম ফাঁকা। একটা

> "এ এক আজব ব্যাপার, বড় অপরাধীদের জন্য জেলখানার হাসপাতালে শয্যা অবারিত। সেখানে তাঁরা ঘুরতে পারেন, খেতে পারেন পছন্দের খাবার আর বাইরে ফোন দিতেও সমস্যা হয় না। তাঁর আইনজীবী গত বছর বলেছিলেন, বাইরের থেকে জেলে থাকাই তিনি তাঁর জন্য ভালো বলে মনে করেন।

স্মৃতিসৌধ কিছু যেন বলতে চায়। যাঁরা জীবিত ফিরেছেন এবং যেসব নিহত ব্যক্তির স্বজনেরা বেঁচে আছেন, রানা প্লাজার ঘা তাঁদের জীবনে এখনো জীবন্ত।

তিনজনের কথা বলি। এঁরা আরও অনেকের মতোই ভবনে ফাটল দেখে কাজে যেত চাননি। কিন্তু বকেয়া বেতন দেবে বলে বাধ্য হয়ে গিয়েছিলেন। বেবি আক্তারের (৩৫) স্বামী দেলওয়ার এখনো স্ত্রীর কবর শনাক্ত করতে পারেননি। তিন-তিনটি ডিএনএ তালিকা প্রকাশিত হলেও কোথাও তাঁর স্ত্রীর নাম নেই। এখনো রাতে তাঁদের তিন সন্তান মায়ের জন্য কাঁদে, বাবাকে ধরে মায়ের কথা মনে করে। ১৪ এপ্রিল ছিল পয়লা বৈশাখ। ওই রাতে দেলওয়ার ঘুমাতে পারেন না। স্ত্রীর সঙ্গে কাটানো সব পয়লা বৈশাখের স্মৃতি তাঁর মনে ভিড় জমায়। ভোর পাঁচটায় তিনি চলে যান রানা প্লাজার জায়গাটায়। দুপুর পর্যন্ত সেখানে বসে থাকেন আর ডুকরে ডুকরে কাঁদেন।

মতিউর আর মিলি বাড়ির অমতে প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। দুজনই একসঙ্গে কাজ নিয়েছিলেন রানা প্লাজার একটা পোশাক কারখানায়। তাঁরা কাজ করতেন একই ফ্লোরে চোখের দূরত্বে। মিলি বলছেন, 'ভবন ধসের দিন কেন জানি না, দুজনেই বারবার কাজ থেকে চোখ তুলে দুজনকে দেখছিলাম, মনটা খুব টানছিল।' কিছু পরেই ভবনটা ধসে পড়ে। মিলি বেঁচে যান, কিন্তু মতিউরকে আর পাওয়া গেল না। তাঁর লাশটাও না, ক্ষতিপূরণও না।

মরিয়ম কিন্তু খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর স্বামীকে। আহত অবস্থায় পড়ে ছিলেন কংক্রিটের স্তূপের নিচে। ওপর থেকে খাবারও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু একটা সময় পর সেই গহ্বরে চিৎকার করে 'সৌদাত সৌদাত' ডাকলেও আর সাড়া আসেনি। পরে উদ্ধারকাজ শেষ হলে, জানা যায়নি কোন লাশটি সৌদাতের। লাশ পাননি মরিয়ম।তবে ডিএনএ রিপোর্টের ভিত্তিতে জুরাইনের বেওয়ারিশ কবরস্থানের ৭২ নম্বর কবরকে স্বামীর বলে ভাবতে পারছেন।

এই গল্পের কোনো শেষ নেই। রানা প্লাজার অন্ধিসন্ধিতে হাজার হাজার মানুষের অসংখ্য অমানুষিক অভিজ্ঞতা হয়েছে। উদ্ধারকর্মী এজাজ উদ্দিন মারা গেছেন বিদেশে চিকিৎসার সময়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিখোঁজ হওয়ার পর আরেক উদ্ধারকর্মী?বাবুর লাশ পাওয়া গেছে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বারান্দায়। টিভিতে দেখে কৃষক ইউসুফ সাভারে এসে উদ্ধারকাজে নেমে পড়েন। গায়ের ওপর বিম পড়ে তিনিও গুরুতর আহত হন। ছাত্র ফেডারেশনের উদ্ধারকর্মী দলের হিমুর মনে হয়: 'আমি আসলে লাশের শরীর-রক্ত-মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে টুকরা করে সামনে নিয়ে বসে আছি। আমার সবচেয়ে বড় শত্রুরও যেন কখনো এই উপলব্ধি না হয়।'

চার বছর পর মনে হয়, কারও তেমন উপলব্ধি হয়নি। কিছু পরিবর্তন এসেছে বিদেশি ক্রেতাদের চাপে। কিন্তু শ্রমিকদের অধিকার এখনো অনেক সংকুচিত। আরও রানা প্লাজা যে ঘটবে না, তা দিব্যি দিয়ে বলার বাস্তবতা আমরা তৈরি করতে পারিনি। এটাই সত্য এবং এটাই ভয়াবহতা।

ফারুক ওয়াসিফ: সাংবাদিক ও লেখক।

জঙ্গিবাদের বিপদ

আপস সমস্যার সমাধান দেবে কি?

আবুল মোমেন

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যখন সভায় দাঁড়িয়ে কওমি মাদ্রাসার জঙ্গি-সম্পৃক্ততার অভিযোগ খারিজ করে সাফাই বক্তব্য দেন, তখন সরকারি মনোভাবের বার্তা পাওয়া যায়। তাঁর ভাষণের দুদিন আগেই সবচেয়ে দুর্ধর্ষ জঙ্গিনেতা হিসেবে বিবেচিত যে মুফতি হান্নানকে ফাঁসি দেওয়া হলো, তিনি দেশে আলিয়া মাদ্রাসায় পড়লেও উচ্চশিক্ষা নিয়েছেন কওমি মাদ্রাসার পীঠস্থান দেওবন্দে। জঙ্গি হামলায় জড়িত ও জঙ্গি আস্তানায় নিহত ব্যক্তিদের মধ্যেও কেউ কেউ কওমি মাদ্রাসার ছাত্র বা প্রাক্তন ছাত্র বলে পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। তাঁদের গ্রেপ্তার, নিহত হওয়া, বিচার-সব কাজেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় যুক্ত ছিল।

কেউ বলে না যে কওমি মাদ্রাসামাত্রই জঙ্গি তৈরির আস্তানা। কিন্তু সুস্থ সংস্কৃতি চর্চাবিহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হিসেবে ইংরেজি মাধ্যম স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয়ের মতোই মাদ্রাসাগুলো ধর্মীয় জঙ্গিবাদ চর্চার ক্ষেত্র হয়ে পড়ার শঙ্কাই বেশি। ইদানীং মূলধারার বাংলা মাধ্যম স্কুলেও পরীক্ষা ও মুখস্থ বিদ্যাকেন্দ্রিক শিক্ষার দাপটে সহশিক্ষামূলক সাংস্কৃতিক কার্যক্রম বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখান থেকেও বিভ্রান্ত তরুণ তৈরি হতে পারে, যাদের কেউ কেউ জঙ্গিবাদে দীক্ষা নিচ্ছে না, তা-ও নয়।

সরকার জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে শূন্য-সহিষ্ণুতা বা জিরো টলারেন্স নীতি পালনের অঙ্গীকার করেছে। কিছু জঙ্গি বিচারে সর্বোচ্চ শাস্তি পেয়েছে, বেশ কিছু জঙ্গি আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে। কিন্তু বাস্তবতার আলোকে বলা যায়, তাতে জঙ্গি হয়ে ওঠার প্রবণতা বন্ধ হয়নি। গত দুই মাসে দেশের আনাচকানাচে অনেক জঙ্গি আস্তানার সন্ধান পাওয়া গেছে, সব জঙ্গি নির্মূল হয়নি, ধরা পড়েনি। বোঝা যায়, দেশের ভেতরে সক্রিয় রয়েছে এক বা একাধিক জঙ্গিগোষ্ঠী। একদল তরুণ বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে আন্তর্জাতিক জঙ্গিগোষ্ঠী, বিশেষ করে আইএসের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইছে।

সরকার জঙ্গি দমনে কড়া লাইনে থাকলেও দেশে জঙ্গি সৃষ্টির বাস্তবতা মোকাবিলায় দু-একটি ভালো উদ্যোগ নিলেও তা ছিল সীমিত এবং সাময়িক। লক্ষাধিক মাওলানার জঙ্গিবিরোধী ফতোয়া বা শুক্রবারে সব মসজিদে ধর্মের উদার মানবিক সম্প্রীতির বাণী তুলে ধরে খুতবা পাঠের উদ্যোগ ভালোই ছিল। কিন্তু তা যথাযথভাবে ব্যবহৃত হয়নি, অব্যাহত থাকেনি। তা ছাড়া এ-ও একধরনের নিবারণমূলক কাজ-পরোক্ষ বুদ্ধিবৃত্তিক এই বার্তার গুরুত্ব স্বীকার করেও বলতে হবে যে তরুণেরা জঙ্গিবাদে আকৃষ্ট হচ্ছে-এটুকু তাদের আত্মঘাতী ধ্বংসাত্মক পথ থেকে নিবৃত্ত করার জন্য যথেষ্ট নয়।

আমাদের ভাবতে হবে কীভাবে এবং কখন কেউ চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। এমন নয় যে আমাদের দেশে চরমপন্থীদের জঙ্গি তৎপরতা আগেও ঘটেনি। কট্টর বাম রাজনৈতিক দর্শন থেকে সৃষ্ট এসব জঙ্গিবাদ কখনো উপদলীয় কোন্দলে এবং বেশির ভাগ সময় সরকারি বাহিনীর নিষ্ঠুর দমনপীড়নে একপর্যায়ে নিঃশেষিত হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় জঙ্গিবাদ তা নয়, এর ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস এবং এর সুযোগ নিয়ে নিজেদের সুবিধামতো আল্লাহ ও নবী (সা.)কে টানা যায়, পবিত্র ধর্মগ্রন্থের খণ্ডিত বা পূর্বাপর ছাড়া কোনো অংশ উদ্ধৃত করে অনুমোদন দেখানো যায়, ধর্মের ইতিহাস থেকে সুবিধামতো দৃষ্টান্ত নেওয়া যায়, আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে পুঁজিবাদী (খ্রিষ্টান) পশ্চিমের ভূমিকার (মূলত মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে) দোহাই দেওয়া যায়, বর্তমানকালের ভোগবাদিতার যে উৎকট রূপ মানুষের জীবনকে অমানবিক করে তুলছে, তার বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর যাথার্থ্যও তুলে ধরা যায়, তদুপরি এই ভূমিকা ইহকাল ছাপিয়ে পরকাল অবধি বিস্তৃত। ফলে কেবল তাদের কৃতকর্ম-মানুষ খুন করা বা অপরাধের গণ্ডিতে ও মানদণ্ডে এদের বিচার করলেই হবে না। এভাবে ঘটনা ঘটানোর পরে অর্থাৎ অপরাধ সংঘটিত হওয়ার পরে কাউকে কাউকে ধরা যাবে বা নির্মূল করা হবে। কিন্তু এতে এই তরুণদের-তাদের মতো আরও লাখো তরুণের মনের ক্ষোভ, ক্রোধ, প্রতিজ্ঞা, প্রত্যয়, অভীপ্সা অর্থাৎ দেশের বিরাট তরুণমানসের একটি বড় ধারাকে বোঝার এবং তাদের সন্তুষ্ট করার জরুরি কাজটা আরব্ধ থেকে যাবে। পুলিশি ব্যবস্থা, আইনি প্রক্রিয়া বা নিছক অস্বীকৃতি এ ইস্যুটি মোকাবিলার মূল পথ নয়।

আমরা দেখছি, সমাজের অনেকের কাছেই এটি ধর্মীয় ইস্যু, অনেকেই ভাবছেন সাংস্কৃতিক ইস্যু, কেউ কেউ গণ্য করছেন রাজনৈতিক ইস্যু হিসেবে। ইস্যুটি জটিল। কারণ এটি ওপরে উল্লিখিত সব বিষয়েরই সমাহার। ধর্ম যদি হয় এর উৎস, তবে রাজনীতি প্রায়োগিক অবলম্বন, আর সংস্কৃতি সঠিকভাবে চর্চা না হলে এই মানসের আদলেই রূপান্তরিত হবে। বাঙালি সমাজে কোনো ধর্মই শাস্ত্রীয় রক্ষণশীলতার ধারায় বিকশিত হয়নি, যে কারণে দুই শ বছরের বেশি চর্চা সত্ত্বেও ওয়াহাবি পন্থা, কওমি মাদ্রাসার প্রভাব সমাজে ব্যাপক বিস্তৃতি পায়নি। হিন্দু সমাজেও ব্রাহ্মণ্যবাদের চেয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধারার প্রেম ও ভক্তিবাদের প্রভাব হয়েছে বেশি।

এই বাস্তবতায় ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী রাষ্ট্র বাংলার মানুষকে টানেনি, ইসলামি প্রজাতন্ত্র পাকিস্তান ভেঙে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের উদ্ভব ঘটেছিল। গত চার দশকে দেশে এবং বিদেশে অনেক পরিবর্তন হয়েছে, তা হয়েছে ধর্মীয় চেতনায়, রাজনৈতিক মতাদর্শ ও কৌশলে এবং শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চা ও এর সমঝদারিতে।

পশ্চিমের দ্বিতীয় আগ্রাসনের পথ হলো অর্থনীতি। বিশ্ব অর্থনীতির কর্তৃত্ব ধরে রাখার জন্য তারা যেকোনো ছলের আশ্রয় নিতে পারে। বাজার অর্থনীতি, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নতুন কানুন, বিশ্বব্যাংক-আইএমএফের চাতুর্যপূর্ণ ভূমিকা, যা কিছুটা পদ্মা সেতুর সূত্রে সম্প্রতি ফাঁস হয়েছে এবং ভোগবাদিতা, পণ্যাসক্তি ও কাম-ক্রোধ-সন্ত্রাসনির্ভর এক বিনোদন-বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে এ যেন গ্রিক পুরাণের কুহকিনী সার্সির বিস্তৃত জাল। সবই এর মধ্যে ধরা পড়েছে। আগেই উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশের সাধারণের মধ্যে যথেষ্ট ক্ষোভ, ক্ষুধা, কামনা, ক্রোধ, লোভের তাড়নার পারদ চড়ানো হয়েছে। তাদের অনেকেই জঙ্গিবাদের আশ্রয় নিচ্ছে, কেউ নেশার ফাঁদে পা দিচ্ছে, কারও কাছে নিজ ধর্ম পালনের চেয়ে 'বিধর্মী' নিধন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে, কেউ স্থূল ভোগে তলিয়ে যাচ্ছে। এটা স্বাভাবিক মানুষের কাজ নয়।

হ্যাঁ, আমাদের সমস্যাগুলোর সামনে দাঁড়িয়ে চিন্তা করতে হবে, চিন্তাবিনিময় করতে হবে এবং সবশেষে সব দিক বিবেচনায় নিয়ে করণীয় নির্ধারণ করতে হবে।

প্রথমেই আমাদের মানতে হবে সমাজমানসে, বিশেষত তরুণদের মানসে নানা বিষয়ে ক্ষোভ, কিছু ক্রোধ ও হতাশা এবং অনেক বিষয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে। এর পেছনে মূল দায়ী হলো বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থা আর আদর্শ ও নীতিহীন রাজনীতি।

ব্যক্তিমানসকে উন্মোচন, সৃজনশীল, আনন্দময় ও ইতিবাচক করে তোলা ধর্মেরও কাজ। ধর্মের নামে অনেকেই মানুষের এই সার্বিক বিকাশের পথ রোধ করে দাঁড়াতে চান। অবদমন মানুষের জন্য মনস্তাত্ত্বিক সংকট তৈরি করে থাকে। তাতে সমাজে অতৃপ্ত বাসনা ও নানারূপ অবদমনজাত বিকারের প্রকাশ দেখা যায়। আজ রাজনীতি ধর্মকে ব্যবহার করছে আবার কেবলমাত্র জাগতিক তথা সংকীর্ণ স্বার্থেই রাজনীতির ব্যবহার ঘটছে। তাতে সমাজমানসে সত্য ও অসত্যের ধারণা, ভালো ও মন্দ মানুষের ফারাক, পাপ ও পুণ্যের চেতনা অস্পষ্ট হয়ে পড়ছে। সমাজ দিব্যি অপরাধের সঙ্গে আপস করছে, অপরাধীকে নিয়ে বসবাস করছে। এমন বিভ্রান্ত মানুষের সমাজে রাজনীতি যেমন, তেমনি ধর্মও নানা ক্ষুদ্র স্বার্থে ব্যবহৃত হতে থাকে।

সংস্কৃতি শব্দটা নিয়ে আমাদের মনে ব্যাপক বিভ্রান্তি আছে। সংস্কৃতি আমাদের জীবনযাপন প্রণালির সঙ্গেই সম্পৃক্ত-পোশাক-খাবার-ভাষা-আচরণ-অনুষ্ঠান সবকিছু নিয়েই সংস্কৃতি গড়ে ওঠে। এসবই ঠিকভাবে শিখতে হয়। সব সময় বলে হয় না, নিজে করে গড়ে আয়ত্ত করলে তা-ই হয় টেকসই। বাসায় জীবনযাপনের মাঝে ব্যক্তিসত্তা আর স্কুলে অনেকের সঙ্গে মিলে সামাজিক সত্তা তৈরি হবে সংস্কৃতিবোধে ও রুচিতে সম্পন্ন হয়ে। বাসায় জীবনযাপনের সৌন্দর্য তৈরি হবে, স্কুলে জীবন উদ্‌যাপনের দক্ষতা আয়ত্ত হবে। এ বিষয়টা আরেকটু বিস্তারিত লিখতে হবে স্বতন্ত্র একটি লেখায়।

আবুল মোমেন: কবি, প্রাবন্ধিক ও সাংবাদিক।

তীরে এসে তরি ডুবল ৮১ জনের

আলী ইমাম মজুমদার

প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সরকারি কর্ম কমিশনের (পিএসসি) সুপারিশকৃত ৮১ জন চূড়ান্ত নিয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। একটি দৈনিকে প্রকাশিত তথ্যানুসারে তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের অভিভাবকের মুক্তিযোদ্ধা সনদে 'ঘাপলা রয়েছে'। আর অবশিষ্টরা নিয়োগ পাননি অনেকটা রাজনৈতিক বিবেচনায়। সেই দৈনিকটির তথ্যানুসারে, এসব প্রার্থীর পরিবারের কেউ কেউ বিএনপি বা জামায়াতের রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে নিরাপত্তা প্রতিবেদনে জানা গেছে।

২০১৪ সালের সেপ্টেম্বরে ৩৫তম বিসিএস পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি জারি করে পিএসসি। আবেদন করেন ২ লাখ ৪৪ হাজার ১০৭ জন প্রার্থী। প্রিলিমিনারি, লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষা নিয়ে মেধা ও প্রাধিকার কোটার ভিত্তিতে নিয়োগের সুপারিশ চূড়ান্ত হয়। সব প্রক্রিয়া শেষে গেল বছরের আগস্ট মাসে বিভিন্ন ক্যাডারে নিয়োগের জন্য সুপারিশ করা হয় ২ হাজার ১৭৪ জনকে। তাঁরা সবাই স্বাস্থ্য পরীক্ষায়ও উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছেন বলে ধারণা করা যায়। তারপর শুরু হয় পুলিশের বিশেষ শাখা (এসবি) কর্তৃক প্রার্থীদের সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান। পাশাপাশি মুক্তিযোদ্ধা পোষ্য কোটায় সুপারিশপ্রাপ্তদের যথার্থতা যাচাইয়ে সংশ্লিষ্ট করা হয় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়কে। সেই মন্ত্রণালয়কে কাজটি এক মাসের মধ্যে করে দিতে বলা যেত। এটা সম্ভবও ছিল। সে ক্ষেত্রে বাদ পড়াদের স্থানে অন্য উপযুক্ত প্রার্থী থাকলে সুপারিশ করতে পিএসসিকে বলা যেত। খালি যেত না পদগুলো।

আর বাকি অন্যদের সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, ক্ষমতাসীন দলের ভিন্নমতাবলম্বী কোনো পরিবারের সদস্যদের নেতিবাচক তালিকায় নেওয়া হয়। অথচ যাচাই করার কথা ছিল সংশ্লিষ্ট প্রার্থী কোনো রাষ্ট্রবিরোধী বা অনৈতিক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে কি না, এ বিষয়টি। অনুসন্ধানকাজে এসবি ছাড়াও জেলা প্রশাসকদের সংশ্লিষ্ট করা হয়। এর আগের কয়েক বছর করা হয়েছে অন্য আরেকটি গোয়েন্দা সংস্থাকে। তখন দুই সংস্থার দুই রকম প্রতিবেদন হওয়ায় প্রথমে অনেকেই বঞ্চিত হয়েছিলেন। পরে জেলা প্রশাসকদের প্রতিবেদন নিয়ে চাকরি পান বেশ কয়েকজন প্রার্থী।

এ উপমহাদেশের সিভিল সার্ভিস বহু ধরনের সংস্কারের পরও ব্রিটিশ যুগের ধারাবাহিকতায় চলছে। এর নিয়োগ প্রক্রিয়াও তা-ই। ব্রিটিশ শাসনামলে ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসসহ (আইসিএস) উচ্চতর পদে নিয়োগের জন্য পুলিশি তদন্তই যথেষ্ট বিবেচিত হয়েছে। তেমনি হয়েছে পাকিস্তান শাসনামলে। অবশ্য তখন প্রার্থী কম ছিলেন। আর তদন্তকারীরা অনেক আন্তরিকতার সঙ্গে প্রতিবেদন দিতেন দ্রুত। এতে মূলত প্রার্থীর স্বভাবচরিত্র, রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা ইত্যাদি বিবেচনায় আসত। তবে পাকিস্তান শাসনামলে দেখা গেছে, সরাসরি সরকারবিরোধী ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এমন অনেককেই নিয়োগের জন্য অযোগ্য বিবেচনা করা হয়নি। তাঁরা চাকরি পেয়েছেন। যোগ্যতা ও বিশ্বস্ততার সঙ্গে করেছেন দায়িত্ব পালন। জানা যায়, তাঁদের পরিবারের সদস্যদের রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা টেনে আনা হয়নি কোনো ক্ষেত্রে। এমনকি স্বাধীনতার পর ১৯৯১ সালের আগ পর্যন্ত তা-ই দেখা গেছে। আর সে জন্যই বর্তমান সিভিল সার্ভিসের শীর্ষ স্তরে বেশ কয়েকজন সাবেক ছাত্রনেতা রয়েছেন। তাঁরা তো সব সরকারের সময়ই বিশ্বস্ত ও অনুগত ছিলেন। চাকরির ক্ষেত্রে আজকের মতো রাজনীতিকে টেনে আনা হতো না।

চাকরি কিন্তু একটি সাংবিধানিক অধিকার। আর সেই অধিকার অর্জন করতে রাষ্ট্রের নির্দিষ্ট মানদ– বিভিন্ন স্তরে পরীক্ষা দিয়ে একজন প্রার্থী নিয়োগের জন্য পিএসসির সুপারিশ পান। সে ক্ষেত্রে এ ধরনের তদন্ত আরও অনেক সুবিবেচনাপ্রসূত হওয়া সংগত। কারও কোনো নিকট বা দূরের আত্মীয় ভিন্ন কোনো দল করেন, তার জন্য তাঁকে চাকরি না দেওয়া বড় ধরনের অনৈতিক কাজ বলে বিবেচনা করা যায়। এমনকি সেই প্রার্থী ছাত্রজীবনে কোনো ছাত্র সংগঠন করলেও (হতে পারে সেটা সরকারের বিরোধী) তাঁকে চাকরির অধিকার থেকে বাদ দেওয়া যায় না। একমাত্র নাশকতা সৃষ্টির সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে যাঁদের বিরুদ্ধে, আর আছে অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগ, তাঁদের ব্যাপার ভিন্ন। তবে ক্ষেত্রবিশেষে আবেগপ্রবণ কাজকে উপেক্ষা করা উচিত। অতীতে তা-ই করা হয়েছে।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর মোনায়েম খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে যোগ দিতে এলে তা ছাত্রদের জোরালো প্রতিরোধে ভেস্তে যায়। সেই প্রতিরোধে সক্রিয় অংশগ্রহণকারী এবং তখন গ্রেপ্তার হওয়া একজন ছাত্র এর কিছুকাল পরই সিএসপি হয়েছিলেন। সেই সরকারই বিশেষ বিবেচনায় নিরাপত্তা ছাড়পত্র দিয়েছিল তাঁকেও। কর্মজীবনে তিনি দীর্ঘকাল সরকারের শীর্ষ পদে ছিলেন। আজকের যে শীর্ষ আমলারা নীতিনির্ধারণ করেন, তাঁদের কেউ কেউ এগুলো জানেন। তাই দয়া করে জাতিকে আর বিভক্ত করার দায়ভার নেবেন না। একটি দেশে বিভিন্ন মতাদর্শ থাকবে। থাকবে নানা ঘরানার রাজনৈতিক দল। এদের মধ্যে কেউ সত্যিকারের রাষ্ট্রদ্রোহী হলে শুধু চাকরিবঞ্চিত নয়, তাঁকে সাজা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। দেশপ্রেম একটি বড় বিষয়। আমরা একা কেউ এর দাবিদার হতে পারি না। গুটি কয়েক ব্যক্তি বাদে ১৬ কোটি লোকেরই এ দাবি করার অধিকার আছে।

> ভারত তো এটা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বভারতীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ চাকরিতে নিয়োগ দিয়ে দেয়। আমরা এখনো এরূপ চর্চা শুরু করিনি। তবে সুপারিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে নিয়োগের পর্ব সম্পন্ন করা যায়। আর তা নিরাপত্তা ছাড়পত্র নিয়েই। এমনটা করা হয়েছে অতি সাম্প্রতিক সময়েও।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি বহুল আলোচিত বিষয় থাকছে নিয়োগ প্রক্রিয়ার সময়কাল নিয়ে। আমরা দেখতে পাই, ২০১৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর ৩৫তম বিসিএসের নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছিল পিএসসি। তাদের পর্যায়ে সুপারিশ চূড়ান্ত করতে ২০১৬ সালের ১৭ আগস্ট পর্যন্ত সময় নেয়। পেশ করে সরকারের কাছে। এ ক্ষেত্রে দুই বছর সময় নিয়েছে পিএসসি। অথচ এ বিষয়ে অনেক নিবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে, বছরের পরীক্ষা বছরেই শেষ শুধু নয়, নিয়োগের পর্বও সম্পন্ন করতে হবে। এটা অত্যন্ত আনন্দের কথা যে পিএসসি এই দাবিকে গুরুত্বের সঙ্গে নিয়েছে। তারা এক বছরের মধ্যে পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ থেকে নিয়োগের সুপারিশ করা পর্যন্ত এক বছর সময়ের একটি রোডম্যাপ করেছে। দীর্ঘকালের ঘুণে ধরা মানসিকতায় এখনো রোডম্যাপ বাস্তবায়ন করতে পারেনি। তবে সিদ্ধান্তে অবিচল থাকলে একপর্যায়ে সাফল্য না আসার কোনো কারণ নেই।

তা ছাড়া গেল মধ্য আগস্টে যে সুপারিশ এল, সরকারের পক্ষে তা চূড়ান্ত করে নিয়োগ দিতে সাড়ে সাত মাস সময় কেন লাগবে? আমরা বুঝতে পারি, তা লেগেছে নিরাপত্তা ছাড়পত্রের প্রয়োজনে। ভারত তো এটা প্রাপ্তি সাপেক্ষে সর্বভারতীয় ও কেন্দ্রীয় সরকারের পদস্থ চাকরিতে নিয়োগ দিয়ে দেয়। আমরা এখনো এরূপ চর্চা শুরু করিনি। তবে সুপারিশ পাওয়ার দুই মাসের মধ্যে নিয়োগের পর্ব সম্পন্ন করা যায়। আর তা নিরাপত্তা ছাড়পত্র নিয়েই। এমনটা করা হয়েছে অতি সাম্প্রতিক সময়েও। ২৭তম বিসিএসের পিএসসির সুপারিশ পাওয়ার পর নিয়োগের পর্ব সম্পন্ন হয়েছিল এ ধরনের সময়েই। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নথিই এর সাক্ষ্য দেবে। এই দ্রুততা প্রার্থী ও সরকার উভয়ের জন্য প্রয়োজন। সরকার জনবলের সংকটে যেন না ভোগে এবং প্রার্থীর জীবনের মূল্যবান সময় কাজে লাগানোর স্বার্থে আবশ্যক এমন দ্রুততা। তদুপরি যাঁরা নিয়োগ পাবেন না, তাঁরা পুনরায় প্রস্তুতি শুরু কিংবা অন্যত্র চেষ্টায় নিজেদের নিয়োজিত করতে পারবেন। আর এটা সম্ভব এবং অতীতে হয়েছে। প্রতিবেশী দেশগুলোতে এখনো হচ্ছে। সুতরাং আমাদেরও না পারার কথা নয়।

সবশেষে আসে মূল বিষয়টি। যেসব প্রার্থী গত তিন বছর এই পরীক্ষার পেছনে ছুটেছেন, সাফল্যের সঙ্গে অতিক্রম করেছেন একেকটি স্তর, তাঁদের এই পর্যায়ে এসে বাদ দিতে হলে অনেক সংবেদনশীল মন নিয়ে প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা দরকার। প্রশাসনের শীর্ষে যাঁরা রয়েছেন, তাঁদের জন্য এটা একটা পবিত্র দায়িত্ব। শুধু গতানুগতিক নথি নিষপত্তির মাধ্যমে এগুলো করা যায় না। জনপ্রশাসন কিন্তু যন্ত্র নয়। এটা পরিচালনা করে মানুষ। এখানে কিছু যন্ত্রের ব্যবহার আছে বটে; তবে অনেক বেশি ব্যবহার মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের। গতানুগতিক ধারায় কাজ অনেক হয়েছে। মানুষের কল্যাণে একটু ব্যতিক্রমী হতে ক্ষতি কোথায়? আর ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে ব্যতিক্রমও নয়। বরং ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করা। এভাবেই চলছিল। মাঝখানে কিছুকাল ভিন্ন দিকে যাত্রা। সঠিক পথে ফেরানোর একটি কল্যাণকর উদ্যোগ কি নেওয়া যায় না? যাতে পিএসসির সুপারিশপ্রাপ্ত অবশিষ্ট প্রার্থীরা নিজেরা কোনো অন্তর্ঘাতমূলক বা অনৈতিক কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার সুস্পষ্ট অভিযোগ না থাকলে চাকরিটি পেতে পারেন।

আলী ইমাম মজুমদার: সাবেক মন্ত্রিপরিষদ সচিব।

আগাম নির্বাচন

ব্রিটেনে একতার ডাক দিতে হবে

ওয়েন জোন্স

জুনের আগাম সাধারণ নির্বাচনের আগে ব্রিটেনের সমাজ তিক্ততার সঙ্গে বিভাজিত হয়ে পড়েছে, মর্মে অনেক কথা শোনা যাচ্ছে। আবার ব্রেক্সিট গণভোটের কারণে সমাজে ফাটল ধরেনি এমন কথা ভাবাও ভ্রমাত্মক। কিন্তু গত কয়েকটা মাস ইংল্যান্ডের ব্রেক্সিটপন্থী সমাজে ঘোরাঘুরি করতে গিয়ে যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছি, তাতে আমার মনে হয়নি, সাধারণ ভোটাররা একে অপরের ব্যাপারে বিষিয়ে উঠেছেন। যাঁরা ইউনিয়ন ত্যাগের পক্ষে ভোট দিয়েছেন, তাঁরা কিন্তু বিরোধীদের বিলুপ্তপ্রায় শহুরে অভিজাত শ্রেণিভুক্ত অন্তর্ঘাতক মনে করছেন না। আবার বিরোধীরা পক্ষাবলম্বনকারীদের বেকুব অন্ধ মনে করছেন না। তবে প্রতিবেশীদের একে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেওয়ার সাধ কিছু গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক মহলের আছে। আমার সন্দেহ হচ্ছে, মানুষ এ ব্যাপারে বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছে। আমি দেখলাম, এই উভয় গোষ্ঠী অতিমাত্রায় ভদ্র আর তারা এতটা ব্যস্ত যে পরস্পরকে ঘৃণা করার মতো সময় নেই।

লরা ও ড্যানের কথাই ধরুন, তাঁদের বয়স ২০-এর কোঠার শুরুর দিকে। তাঁরা কেবল একসঙ্গে থাকতে শুরু করেছেন। লরার কাছে লোকেরা চুলের স্টাইল করতে আসে। তিনি ইউনিয়নে থাকার পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। লরা মনে করেন, 'মানুষ অভিবাসীদের কারণে ইউনিয়ন ত্যাগের পক্ষে ভোট দিয়েছে।' চলাচলের স্বাধীনতা হারানোর কারণে তাঁর মন খারাপ। ওদিকে তাঁর সঙ্গী ড্যান গৃহস্থালি যন্ত্রপাতি মেরামত করে থাকেন। তিনিও 'অভিবাসীদের' কারণে ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছেন। চাপ দিলে তিনি স্বীকার করেন, শরণার্থী নয়, রোমানীয়দের কারণে তিনি ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন, জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা খাতে অতিরিক্ত টাকা পাওয়ার জন্য নয়। কিন্তু তিনি এমন কিছু কথা বলেন, যার মাধ্যমে আমি যাঁদের সঙ্গে কথা বলেছি, তাঁদের মনোভাবের সারসংক্ষেপ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, 'ব্যাপারটা এমন নয় যে এটা আমার বিশেষভাবে প্রয়োজন ছিল বা আমি চেয়েছি এটা ঘটুক। আমাদের ভোট দিতে বলা হয়েছিল তাই আমরা ভোট দিয়েছি। আজকের রাজনীতিকেরা এমন যুগে বাস করেন, যখন তাঁদের রাত বা সকালের প্রথম কাজ হচ্ছে, নিশ্বাস বন্ধ করে টুইটারে রটনা খোঁজা। রাজনীতি অধিকাংশ মানুষের মনে যৎসামান্য আবেগ সৃষ্টি করে, যদিও ব্যক্তি ইস্যু তা কিছুটা করে থাকে। আমি চলে আসার পর ব্রেক্সিটবিরোধী লরা ও ব্রেক্সিটপন্থী ড্যান ভালোভাবেই জীবনযাপন করছেন।

অথবা ৫৫ বছর বয়সী আইটি কোম্পানির যোগাযোগ ব্যবস্থাপক লিনের কথাই ধরুন। তাঁর স্বামী ব্রেক্সিটের বিপক্ষে ভোট দিয়েছেন, যেখানে তিনি দিয়েছিলেন ব্রেক্সিটের পক্ষে। তিনি বলেন, আমরা ঠিক পক্ষ বা বিপক্ষ নিয়ে দুই মেরুতে চলে যাইনি। ব্যাপারটা হয়েছে কী, গণতন্ত্রের ঘাটতির কারণে তিনি ব্রেক্সিটের পক্ষে ভোট দিতে উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। তবে তিনি বিশ্বাস করেন, গণভোট-উত্তরকালে অভিবাসন নিয়ে যে বাগাড়ম্বর করা হচ্ছে তা 'বিপর্যয়কর'। 'এটা যদি ইতিবাচক অভিবাসন ও শরণার্থী নীতির ক্ষতি করে, তাহলে তা নিদারুণ করুণ ব্যাপার হবে।'

বৃহত্তর ম্যানচেস্টারের স্টকপোর্টে গণতান্ত্রিক ভিন্নমত পাওয়া যাবে, কিন্তু সেখানে তিক্ত বিভাজনের লক্ষণ তেমন একটা দেখা যাবে না। ৪৩ বছর বয়সী ক্যারেন স্টকপোর্টের একজন গর্বিত শ্রমিক, যাঁর কপালে কাউন্সিলের বাড়ি জোটেনি। টেসকোর এক দোকানে তাঁর সঙ্গে কথা হয়। তিনি এক আবেগপ্রবণ ব্রেক্সিটবিরোধী, বিদেশি চিকিৎসক ও সেবিকারা চলে গেলে জাতীয় স্বাস্থ্যসেবা কীভাবে সেই ধাক্কা সামাল দেবে তা নিয়ে চিন্তিত। তাঁর প্রশ্ন, 'এটা আমাদের কোথায় নিয়ে যাবে?' ব্রেক্সিটপন্থীদের মতো তাঁর মনেও এই উদ্বেগ আছে। উদাহরণস্বরূপ, ৬৪ বছর বয়সী টনি নিজ শহর ও গণতান্ত্রিক বিকল্প নিয়ে যা অনুভব করেন তা থেকে নৈরাশ্যের উপাদান বাদ দেওয়া কঠিন। শহরের কেন্দ্রস্থলের এক ক্ষয়িষ্ণু দোকানকে লক্ষ্য করে তিনি বলেন, 'সবকিছুর দ্রুত পতন হচ্ছে'। ব্রেক্সিটবিরোধী মা ও মেয়ের সঙ্গে কথা হলো, তাঁরা জানালেন, ব্রেক্সিটপন্থীরা অনেক দিন ধরে যে বঞ্চনা বোধ করছেন, তাঁরাও সেই একই বঞ্চনা বোধ করছেন।

স্টকপোর্টের মতো ছোট শহরের কথা কি মানুষ বেশি বেশি ভুলে যায়? এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গে বলে ওঠেন, 'নিশ্চিতভাবেই'। কিন্তু যত মানুষের সঙ্গে আমি কথা বলেছি, তাঁদের মধ্যে তিক্ততা বা ঘৃণা দেখিনি। বহু জায়গায় তো গেলাম, দেখলাম, ব্রেক্সিটপন্থীদের ইউনিয়ন ত্যাগের কারণ অনেক। নিম্ন মজুরি, প্রত্যাখ্যাত হওয়ার বোধ, গৃহায়ণসংকট, অভিবাসন, গণতন্ত্রের ঘাটতি–এসব কারণে তাঁরা ক্ষমতাকাঠামোকে লাথি মারতে চেয়েছেন। অনেকের কাছে এটা আবেগপ্রবণ অন্তর্বিশ্বাসের ব্যাপার। আবার অন্য অনেকেই কাঁধ ঝাঁকিয়ে ভোট দিয়েছেন।

ফলে জুনের আগাম নির্বাচনে লেবার পার্টির নতুন শুরু হতে পারে। তারা সমাজ অনিষ্টকারী উপাদান ও যেসব চ্যালেঞ্জ দেশটিকে পেছন দিকে টানছে–সেসব উপাদানমুক্ত নতুন ব্রিটেন গড়ার আহ্বান জানাতে পারে। লেবার পার্টির বলা উচিত, আমরা ব্রেক্সিটের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিই না কেন, আমরা একতাবদ্ধ। আমাদের বিনিয়োগ করে নতুন শিল্প এবং নিরাপদ ও দক্ষ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা উচিত। আমরা বিশ্বাস করি, ধনীরা আরও বেশি কর দিতে পারেন। এতে আমাদের জং ধরা সরকারি সেবার উন্নয়নে আরও বিনিয়োগ করা সম্ভব হবে। ১৯২০-এর দশকের পর শান্তির সময়ে এখনই সবচেয়ে কম বাড়ি নির্মিত হচ্ছে, এটা মারাত্মক জাতীয় ব্যর্থতা। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর আরও অবদান রাখা উচিত, যাতে স্থানীয় ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলো কম কর দিয়ে বেশি অধিকার ভোগ করতে পারে।

বিভেদের চেয়ে আমাদের ঐক্যের উপলক্ষ অনেক বেশি, তা সে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক যা-ই হোক না কেন। আসুন, রাজনীতিক ও গণমাধ্যম যাতে অন্যকে দানব বানাতে না পারে সেই চেষ্টা করি। নতুন ব্রিটেন গড়ার লক্ষ্যে ব্রেক্সিটপন্থী ও বিরোধীদের একত্র করার ডাক দিতে হবে, এটাই লেবার পার্টির নির্বাচনী প্রচারণার প্রাণভোমরা হওয়া উচিত।

অনুবাদ: প্রতীক বর্ধন, ব্রিটিশ দৈনিক দ্য গার্ডিয়ান থেকে নেওয়া।

বাংলাদেশের কাছে চীনের প্রয়োজন

আভিয়া নাহরিন

এখন এক অনিবার্য প্রশ্ন হচ্ছে, বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ কেন ৪৭তম অর্থনীতির দেশের সঙ্গে সম্পর্ক উষ্ণ করছে? গত বছরের অক্টোবরে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিন পিংয়ের বাংলাদেশ সফরটি 'ঐতিহাসিক রাষ্ট্রীয় সফর' হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এটি দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত মহাসাগর অঞ্চলের খেলা বদলে দিয়েছে। এই সফরের অংশ হিসেবে চীনা কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশি কোম্পানিগুলোর ১ হাজার ৩৬০ কোটি ডলারের বাণিজ্য ও বিনিয়োগ চুক্তি হয়েছে। এর বাইরে দুই দেশের সরকারের মধ্যে ২ হাজার কোটি ডলারের চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশের কী এমন ভূ-কৌশলগত গুরুত্ব রয়েছে, যার কারণে তারা পৃথিবীর মাতবর হতে প্রত্যাশী দেশের কাছ থেকে এত বড় সহায়তা পেতে পারে। ব্যাপারটা হচ্ছে-কৌশলগতভাবে বাংলাদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান, ভারতের সঙ্গে তার ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক নৈকট্য, সস্তা শ্রমের প্রাপ্যতা এবং বঙ্গোপসাগরের কাছাকাছি অবস্থান-এসব কিছুই চীনের আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতি ও ভূ-অর্থনীতির জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

চীনা অর্থনীতি অনেকাংশে ভারত মহাসাগর দিয়ে আনা জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। চীন মধ্যপ্রাচ্য থেকে যে পরিমাণ জ্বালানি আমদানি করে থাকে, তার ৮০ শতাংশই আসে মালাক্কা প্রণালি দিয়ে; এই সরু অংশটি ভারত মহাসাগরের সঙ্গে প্রশান্ত মহাসাগরের সংযোগ স্থাপন করেছে। এই মালাক্কা প্রণালি দিয়েই ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে চীন দ্রুততম সময়ের মধ্যে যোগাযোগ করতে পারে। চীনের জ্বালানি চাহিদা ক্রমবর্ধমান হারে বাড়ছে। ফলে তার কাছে এ অঞ্চলটির গুরুত্ব ক্রমেই বাড়ছে। এই অঞ্চলে প্রভাব বাড়ানোর পাশাপাশি এর ওপর অতি নির্ভরশীলতা কমাতে চীন ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশগুলোকে বিনিয়োগ প্রস্তাব দিচ্ছে। এ কারণেই বাংলাদেশ চীনের কাছ থেকে এই বিনিয়োগ প্রস্তাব পেয়েছে। আবার বহুল কথিত স্ট্রিং অব পার্ল তত্ত্বের জন্যও বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর হয়ে উঠেছে।

মালাক্কা প্রণালির ওপর অধিক নির্ভরশীলতা কমাতে চীন ইতিমধ্যে মিয়ানমারের কিয়াকপিউ বন্দর থেকে কুনমিং পর্যন্ত পাইপলাইন নির্মাণ করছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে চীন বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বন্দর উন্নয়নেও আগ্রহী। এতে করে সে চট্টগ্রাম-কিয়াকপিউ-কুনমিং পাইপলাইন নির্মাণ করতে পারবে। ভারত যদি কখনো মার্কিন সহায়তায় আন্দামান সাগরে মালাক্কা চেকপয়েন্ট বন্ধ করে দিতে পারে, তাহলে চীনা উৎপাদন খাতের ওপর এর গুরুতর প্রভাব পড়বে। তাই চীন এসব কাজ করছে। বহুদিন ধরে চীন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতে বেশি মনোযোগ দিচ্ছে। এবার তারা দক্ষিণ এশিয়াতে নজর দিয়েছে। উল্লেখ্য, এই অঞ্চলে বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ মানুষের বসবাস; আর ক্রয়ক্ষমতার সামর্থ্যের ভিত্তিতে এই অঞ্চল বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি। ফলে চীনা পণ্যের জন্য এটি আকর্ষণীয় এক বাজার। বিতর্কিত অরুণাচল প্রদেশ, আফগানিস্তান বা পাকিস্তান হয়ে ভারতে ঢোকা যেহেতু বাস্তবসম্মত নয়, তাই বাংলাদেশ হয়ে তার ভারতে ঢোকা সম্ভব। বাংলাদেশের সঙ্গে তার সে সম্পর্কও আছে। আর বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমারের সমন্বয়ে গঠিত উপ-আঞ্চলিক করিডর দক্ষিণ এশিয়ায় চীনা পণ্য ঢোকার জন্য সহায়ক হওয়ায় বাংলাদেশকে আস্থায় নেওয়া চীনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। অবকাঠামো খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে চীন বাংলাদেশকে কাছে টানতে চায়, বিশেষজ্ঞরা একে 'চেকবুক কূটনীতি' আখ্যা দিয়েছেন।

চীন ভারতের আঞ্চলিক প্রভাব কমাতে তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে অস্ত্র বিক্রি করে নীরবে তাকে আটকে দিচ্ছে। বেইজিং এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী, ২০১১-১৫ কালপর্বে সে ৭১ শতাংশ অস্ত্র বিক্রি করেছে পাকিস্তান, মিয়ানমার ও বাংলাদেশে। এ সময়কালে ঢাকা তার ৮০ শতাংশ অস্ত্রই বেইজিংয়ের কাছ থেকে কিনেছে। কারও কাছে ভারী অস্ত্র বিক্রি করা মানে প্রশিক্ষণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতে রপ্তানিকারক দেশের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়া। এতে আমদানিকারক দেশটির ওপর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। চীন সহজ অর্থায়ন ও কম দামে ভারতের পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে অস্ত্র বিক্রি করে ভারতকে নজরে রাখছে। বাংলাদেশে অস্ত্র বিক্রি থেকে যেমন রাজস্ব পাওয়া যাবে, তেমনি এ অঞ্চলে ভারতের প্রভাবও সামাল দেওয়া যাবে।

> চীন ভারতের আঞ্চলিক প্রভাব কমাতে তার পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে অস্ত্র বিক্রি করে নীরবে তাকে আটকে দিচ্ছে। বেইজিং এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অস্ত্র সরবরাহকারী, ২০১১-১৫ কালপর্বে সে ৭১ শতাংশ অস্ত্র বিক্রি করেছে পাকিস্তান, মিয়ানমার ও বাংলাদেশে। এ সময়কালে ঢাকা তার ৮০ শতাংশ অস্ত্রই বেইজিংয়ের কাছ থেকে কিনেছে।

১৯৬০-এর দশকে চীন আঞ্চলিক সহযোগিতামূলক জোটে যেতে না চাইলেও সি চিন পিংয়ের নেতৃত্বে পরিস্থিতি বদলে যায়। চীন এখন এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 'ওয়ান বে! ওয়ান রোড (ওবোর)' প্রকল্পের মতো বড় কাজ হাতে নিচ্ছে। একুশ শতকের সিল্ক রোডে চট্টগ্রাম বন্দরও গুরুত্বপূর্ণ, যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সমুদ্রপথুবিষয়ক উদ্যোগের লক্ষ্য বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। এখন পর্যন্ত এই ওয়ান বে! ওয়ান রোড প্রকল্পই সি চিন পিংয়ের সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী ও অর্থনৈতিক নীতি। নিজের দ্বিতীয় জমানাকে শক্তিশালীকরণ, ধীরলয়ের চীনা অর্থনীতিকে চাঙা করা এবং প্রতিবেশী দেশের ওপর রাজনৈতিক প্রভাব খাটানোর জন্য তিনি ইতিমধ্যে জোরেশোরে এ প্রকল্পের প্রচারণা শুরু করেছেন। ওয়ান বে! ওয়ান রোড প্রকল্প চীনকে এশীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মুক্তবাণিজ্যের নতুন নেতা হতে সাহায্য করবে। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে টিপিপি থেকে সরিয়ে আনতেও এটি সহায়ক হবে। এ ছাড়া এটি ভূ-অর্থনৈতিকভাবে চীনকে তার অত্যধিক সামর্থ্য কাজে লাগাতেও সহায়তা করবে। ওবোরের মধ্যকার সব আন্তসম্পর্ক বাস্তবায়ন করতে সি চিন পিংকে এখন ভারতের সব সাবেক দক্ষিণ এশীয় সহযোগীর সহমর্মিতা লাভ করতে হবে।

চীনে শ্রমের মজুরি বাড়তে থাকায় তার পতনশীল শিল্পকে নতুন জায়গা খুঁজতে হবে। এ কারণে চীনকে এখন শ্রমঘন নিম্ন প্রযুক্তির শিল্প থেকে সরে আসতে হবে। তাকে এখন উচ্চ মুনাফা ও প্রযুক্তির পণ্য যেমন আইটি, অ্যারোস্পেস ও টেলিযোগাযোগ খাতে নজর দিতে হবে। বাংলাদেশে ১৫-৩০ বছর বয়সী তরুণের সংখ্যা বিপুল। অর্থাৎ সেখানে এখন বিপুলসংখ্যক সস্তা শ্রমিক পাওয়া যাবে। চীনের শ্রমঘন শিল্পের মালিকেরা-যাঁরা উৎপাদন চালিয়ে যেতে চান, তাঁদের জন্য বাংলাদেশ শিল্প স্থানান্তরের ভালো জায়গা হতে পারে।

এসব কারণেই সি চিন পিং বাংলাদেশ সফরের সময় বলেন, বাংলাদেশ-চীনের সম্পর্ক এখন 'কৌশলগত অংশীদারি ও সহযোগিতায়' উন্নীত হয়েছে, যেটা আগে ছিল 'সমন্বিত অংশীদারি'। বাংলাদেশকে এখন সূক্ষ্ম ভূ-রাজনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চীনের চেকবুক কূটনীতি থেকে লাভবান হতে হবে।

অনুবাদ: প্রতীক বর্ধন, এশিয়ানিউজ ডট নেটওয়ার্ক থেকে নেওয়া।

আভিয়া নাহরিন: বাংলাদেশের ইনস্টিটিউট ফর পলিসি, অ্যাডভোকেসি অ্যান্ড গভর্ন্যান্সের সিনিয়র রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট।

দুর্নীতির মামলা
রাজকীয় আসামি খালাস!

কামাল আহমেদ

পতিত সামরিক স্বৈরাচার প্রায় ২৫ বছর পর দুর্নীতির একটি মামলা থেকে খালাস পেয়েছেন। রাডার ক্রয়ে দুর্নীতির মামলায় তাঁর সঙ্গে অভিযুক্ত অপর দুজন বিমানবাহিনীর সাবেক দুই প্রধানও খালাস পেয়েছেন। সহ-আসামিরা খালাস পাওয়ার পর তাঁদের একজন আনন্দে কেঁদে ফেলেছিলেন। কিন্তু জেনারেল সাহেবের মধ্যে কোনো ভাবলেশ ঘটেনি। তিনি সাংবাদিক কিংবা উপস্থিত সুবিধাভোগী-অনুরাগীদের উদ্দেশেও কিছু বলেননি। কারাগার অথবা মুক্তজীবনের দোটানা ২৫ বছর ধরে চলতে থাকার পর যখন তিনি রেহাই পেলেন, তখনো তাঁর মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া নেই–এটা কীভাবে সম্ভব? অথচ এর আগে বিভিন্ন সময়ে অন্য মামলার রায়ের পর অথবা শুনানির সময়ে আদালতে তিনি দুজনের বিরুদ্ধে–বিএনপিপ্রধান খালেদা জিয়া এবং বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ ঝেড়েছেন। তাঁর বিরুদ্ধে মামলাগুলোর প্রায় সবই হয়েছে ওই দুজনের শাসনামলে।

এবার তাঁর এতটা নিস্পৃহ থাকার যেসব কারণ থাকতে পারে তার একটি হচ্ছে, তিনি আগে থেকেই জানতেন যে তাঁর কিছুই হবে না। কারণ, ক্ষমতায় কিংবা ক্ষমতার কাছাকাছি থাকলে অপরাধ যত বড়ই হোক না, কারও কিছু হয় না। তিনি তো ক্ষমতায়ও আছেন, বিরোধী দলেও আছেন! আদালতে তাঁর মামলার রায় শোনার জন্য তাঁর দলের মন্ত্রীদেরও দু-একজনকে দেখা গেছে।

অন্য আরেকটি কারণ হতে পারে, তিনি ভালোই জানেন যে এই মামলায় খালাস পেলেও তাঁর মুক্তজীবনের কোনো গ্যারান্টি নেই। সরকার প্রয়োজনমতো তাঁর বিরুদ্ধে অন্য মামলাগুলো সচল করতে পারবে–যার মধ্যে সবচেয়ে ঝুঁকির মামলা হচ্ছে জেনারেল মঞ্জুরকে হত্যার মামলা। সুতরাং, এই ৮৬ বছর বয়সেও তাঁকে সরকারের কাছে নিজের গুরুত্বটা তুলে ধরতে রাজনীতির খেলা চালিয়ে যেতে হবে। অবসর নেওয়ার সুযোগ নেই। কয়েক ডজন ইসলামপন্থী দল নিয়ে তিনি যে জোট গড়ার ঘোষণা দিয়েছেন, সেটা তাঁকে করতেই হবে। এ রকম জোটজাতীয় কিছু না দেখাতে পারলে আগামী নির্বাচনে হারিয়ে যাওয়ার ঝুঁকিটা যে প্রবল হয়ে উঠবে।

কারও কারও মনে প্রশ্ন উঠতে পারে, রাডার ক্রয় দুর্নীতির মামলায় জেনারেল এরশাদের খালাস পাওয়া নিয়ে এখন আর আলোচনার কী আছে? বিচার হয়েছে, তিনি খালাস পেয়েছেন। কিন্তু আমার প্রশ্ন, বিচার হলেও সেটা কি যথাযথ হয়েছে? যথাযথ না হয়ে থাকলে তার দায় কার? আদালত আসামিদের খালাস দেওয়ার কারণগুলো স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। আদালত তাঁর রায়ে বিমানবাহিনীর সাবেক দুই প্রধান সুলতান মাহমুদ ও মোমতাজউদ্দিন আহমেদের বিষয়ে বলেছেন যে যেহেতু বিষয়টি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অনুমোদিত, সেহেতু তাঁদের ওপর কোনো দায় বর্তায় না। তবে জেনারেল এরশাদকে খালাস দেওয়ার ক্ষেত্রে আদালত অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়ার কারণ হিসেবে রাষ্ট্রপক্ষের সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং সাক্ষীদের হাজির করতে না পারার কথা বলেছেন। প্রশ্নটি সেখানেই।

৩৮ জন সাক্ষীর মধ্যে দুর্নীতি দমন কমিশনের আইনজীবী মাত্র ১২ জনকে আদালতে হাজির করেছেন। যাঁদের তাঁরা হাজির করেননি, তাঁদের মধ্যে সেই সময়ের প্রতিরক্ষাসচিব এম এ আনিসুজ্জামান এবং বিমানবাহিনীর আরেক সাবেক প্রধান আলতাফ হোসেন চৌধুরীর মতো গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষী ছিলেন। আসামিদের মধ্যে একজন স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি দিয়েছিলেন যে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে তাঁকেও দুদক শুনানির সময়ে হাজির করেনি। রায়ে বলা হয়েছে, ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে আসামিরা কে কত টাকা আত্মসাৎ করেছেন, কীভাবে করেছেন, তা উল্লেখ করা হয়নি (ইত্তেফাক, ২০ এপ্রিল, ২০১৭)।

বোঝাই যাচ্ছে, রাষ্ট্রপক্ষের অযোগ্যতা অথবা অনিচ্ছার কারণে মামলাটি যথাযথভাবে পরিচালিত হয়নি। আপত্তিটা সেখানেই। রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলিদের এই আচরণ, তা সে অযোগ্যতা অথবা অনিচ্ছা যে কারণেই হোক না কেন, আইনের ভাষায় এটি হচ্ছে প্রসিকিউটোরিয়াল মিসকন্ডাক্ট বা বিচার পরিচালনায় অসদাচরণ। বিচার পরিচালনায় এই অসদাচরণ আইনের ভাষায় দুর্নীতি বা ফৌজদারি অপরাধ। এই বিশেষণটি যে দেশে বেশি শোনা যায়, সেই যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি ঘটে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপক্ষের অসাধু পন্থা অনুসরণে। আর আমাদের এখানে এটি ঘটছে আসামিপক্ষকে অন্যায় সুবিধা দিতে।

দুর্নীতির বিচারে দুর্নীতি দমন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত তদন্তকারী এবং কৌঁসুলির এই দুর্নীতির জবাবদিহি কোথায়? দুদক নিজেদের যতই স্বাধীন দাবি করুক না কেন, এ ধরনের ঘটনায় যদি কারও বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা না নেওয়া হয়, তাহলে জনমনে এমন ধারণা হতেই পারে যে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপের কারণেই এমনটি ঘটেছে। সাবেক সেনাশাসকের ক্ষেত্রে এই আশঙ্কাটির আরেকটি কারণ তাঁর অতীত রেকর্ডগুলো। ২০০০ সালের ২৪ আগস্ট একজন বিচারপতিকে টেলিফোন করার মতো দুঃসাহসও যে তিনি দেখিয়েছেন, সে কথা আমরা বিস্মৃত হতে পারি না। এখন তো আবার তিনি দুই পরিচয়ের অধিকারী–একই সঙ্গে সরকারের অংশ, আবার বিরোধী দলেরও। তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত, আর তাঁর স্ত্রী সংসদে বিরোধীদলীয় নেত্রী। তাঁর অবস্থাটা অনেকটা রাজকীয়–রাজপরিবারের সদস্যদের মতো, কিছুটা নাগালের বাইরে। অতএব, না সরকারি দল, না বিরোধী দল–কেউই তাঁর মামলাটির পুনর্বিচার দাবি করবে, এমন সম্ভাবনা শূন্যের কোঠায়। আর দুর্নীতি দমন কমিশন যে এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবে, সেই ভরসাও কম। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ মামলায় যে কমিশন ২৫ বছর কাটিয়ে দিয়েও ঠিকমতো অভিযোগ গঠন করতে পারে না, সাক্ষীদের হাজির করাতে ব্যর্থ হয়, তাদের কাছে এমনটি আশা করা যায় না।

রাজনীতির খেলায় নানা ধরনের সমীকরণের সদ্ব্যবহার করে জেনারেল এরশাদ দেশের রাজনীতিতে নবজীবন পেয়েছেন। সুতরাং তাঁর সঙ্গে দুর্নীতি দমন কমিশনের পেরে ওঠা সহজ নয়। কিন্তু রাষ্ট্রপক্ষের তদন্তকারী এবং কৌঁসুলিদের অযোগ্যতা অথবা অদৃশ্য প্রভাবে দায়িত্বহীনতার অবসান ঘটা প্রয়োজন। আমাদের দেশে একবার স্বাধীন প্রসিকিউশন বিভাগ চালুর উদ্যোগ নিয়েও তা আর বাস্তবায়িত হয়নি। নাগরিক সমাজের এখন সেই বিষয়টিতেই বোধ হয় জোর দেওয়া প্রয়োজন। ব্রিটেনের ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের মডেলটাই এ ক্ষেত্রে একটি অনুসরণীয় আদর্শ হতে পারে। স্বাধীন প্রসিকিউশন সার্ভিস চালু হলে তাঁরা যেমন রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত থেকে কাজ করার পরিবেশ পেতে পারেন, তেমনি পেশাগত অসততা বা অসদাচরণের জন্যও তাঁদের জবাবদিহির মুখোমুখি করা যাবে।

কামাল আহমেদ: সাংবাদিক।

তিন দেশের আদালতের রায়ে অবাক প্রতিক্রিয়া

মিজানুর রহমান খান

দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতিতে গত সপ্তাহটির একটি ভিন্ন তাৎপর্য ছিল। বিশেষ করে দিল্লি, ইসলামাবাদ ও ঢাকায় আদালত ক্ষমতাসীন কয়েকজন রাজনীতিবিদের বিষয়ে রায় দিয়েছেন। ভারতে বাবরি মসজিদের ঘটনায় সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার দায়ে একজন মন্ত্রীসহ ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ নেতা এল কে আদভানি, মুরালি মনোহর যোশি ও রাজস্থানের গভর্নর কল্যাণ সিংয়ের বিচার হতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ব্যক্তিগতভাবে আক্রান্ত না হলেও তাঁর একজন মন্ত্রী থাকায় তিনি বিব্রত। অন্যদিকে দুর্নীতির মামলায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফের গদিচ্যুতি আশঙ্কা করা হয়েছিল। কিন্তু তাঁর পরিবারের দুর্নীতি তদন্তযোগ্য ঘোষিত হয়েছে। এর ফলে অন্তত নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীর নৈতিক পরাজয় হয়ে গেছে। বিরোধী দলের নেতা ইমরান খান সুপ্রিম কোর্টে পানামা পেপারসে উল্লেখ করা দুর্নীতির বরাতে প্রধানমন্ত্রী পদে নওয়াজ শরিফকে অযোগ্য ঘোষণা করার দাবি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে দাবি শতভাগ পূরণ না হলেও প্রধানমন্ত্রীকে তিনি নাজেহাল করতে পেরেছেন। কিন্তু আমরা দেখাতে চাইছি, আদালতের প্রতিকূল রায়ের পরে পাকিস্তান-ভারতের ক্ষমতাসীনেরা বিচার বিভাগের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হয়নি। যেটা আমরা বাংলাদেশে লক্ষ করি।

এ লেখায় আমরা শুধু ভারত ও পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে ক্ষমতাসীন রাজনীতিকেরা কী ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখালেন, সেটাকেই মনোযোগের কেন্দ্রে রাখতে চাইব। এ প্রসঙ্গে দুজন মন্ত্রীকে আদালত অবমাননায় দোষী সাব্যস্ত করার পরে ঢাকায় কী ধরনের মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে, তা আমরা মনে রাখব। যদি গত সপ্তাহের কথাই বলি তাহলে দেখি, ঢাকার নিম্ন আদালত রাডার ক্রয়সংক্রান্ত দুর্নীতির মামলায় পতিত স্বৈরশাসক এরশাদকে বেকসুর খালাস দিয়েছেন। এরশাদ ক্ষমতাসীন এই অর্থে যে তিনি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূতের মর্যাদায় পুরস্কৃত হওয়ার মর্যাদা ভোগ করে চলছেন।

খুবই লক্ষণীয় যে পাকিস্তান-ভারতের নির্বাচিত সরকারের সদস্য বা ক্ষমতাসীনেরা বিচার বিভাগ দ্বারা জনগণের কাছে গুরুতররূপে প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়েছেন। এরশাদ ও তাঁর সহযোগীরা ভাগ্যবান বটে। তাঁদের কোনো গ্রহণযোগ্য তদন্তের মুখোমুখিই হতে হয়নি। কারণ, গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের ঢাকার আদালতে হাজিরই করা যায়নি।

বাবরি মসজিদ ধ্বংসে মদদ এবং পানামা পেপারসে বর্ণিত 'পুকুরচুরির' তদন্তে ভারত ও পাকিস্তানে সুপ্রিম কোর্ট স্বাধীন তদন্ত সংস্থার ওপর নির্ভরতা দেখিয়েছেন। পানামা পেপারস প্রকাশের পরে ঢাকাতেও তদন্তের কথা উঠেছিল, কিন্তু এরপর কিছু আমরা জানি না। পাকিস্তানে ভারতের সিবিআইয়ের মতো কোনো গ্রহণযোগ্য সংস্থা গড়ে না উঠলেও এর প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। আমরা এ প্রসঙ্গে নিজেদের দিকে তাকালেও লক্ষ করি, স্বাধীন তদন্ত সংস্থার প্রয়োজনীয়তা তীব্র হচ্ছে। রাডার ক্রয় মামলায় জেনারেল এরশাদসহ দুজন পদস্থ সামরিক কর্মকর্তা কীভাবে খালাস পেলেন, তা আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়। কামাল আহমেদ প্রথম আলোতে তাঁর ২১ এপ্রিলের নিবন্ধে যথার্থই প্রসিকিউশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

ভারত ও পাকিস্তানে বাবরি মসজিদ ধ্বংস ও পানামা পেপারস মামলার মধ্যে কিছু বিষয়ে মিল আছে। প্রথমত, ক্ষমতাসীন দলের ভাবমূর্তি জড়িত থাকা; দ্বিতীয়ত, সংঘটিত অপরাধের সুষ্ঠু তদন্তের বিষয়ে সন্দেহ ও তৃতীয়ত, সরকারের ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিরপেক্ষ সংস্থাকে দিয়ে তদন্তের নির্দেশ দেওয়া। পুলিশকে আর কেউ নির্ভরযোগ্য ভাবছে না।

আর ত্রিদেশীয় দৃশ্যপটের অমিল হলো: মন্ত্রীদের অভিযুক্ত হওয়ার পরে বাংলাদেশে প্রকাশ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখানো হয়েছে। ভারত ও পাকিস্তানে বরং উ! টা ঘটেছে। আর যা-ই হোক, ক্ষমতাসীনেরা তাঁদের চিত্তচাঞ্চল্য বা বিরক্তি চেপে রাখতে পেরেছেন। আপাদমস্তক গেরুয়া বসনে ভূষিত ভারতীয় পানিসম্পদমন্ত্রী উমা ভারতী অযোধ্যায় যেতে প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু রায় শুনেই তিনি তাঁর নির্ধারিত সরকারি সফর বাতিল করেন। পাকিস্তানে নওয়াজের নেতৃত্বাধীন মুসলিম লিগ দাঁতে দাঁত চেপে গণেশ উ! না যাওয়াকেই বিজয় ভেবে মিষ্টি খেয়েছে। আমরা স্মরণ করতে পারি, বাংলাদেশে যখন দুজন মন্ত্রী আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হলেন, তখন সরকারি দলকে সংযত আচরণ করতে দেখা যায়নি। তাদের মধ্য একধরনের ক্ষোভ তৈরি হয়। এরপর আরও নানা কারণে 'দূরত্ব' দেখি। নিম্ন আদালত ভারত ও পাকিস্তানে সরকার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আছে। উচ্চ আদালতে নিয়োগ নিয়ে এই দুই দেশেও দ্বিমত আছে। কিন্তু তাঁরা অধস্তন বিচারক নিয়ন্ত্রণে সুপ্রিম কোর্টের প্রাধান্য মেনে নিয়েছেন। আর বাংলাদেশ পদ্ধতিগতভাবে তাঁদের নিয়ন্ত্রণে অবতীর্ণ রয়েছে।

১৯৪৭ সালের পরে আমাদের উপমহাদেশে ভারতের এলাহাবাদ হাইকোর্ট প্রথম কংগ্রেসের অবিসংবাদিত জনপ্রিয় নেত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এমপি হিসেবে অযোগ্য ও তাঁর নির্বাচন অবৈধ বলে ক্ষমতাসীনদের বিব্রত করেছিলেন। ৪২ বছরের ব্যবধানে সেই ঘটনার সঙ্গে তুলনা করা যায়, এমন একটি ঘটনার কাছাকাছি গিয়েছেন পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট। বাংলাদেশ কখনো এমন কিছু এত কাছ থকে দেখেনি। নির্বাচিত সরকার বিব্রত বা আক্রান্ত হলে সাধারণত একটা ষড়যন্ত্র তত্ত্ব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এটা একটা উপমহাদেশীয় সাধারণ প্রবণতা বললে অত্যুক্তি হবে না। কিন্তু এবারে পাকিস্তানেও দৃশ্যত ব্যতিক্রম দেখা যাচ্ছে।

ভারত ও পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরে কোনো দেশেরই ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মী, তাদের রাজনৈতিক মিত্র এবং মিডিয়া সর্বোচ্চ আদালতের রায়কে বাঁকা চোখে দেখছে না। নওয়াজ শরিফ ও তাঁর মিত্ররা বরং অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনে শামিল হয়েছেন বলে প্রতীয়মান হয়েছে। দলীয় নেতা-কর্মীদের শান্ত রাখতে তাঁরা হইহুল্লোড়ে মেতেছেন। ক্ষমতাসীন মহল এই রায়ের বিষয়ে এতটাই সতর্ক থেকেছে যে তারা কোনো প্রকারের নেতিবাচক মন্তব্য না করতে প্রকাশ্যে নেতা-কর্মীদের হুঁশিয়ার করেছে।

পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্ট দেশের এক নম্বর পরিবারটির দুর্নীতি তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছেন। তাঁরা তাঁদের রায়ে সাহসিকতার সঙ্গে ইতালীয়-আমেরিকান ঔপন্যাসিক মারিও পুজোর উপন্যাস দ্য গডফাদারুএর প্রসঙ্গ টেনেছেন। ওই উপন্যাসে গডফাদার তার ব্যবসায়ী প্রতিদ্বন্দ্বীদের নির্বিচারে গুম বা হত্যা করেছিল। রায়ের সূচনাতেই দ্য গডফাদার থেকে নেওয়া হয়েছে: 'প্রতিটি বিশাল সৌভাগ্যের পেছনে একটি অপরাধের কাহিনি রয়েছে।'

ভারত ও পাকিস্তানের সুপ্রিম কোর্টদক্ষিণ এশীয় জবাবদিহির মান একটা নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছেন। বাবরি মসজিদের রায়েমোদি টলছেন না। নওয়াজ শরিফ পড়ে গেলেন কি গেলেন না, ত্যুও ভিন্ন প্রশ্ন। এখানে বড় করে দেখার বিষয়, বিচার বিভাগের কাছ থেকে যখন বড় আঘাত আসে, তখন ক্ষমতাসীন দল প্রকাশ্যে কী আচরণ করে, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। সেই পরীক্ষায় পাকিস্তানের মতো দেশও উতরে যাচ্ছে বলেই তো মনে হয়।

পাকিস্তানে রায় এসেছে ক্ষমতাসীনদের ঘোর দুর্দিনের মধ্যে, তা কিন্তু নয়। নওয়াজ আমল অপেক্ষাকৃত 'অর্থনৈতিক সাফল্য' ও জনজীবনে নিরাপত্তাগত উন্নতি দেখিয়েছে। অবশ্য রয়টার্স এটা বলেছে যে 'এই রায় এসেছে পাকিস্তানের ক্ষমতাধর সামরিক বাহিনী ও বেসামরিক সরকারের মধ্যে একটা "অস্বস্তিকর" সম্পর্কের বাতাবরণের মধ্যে।'

পাঁচ সদস্যের বেঞ্চের দুজন বিচারপতি স্পষ্টতই নওয়াজ শরিফকে পদত্যাগ করতে আহ্বান জানিয়েছেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছেন, প্রধানমন্ত্রী 'জাতি এবং সংসদের কাছে অসততার' পরিচয় দিয়েছেন। অবাধ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রীকে 'অসৎ' বলা হয়েছে। তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছে। এটা সম্ভবত ১৯৪৭ সালের পরে উপমহাদেশে এই প্রথম। এখন এটা রাজনীতিক হিসেবে ক্ষমতাসীন মুসলিম লিগারদেরই মুখ্য দায়িত্ব গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির মান বৃদ্ধি করা। আর সেটা করতে চাইলে প্রধানমন্ত্রীই পদক্ষেপ নিতে পারেন। গণতন্ত্রকে গতি দিতে চাইলে যার কাজ তারই করতে হবে। এক বছর আগে এখনই নতুন নির্বাচন না দিলেও নওয়াজ তদন্তের স্বার্থে নিজেকে অন্তত ওই পদ থেকে সরিয়ে নিতে পারেন।

পাকিস্তানের পাঁচ বিচারকই (একজন নওয়াজ আমলে নিয়োগ পেয়েছেন) তাঁদের ৫৪৯ পৃষ্ঠার রায়ে অভিন্ন মত ব্যক্ত করেছেন যে এর তদন্ত হতে হবে। গত এপ্রিলে পানামা পেপারসে নওয়াজ পরিবারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে যে শরিফের চার সন্তানের মধ্যে তিনজনই লন্ডনে সম্পদ কিনতে অফশোর কোম্পানিকে ব্যবহার করেছেন। কিন্তু সরকার এর সুষ্ঠু তদন্ত করতে ব্যর্থ থেকেছে। এরপরে কী হবে তা জানি না। তবে পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্ট এবং ক্ষমতাসীন দল পর্যন্ত যত দূর এসেছে, তার মূল্য অসামান্য। ইমরান খান নওয়াজের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি প্রধানমন্ত্রীর দুর্নীতির মামলায় দরখাস্তকারী হয়েছেন। আবার সেই মামলার শুনানি অযথা মুলতবি হয়ে থমকে থাকেনি। কীভাবে এটা পারছে পাকিস্তান?

সংসদে তির্যক মন্তব্য বা আদালত অবমাননাকর কোনো প্রকাশ্য উক্তি উচ্চারিত হওয়া ছাড়াই প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ পরিবারের কথিত দুর্নীতি নিয়ে আদালতে দীর্ঘদিন ধরে শুনানি হয়েছে। নওয়াজের মেয়ে মরিয়মকে মনে করা হয় ক্ষমতার উত্তরাধিকার। অথচ সেই রকম একটা চাঞ্চল্যকর মামলার শুনানিতে কোনো বিঘ্ন ঘটেনি, বরং রায় উদ্?যাপনের ঘটনা ঘটেছে, সেটাই তো আমাদের কাছে একটা মহা বিস্ময়। প্রশ্ন জাগে তাহলে আমরা কোথায় আছি।

সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির বেঞ্চের দুজনই দুর্নীতির অভিযোগ সুষ্ঠুভাবে তদন্ত নিশ্চিত করতে নওয়াজকে সরে দাঁড়াতে বলেছেন। আগামী দুই মাসের মধ্যে সরকারের ছয়টি সংস্থার সমন্বয়ে একটা যৌথ তদন্ত হবে এবং অতঃপর একটি স্পেশাল বেঞ্চ পরের পদক্ষেপ নেবেন। এই ছয়টির মধ্যে তিনটিই প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনে রয়েছে।

আমাদের ধারণা, ওই দুটি রায়ের প্রতি ভারত ও পাকিস্তানের রাজনীতিকেরা এমন সংযত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করছেন, যা আগে দেখা যায়নি। ভারতীয় গণতন্ত্রের মান ব্রিটেনের পর্যায়ে গেলে নৈতিক কারণে উমা ভারতীর ইস্তফা দেওয়ার কথা। আদভানি ও যোশি যখন পরবর্তী রাষ্ট্রপতি হিসেবে আলোচনায়, তখন তাঁরা ফৌজদারি ষড়যন্ত্রের দায়ে অভিযুক্ত হলেন। কিন্তু তাঁরা আদালতের বিরুদ্ধে উচ্চবাচ্য করছেন না। কল্যাণ সিং গভর্নর পদে থাকার কারণে সুপ্রিম কোর্ট বলেছেন, তাঁর অবসরের পরে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা চলবে। উত্তর প্রদেশে ধর্মীয় গুরু যোগী আদিত্য নাথের বিজয় ডঙ্কার নিনাদ হাওয়ায় মিলিয়ে না যেতেই হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিষবাস্প, যা ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদকে গুঁড়িয়ে দিয়েছিল, তার বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট শিরদাঁড়া সোজা করে দাঁড়িয়েছেন, সেটা একটা বিরাট ঘটনা।

সব থেকে তাৎপর্যপূর্ণ এবং শিক্ষার বিষয় হলো, বিচারক নিয়োগসংক্রান্ত সংবিধানের ৯৯তম বিল বাতিলের পরে যে সরকারের সঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের হিমশীতল সম্পর্ক যাচ্ছে, মোদি সরকার বিচারক নিয়োগ বন্ধ রেখেছেন, তদুপরি বাবরি মসজিদের মতো ধর্মীয় জোশ রয়েছে, এমন বিষয়ে বিজেপি ও তার কট্টর মিত্ররা স্পিকটি নট হয়ে আছে। গণতন্ত্র তাদের শিখিয়েছে যে কখন নীরবতা পালন করা শ্রেয়। বিজেপি ও মুসলিম লিগ দুটোই ধর্মাশ্রয়ী দল। কিন্তু আদালতের রায়ের প্রতি জনসমক্ষে তাদের সংযম ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন নিশ্চয় গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষণীয় বিষয়।

ভারত এমনকি পাকিস্তানের নির্বাহী বিভাগ বা সংসদ যারা বিচার বিভাগ দ্বারা গুরুতর রক্তক্ষরণের শিকার, তারা রাষ্ট্রের কোন অঙ্গের ক্ষমতা কার থেকে কম কি বেশি, সে কথা তুলে কোনো প্রচ্ছন্ন হুমকি দিতে উদ্যোগী হয়নি।

মিজানুর রহমান খান: সাংবাদিক?

হাওরে এমন ভয়াবহ অবস্থা কেন?

ড. মো. হুমায়ুন কবীর

দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের একটি বিরাট অংশ ভাটি এলাকার হাওর হিসেবে পরিচিত। বৃহত্তর সিলেটের জেলাসমূহ, নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার উল্লেখযোগ্য অংশ নিয়ে এ বিশাল হাওর এলাকা গঠিত। এ এলাকার একটি বিশেষত্ব হলো- সেখানে বছরে ৭ মাসই পানিতে তলিয়ে থাকে। বছরে মাত্র একটি ফসল বোরোধান উৎপাদিত হয়ে থাকে। এসময়ে সেখানে প্রাকৃতিকভাবেই মিঠাপানির অনেক দেশি প্রজাতির মাছ উত্পাদিত হয়ে থাকে। এ অঞ্চলে উত্পাদিত বিচিত্র ও বাহারি রকমের ধান ও মাছ দেশের চাহিদা মিটিয়ে ক্ষেত্র বিশেষে বিদেশেও রপ্তানি হয়ে থাকে।

এ অঞ্চলের একটি বড় রকমের দুঃখ হলো- আগাম বন্যা ও অতিবৃষ্টি। প্রতিবছরে একমাত্র বোরো ফসল কাটার সময় এলেই প্রাকৃতিক দুর্যোগ হিসেবে দেখা দেওয়ার আশঙ্কা থাকে শিলাবৃষ্টি, আগাম বন্যা ও পাহাড়ি ঢলের। কিন্তু প্রতিবছরই কিছু না কিছু ফসল বিনষ্ট হলেও এবছর (২০১৭) অতীতের সকল রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে বলে জানিয়েছে বিভিন্নে জরিপকারী সংস্থাসমূহ। সেখানে বিস্তীর্ণ হাওর এলাকায় প্রায় দুই লক্ষাধিক হেক্টর জমির ধান ফসল যার বারো আনা নষ্ট হয়েছে। সেখানে ৫ লক্ষাধিক মেট্রিক টন ধান নষ্ট হয়েছে যার বাজারমূল্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকারও বেশি।

শুধু মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত হাকালুকি হাওরেই নষ্ট হয়েছে ২৫ মেট্রিক টন বিভিন্ন বিরল প্রজাতির মাছ। বৃষ্টির পানিতে আধাপাকা ধানের গাছ পানির নিচে চলে যাওয়ায় সেখানে সেগুলো পচে গিয়ে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়েছে। সেই দুর্গন্ধে পানিতে অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস সৃষ্টি হয়ে পানি বিষাক্ত হয়ে পড়েছে। পানির স্বাভাবিক পিএইচ মান ৭ থেকে ৩-৪ এ নেমে গিয়ে পানি এসিডিক হয়ে পড়ছে। এতে মারা যাচ্ছে মাছসহ পরিবেশের জীববৈচিত্র্যের অন্যান্য সজীব উপাদানসমূহ। এগুলো সমাধানের জন্য যদিও মত্স্য ও কৃষি বিভাগ চুনসহ অন্যান্য রাসায়নিক ব্যবহার করে পানির স্বাভাবিক পিএইচ মাত্রায় ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে, তারপরও ত্বরিত কোনো ফল পেতে দেরি হচ্ছে। ঠিক সেকারণে বিষাক্ত মাছ ধরে যাতে জনস্বাস্থ্যের কোনো সমস্যা সৃষ্টি না হয় সেজন্য সেখানে সাতদিন মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

সেখানকার বিভিন্ন জরিপ থেকে জানা গেছে, এবারের আগাম বর্ষা ও বন্যা বিগত প্রায় ১২০ বছরের রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। এত বিশাল ক্ষয়ক্ষতি স্মরণকালের মধ্যে আর জীবিত কারো চোখে পড়েনি। সেখানে কারো বাড়িতে ধান নেই, চাল নেই, নেই কোনো নগদ অর্থকড়ি। চারিদিকে শুধু হাহাকার। কারণ একটি মাত্র বোরো ফসল আবাদের জন্য কৃষকরা তাদের সর্বস্ব বিনিয়োগ করে থাকে। এখন তারা সর্বস্ব হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে একেবারে দিশেহারা হয়ে পড়েছে।

আমরা জানি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি মোঃ আবদুল হামিদ সেই কিশোরগঞ্জের হাওর এলাকার মানুষ। তিনি সম্প্রতি শিকড়ের টানে সেসব বন্যাপীড়িত মানুষের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখার জন্য সেসব এলাকা পরিদর্শন করেছেন। সেখানকার সরেজমিন পরিস্থিতি দেখে তিনি এতটাই হতবিহ্বল হয়ে পড়েছেন যে, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১৯ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে একটি সমাবর্তনে যোগ দিতে এসেও সেই হাওর এলাকার মানুষের প্রতি তাঁর সহমর্মিতা প্রকাশ করেছেন।

খবর পাওয়া গেছে, সেখানে খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের তরফ থেকে সব ধরনের সহায়তার আশ্বাস ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। সেখানে পরিবার প্রতি নির্দিষ্ট পরিমাণ চাল ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ অন্যান্য সামগ্রী বিতরণ করা হচ্ছে।

কেন হলো এবারের এমন ভয়াবহ অবস্থা? কারণ অন্যান্য বছরে বর্ষাটা সাধারণত বৈশাখের শেষের দিকে শুরু হয়। কিন্তু এবার তা বৈশাখই শুধু নয় শুরু হয়েছে চৈত্রের শুরুতেই। বিশেষজ্ঞদের ধারণামতে এগুলোই আসলে জলবায়ু পরিবর্তনের কুফল। তাছাড়া হাওরের সার্বিক উন্নয়নের জন্য যেসব প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে সেগুলো এখনো পুরোপুরি শেষ হয়নি। সেখানে বেড়িবাঁধ, বিভিন্ন বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধসমূহ যখন সম্পন্ন হবে তখন এধরনের সমস্যা কম হবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞগণ।

আমরা জানি, প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর কারো কোনো হাত নেই। তবে একে বিভিন্ন ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কিছুটা মিনিমাইজ করা যায়। এগুলোকে মিনিমাইজ করার জন্য বর্তমানে সরকারেরর ইচ্ছায় হাওর উন্নয়ন বোর্ডকে আরো শক্তিশালী করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে ময়মনসিংহস্থ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্প্রতি হাওরের কৃষি সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিবিড়ভাবে গবেষণার মাধ্যমে উন্নয়নের জন্য চালু করা হয়েছে হাওর কৃষি গবেষণা ও উন্নয়ন কেন্দ্র। আরো নেওয়া হয়েছে বিভিন্ন অগ্রাধিকারমূলক সমন্বিত প্রকল্প। যেগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব হলে সামনের দিনগুলোতে আমাদের হয়ত হাওরের মানুষের এমন কান্না আর দেখতে হবে না। তবে এ মুহূর্তে আমাদের সাধ্যমতো তাদের পাশে দাঁড়ান উচিত।

লেখক : কৃষিবিদ ও ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়

Weekly Desh

● Britain's largest circulation Bengali newspaper
● Out every Friday ● Free ● 50p where sold

Ex-head teacher of Stepney school accused of fraud

Bangladesh's water crisis: A story of gender

General election 2017: Labour promises pay rises for NHS staff

NHS staff will get higher pay and there will be no tuition fees for student nurses and midwives under a Labour government, the party is promising.

Labour said the policies would help address staffing shortages in England that had become a "threat to patients".

The promises mark the first of what are expected to be a series of policy announcements on the NHS by Labour.

But the Conservatives said Labour's nonsensical economic policies would put the health service at risk.

"A strong NHS needs a strong economy. Only Theresa May and the Conservatives offer the strong and stable leadership we need to secure our growing economy and with it, funding for the NHS and its dedicated staff," Health Minister Philip Dunne added.

Three specific guarantees have been set out by Labour. These are:

- Scrapping the 1% pay cap in place this Parliament so that pay is increased to a "sustainable level" for all NHS staff
- Reversing the end of bursaries and introduction of tuition fees planned for August for student nurses and midwives
- Tougher rules on safe staffing levels in NHS settings

Shadow health secretary Jon Ashworth said NHS staff had been "ignored, insulted, undervalued, overworked and underpaid" by the Conservative government.

"Enough is enough. What is bad for NHS staff is bad for patients too. Short staffing means reduced services and a threat to patient safety.

The total cost of the policies set out by Labour is difficult to work out.

It estimates the bursary pledge would amount to £800m a year and every 1% extra on pay would cost £350m a year.

But that £350m figure excludes paying doctors more. If that was to happen, the outlay would be closer to the £500m mark.

However, this is all based on the status quo.

Part of Labour's ambition is to increase the number of front-line staff employed by the NHS, to tackle the workforce shortages.

That could mean another 50,000 staff, according to some estimates. Paying for that could cost billions.

What most people in the NHS are keen to know, from all parties for that matter, is what they are willing to promise in terms of increasing the overall budget.

Last year, the Public Accounts Committee estimated the NHS in England was around 6% short of the frontline staff that it needed.

The report was published after ministers put a halt to a review of safe staffing levels that was being carried out by NHS advisory body, NICE.

Another body, NHS Improvement, has now started looking at the issue, but Labour said it would hand responsibility back to NICE and pass legislation to make recommendations binding.

The move on pay and bursaries has pleased the Royal College of Nursing.

The union has already announced it will be taking soundings from its members about strike action over the pay cap.

It says a combination of pay freezes and caps on pay rises since 2010 have, in effect, led to a 14% pay cut due to the rising cost of living.

It has also fought a vigorous campaign against the scrapping of bursaries and grants, which ministers have argued was needed to increase the number of training places that could be afforded.

RCN general secretary Janet Davies said: "A health service that works for patients must value its staff."

But she said the political parties should go further and promise to "increase investment" overall.

Keeping bursaries and not introducing tuition fees would cost £800m a year - a figure which would rise by £350m for every 1% rise in pay, according to Labour.

The party has said reversing the reductions in corporation tax would cover the cost of the policies.

But Lib Dem health spokesman Norman Lamb said that was not the answer to the funding pressures in the NHS - corporation tax has been highlighted by Labour as a source of funding for other policies.

"Time and again, Jeremy Corbyn has shown that he is incapable of making the kind of difficult calls that a prime minister must be prepared to take - especially when it comes to something as important as tackling the crisis in our vital NHS and care services."

Meanwhile, Health Secretary Jeremy Hunt said while the decision to cut bursaries for students was a "very difficult decision", it would free up funding to train more nurses - as applicants for courses currently outnumber the places available by two to one.

"As a result of that policy change we will be able to train record numbers of nurses in the next few years, thousands more nurses to go on to those wards and relieve the pressure in those hospitals", he said.

Mr Hunt added a good Brexit outcome was "absolutely critical" to the future of funding for health and social care, but said details would be set out in the Conservative manifesto.

The policies could also have implications on the rest of the UK. Health is a devolved issue - so the changes to bursaries is only taking place in England, while Scotland and Wales have different policies on safe staffing.

But pay recommendations are made on a UK-wide basis by an independent body with the devolved governments then given the power to accept them or not.

If pay restraint in the public sector was eased in England that could lead to similar moves in the rest of the UK.

Safe return review refugee policy 'beyond basic morality'

Fifty organisations from across the UK who work with refugees have written to Home Secretary Amber Rudd calling on her to reverse a policy that they say is "beyond basic morality".

Refugees will now take part in a "safe return review" five years after their refugee status is granted.

The review will decide if refugees are able to stay in the UK or will return to their home country.

The Home Office said it could not comment because of "purdah" rules.

These limit government activity during the pre-election period.

The department issued updated guidance on the process by which refugees already living in the UK apply to stay here permanently.

Under the new policy, all those who apply for settlement will be subject to a so-called "safe return review" to check the current situation in their home country.

Campaigners claim the new measures would "put an end to hope of stability" and end any possibility of refugees being able to integrate into society.

Organisations that have signed the letter include Black Lives Matter UK, the Northern Ireland Community of Refugees and Asylum Seekers, the Scottish Refugee Council, Migrant Voice, Space4U Cardiff, Manchester Migrant Solidarity and Calais Action.

Makhosi Sigabade, a refugee from Zimbabwe living in Belfast, was awarded refugee status in December.

He told the BBC he was now facing an uncertain five years.

"After being given a false sense of hope and stability, I am being made to relive the nightmares of my past," he said.

"I am now confronted with a possibility of going back to face the same persecution from which I fled.

"I've been taking a Tefl [teaching English as a foreign language] course and trying to get work but with these changes I don't know if I'll be allowed to stay."

Colin Harvey, professor of human rights at Queen's University Belfast, is one of the signatories to the letter.

"These are troubling times," he said. "The very idea of human rights is under threat.

"In times such as these we must stand together in support of the global regime of refugee protection and we must ensure that the rights of refugees are not undermined."

Luke Butterly, from the Belfast-based Participation and the Practice of Rights organisation which also signed the letter, said the new policy was "inhuman".

"We're asking Amber Rudd to listen to the voices put forward in this letter and recognise that this policy will have a devastating impact on people's lives and will cost the Home Office an awful lot of money and serves no interest in the public good," he said.

Home Office guidance states that "all those who apply for settlement protection after completing the appropriate probationary period of limited leave will be subject to a safe return review with reference to the country situation at the date the application is considered".

"Those who still need protection at that point will normally qualify for settlement," it adds.

On Tuesday, the all-parliamentary group on refugees published a report saying thousands of refugees face homelessness and destitution because of a "two-tier" UK system.

News

Ex-head teacher of Stepney school accused of fraud

Melanie Rose was head teacher of Ben Jonson primary school in Stepney, where the alleged fraud occurred.

A headmistress used school money to fund a luxurious trip to New York during term-time, a court has heard.

Melanie Rose, who also worked as an Ofsted inspector, stands accused of using school finances to finance an unauthorised trip across the Atlantic in December 2012.

The 45-year-old, of Loughton, Essex, is also said to have purchased an Apple laptop worth more than £2,000 for her husband, used petty cash to cover staff meals and restaurants, and claimed £1,100 for a taxi fare.

At Snaresbrook Crown Court on Monday, the former head was accused of abusing her position by dishonestly claiming the expenses between January 2009 and August 2013.

Melanie Rose, 45, is alleged to have abused her position at the Ben Jonson Primary School, in Tower Hamlets, by dishonestly claiming expenses. CREDIT: CENTRAL NEWS

It is alleged that Mrs Rose used petty cash claims and the school credit card to cover the costs of her activities, which remained hidden until she left prior to the 2013/14 academic year.

It was only during an audit of the school's accounts following her departure, that the scale of Rose's spending is said to have been uncovered.

However, under her leadership the school's academic standards appear to have improved, with an Ofsted inspection in November 2012 upgrading its rating from satisfactory to good.

In their report, inspectors singled out Mrs Rose for praise, describing her as an "outstanding leader" whose management of the school is "highly effective".

On two counts of fraud, she is alleged to have misrepresented the true cost of a taxi fare, thought to be a fraction of that claimed, and for claiming expenses back for hotel accommodation during an unauthorised leave of absence.

The other relates to the purchase of a computer in 2011, which the prosecution claims was for her own personal use.

She denies three counts of fraud.

Judge Nicholas Huskinson set her trial, which is set to last five days, for 4 September.

French mayor fined for 'too many Muslim children' comment

Robert menard fined for making racist and Islamaphobic comments

A far-right French mayor has been fined 2,000 euros for inciting hatred, after declaring that there were too many Muslim children in his local schools.

Robert Menard, mayor of the southern town of Beziers, is an ally of the anti-immigrant National Front party.

On 1 September 2016, France's first day back at school, he tweeted that he was witnessing the "great replacement".

The divisive term is used to describe the alleged eviction of France's white Christian population by migrants.

On 5 September Menard said on LCI television: "In a class in the city centre of my town, 91% of the children are Muslims. Obviously, this is a problem. There are limits to tolerance."

French law prohibits data based on people's religious beliefs or ethnicity.

Menard defended his comments, saying: "I just described the situation in my town. It is not a value judgement, it's a fact. It's what I can see."

In addition to the fine, a Paris court awarded €1,000 (£850; $1,100) in

court costs to anti-racist groups that had brought the case.

The fine was higher than the €1,800 called for by the public prosecutor, who said Menard had "pointed the finger at kids, whom he describes as a weight on the national community".

Menard says he will appeal against the ruling.

Mr Menard, a fierce critic of immigration, is an independent politician who is supported by the far-right National Front (FN).

Far-right leader Marine Le Pen is due to face centrist candidate Emmanuel Macron in the second round of a presidential election on 7 May.

She has temporarily stood down as president of the National Front, in an attempt to brand herself as the "candidate of the people".

Saudi Arabia, one of the world's worst places to be a woman, has just been put on the UN commission to promote gender equality

Hera Hussain

The UN has announced that Saudi Arabia will be a part of the Commission on the Status of Women, the intergovernmental body dedicated to the promotion of gender equality and the empowerment of women. That's right, Saudi Arabia.

The country so committed to women's liberation that it ranks 141/144 for gender equality in the World Economic Forum's 2016 Global Gender Gap report. That's third place from the bottom. This may have something to do with the fact that women cannot drive and need permission from a male guardian to travel, work, marry, access healthcare and even leave prison. Hillel Neuer of UN Watch summed it up with the comment, "Electing Saudi Arabia to protect women's rights is like making an arsonist into the town fire chief".

The decision to include Saudi in this UN Commission on the Status of women couldn't have come at a more ironic time. Earlier this month, Dina Ali, a 24 year old Saudi woman fleeing a forced marriage, was forcibly returned to Saudi Arabia by Philippine authorities as she tried to make her way to Australia to seek asylum. She blogged that she would be killed on her return to by her family because her actions would be viewed as dishonourable. It is unclear what events unfolded at the airport but we know that her uncles arrived at Manila airport and forcibly took her to Riyadh. Her fate remains unknown but Bloomberg received word from Saudi authorities that she is being held at a detention facility for women under 30 and hasn't been charged.

This isn't an isolated incident. In the past, many high profile escapes by Saudi women fleeing abuse have come to light including the case of a Saudi princess granted asylum by British courts because she had a child with a man outside her family, something that is forbidden. According to the Gulf Centre for Human Rights, prominent activist and feminist Maryam Al-Otaibi was allegedly arrested this week after fleeing her father's home to live independently. As the country seeks rapid modernisation of infrastructure, it is also using insidious technology to monitor women's movement, sending an SMS alert to male guardians if their female relatives leave the country.

According to the Gulf Centre for Human Rights, prominent activist and feminist Maryam Al-Otaibi was allegedly arrested this week after fleeing her father's home to live independently. As the country seeks rapid modernisation of infrastructure, it is also using insidious technology to monitor women's movement, sending an SMS alert to male guardians if their female relatives leave the country.

Given these facts, why is Saudi Arabia on the commission? The vote was made via a secret ballot, and UN Watch believes that at least 15 of the 54 democratic member states (including five EU members) of the UN Economic and Social Council voted in favour of it. We have no evidence to suggest who voted in favour of Saudi Arabia. However, we do know that the country has some key allies.

Following the release of leaked diplomatic cables by Wikileaks, UN watchdogs reported that Saudi Arabia and Russia had traded votes for UNHRC seats. The UK government under Prime Minister David Cameron also came under fire after records showing that the UK initiated back-door negotiations by asking Saudi Arabia for its support ahead of a ballot were leaked as well.

We know that eight of the members of the UN Economic and Social Council – including the UK, USA, France, Germany and Italy – sell arms to Saudi Arabia. Incidentally, Saudi Arabia is the world's largest arms importer and has bought arms worth $4.2bn from UK, €760 million from Germany and $20 billion from US in 2015 alone. Apart from being a key ally in the conflicts raging in Middle East, the US is also the second biggest importer of oil from Saudi Arabia.

As activists and women's rights campaigners call for reform within Saudi Arabia, a country where human rights abuses and limits on civic freedoms are stifling quality of life, how much can it actually contribute to the UN Commission is a question waiting to be answered. To appease international and local pressure amidst questionable military interventions, Saudi Arabia uses its position on UN Human Rights Council and now, UN Commission on the Status of Women to show they are engaging with the international community to reform archaic laws. "Make the naughtiest kid in the class the monitor if you want discipline" might not quite work for the UN Commission for status of women.

News

Bangladesh's water crisis: A story of gender

Climate change is driving an acute water crisis in coastal Bangladesh in which women are bearing most of the strain

Kochukhali, Bangladesh - When Khadija Rahman, then a newly married 14-year-old, moved to the Satkhira district on Bangladesh's southwest coast, she didn't realise just how much the scarcity of drinking water in the region would affect her.

Now, 10 years later, the cheerful young woman finds that the shortage plagues her daily life.

Her village, Kochukhali, lies near the Sundarbans, one of the largest mangrove forests in the world, at the edge of the Ganges delta, where water intrudes on the low-lying land and shallow ponds and rivulets proliferate across the landscape.

A combination of tidal flooding, inundation by storm surges and saltwater intrusion has led to a rise in salinity in the groundwater and the fresh-water ponds. As a result, in the coastal area of Satkhira, potable water is a scarce and precious commodity.

"We can't drink the saline water, can't take a bath with it. If the utensils are washed with this water they get damaged, even for cooking we have to bring water from far," says Khadija. "In the beginning, I couldn't adjust here, but now I am getting habituated with the salty water."

The impact of the acute drinking water crisis in Bangladesh is borne disproportionately by women who, like Khadija, are the family members traditionally responsible for collecting water.

Water crisis: a women's issue

During the monsoon season, the shortage of drinking water in the village somewhat abates, as Khadija, like many others in the region, collects rainwater in plastic buckets and drums. In the dry summer, the water level in the shallow pond near Khadija's house shrinks by nearly a metre and the little water that remains gives off a sharp odour.

In the scorching summer sun, Khadija is forced to walk about an hour to a community water pump in Jelekhali village and back again, the loose end of her threadbare sari covering her head, her blue rubber slippers slapping against the hot cement of the winding road.

She carries an aluminum pot, which are ubiquitous in every household in the area; so integral to the lives of the women that they are often presented as wedding gifts.

Most days, she faces a prolonged wait in a winding line by the pump. In the course of each day her family needs at least three or four aluminum pots filled with water, forcing her to make multiple trips - once at about 7am and then again at about 4pm when the sun begins to go down - and each time the process takes over an hour.

About 70 percent of people in the region depend on pond water for drinking and domestic use, as the groundwater is extremely saline, according to Golam Rabbani, a fellow at the Bangladesh Centre for Advanced Studies.

The daily struggle is being exacerbated by climate change. Over the past 35 years, salinity intrusion in Bangladesh has increased by about 26 percent, with the affected area expanding each year.

According to a study by the World Bank, climate change is likely to further increase river and groundwater salinity dramatically by 2050 and exacerbate shortages of drinking water and irrigation in the southwest coastal areas of Bangladesh, adversely affecting the livelihoods of at least 2.9 million poor people in a region where 2.5 million people are already struggling with a lack of water.

Khadija Rahman grew up Kaliganj district near Dhaka. Since marrying and moving to the southwest coast water shortages and salinity plague her daily life

As water sources dry up and demand increases, women like Khadija are forced to walk further and further to provide water for their families.

The increasing salinity of the soil in Bangladesh's coastal villages has not just made safe drinking water hard to come by; it has also made rice farming, the region's traditional occupation, nearly impossible, while the shrimp farms that thrive in the salt water and have become pervasive in the region do not need many day labourers.

The lack of work has driven large-scale migration to Dhaka. Many, such as Khadija's husband Habibur Rahman, end up in Bangladesh's congested capital city, trying to make a living as garment factory workers, rickshaw drivers and security guards - sending back money at infrequent intervals.

Habibur decided to move to Dhaka when he was 15, nearly two decades ago, because he found it hard to find work in Kochukhali. He now works long days making shirt collars in a garment factory and returns to the village every three months for about five days.

Many like Habibur migrate seasonally or for large portions of the year, leaving their families behind. Households in areas of coastal Bangladesh affected by salinity have a higher out-migration rate for working-age adults, according to a report by the World Bank.

Landless labourers who are facing livelihood challenges and have large households with many dependents are most likely to migrate, Rabbani explains. "About 90 percent of the people who migrate are men, leaving the female members of the household behind."

The World Bank estimates that 400,000 people from different parts of Bangladesh move to Dhaka each year. And according to a study carried out by the International Organization for Migration, that surveyed 160 migrant households in Dhaka, 66 percent said that they were forced to migrate because of changing climate conditions and environmental hazards, Rabbani says.

With her husband away in Dhaka most of the year, Khadija, who dropped out of school when she got married, now spends her days cleaning the house, cooking for the family, fetching water, washing dishes and caring for her son.

Every month, Habibur sends her about 4,000 Bangladeshi taka ($50) through bKash, a money remittance service in Bangladesh that allows money transfers through mobile phones.

But Khadija often finds that the money is spent before the end of the month, and sometimes Habibur is unable to send any.

"Problems are unpredictable," says Khadija. "Often we are empty handed."

She finds herself borrowing money from her neighbours or shopkeepers in town, which she tries to repay the following month if Habibur's wages come in.

Khadija has a small patch of earth near her mud-and-bamboo house, where she plants spinach, bitter gourd and ladyfingers during the rainy season. But this monsoon, she says, "there hasn't been sufficient rain".

To add to Khadija's expenses, the lack of available drinking water has turned water into a commodity.

"Everybody in the area who can afford it purchases water," says Ainun Nishat, professor emeritus at the Centre for Climate Change and Environmental Research at BRAC University in Bangladesh. "About 10 percent of their income goes to buying water."

In recent years, many entrepreneurs have begun to filter water and sell it in the area.

Amirulla Gazi, a tall, reedy man with skin weathered by the elements, began to sell water in Kochukhali village 16 years ago. Each day, he buys 30 litres of water from the tube well at the bazaar and sells it to households in the village.

Since Cyclone Aila in 2009, the demand for water has increased - driving up the price. "People who used to get water for free are getting more habituated to paying for water," Gazi explains. "They don't take it for granted any more."

In the peak of summer, when even the pumps are dry, Khadija's family is forced to buy water in drums. Each blue plastic drum of water costs her 10 Bangladeshi taka (12 cents), and she needs a number of drums each week for the family, putting even more strain on her finances.

"How can you make do without water? If you need it and it is not available you have to find a way to get it," says Khadija. "We get drinkable water from wherever we can."

Khadija's woes are not uncommon. A study by United Nations Women and the Bangladesh Centre for Advanced Studies found that food and water are the primary concerns among women on Bangladesh's southwest coast whose husbands had migrated due to climate change.

The study found that most women did not receive enough financial support from their husbands and some did not receive any. Some women also faced harassment in their communities and had an increased fear of theft in the absence of the male member of the household.

This pattern of temporary displacement has resulted in a shifting social contract in the region.

"Despite not being widowed or divorced, the women in these areas are managing a female-headed household while the men are away," explains Dilruba Haider, a programme coordinator for Gender and Climate Change, at the Bangladesh country office of UN Women.

"They are struggling to take care of their children and household chores. There is a feeling of insecurity when the men are not around," Haider adds.

Socio-cultural norms that restrict the movement of young women in male-dominated public spaces make it even harder for women to live on their own, buy groceries, earn a living or access medical care.

Community members often make disparaging comments about women who venture out to the village market, visit their children's schools or go to the doctor in town by themselves.

When Khadija's husband visits home, he buys things such as oil and rice that she can store. But when he is not around, Khadija has to ask other people to do her shopping, or take her son to the doctor.

She does not work because her husband does not approve of it, but other women in the village pick up work as day labourers when they can find it, pitching in on shrimp farms or helping out with the harvest when crops are cultivated. However, almost no women from her village go to Dhaka for work.

For a brief period before they had a child, Khadija lived with her husband in Dhaka, and looks back at that time fondly. While her house in the village does not have electricity, in the city she had a "pucca" (cement) house. They bought gas cylinders so she did not need to cook on a wood-burning stove, and there was a near-constant water supply.

When her husband had a day off work, they visited the zoo or the children's park, and watched Hindi movies. But the best part of the city was the freedom it afforded her.

"In Dhaka, we could move about independently with no one to control," Khadija recalls. "Here there are so many people watching, so there is less independence."

When Khadija was six months pregnant she moved back to her husband's village because he could not financially support both his wife and son in the city. But she soon found herself sick, frequently getting dysentery and scabies, and her hands and feet would swell up.

She was in a lot of discomfort, and decided to move to her parents' home, more than 300 kilometres away in the Kaliganj district near Dhaka, until her child was three months old.

Feature

THE NEIGHBOURHOOD PRINCIPLE AND INDIA-BANGLADESH RELATIONS

BARRISTER MUHAMMAD NAWSHAD ZAMIR

PART 03

Whilst Bangladeshi willingness to provide help and opportunities for Indian trade may be lauded, experts opine that the transit fees being charged by Bangladesh remain low in international comparison. The cultivation of beneficial relationships and gestures of friendship are to be welcomed, but at the same time the Dhaka government should be sure that the economic interests of the Bangladeshi people are being adequately championed.

The fee agreed by Bangladesh for allowing multimodal transit and trans-shipment facilities to India is low when compared to the benefits the neighbouring country stands to gain from the services, analysts said. The fee does not reflect the recommendations of the government-formed core committee and other international practices. Issues like congestion and road user and environmental degradation were not considered when fixing the transit fee for India. The core committee led by Mujibur Rahman, then chairman of the Bangladesh Tariff Commission, proposed Tk 1,058 per tonne as transit fee. But the government agreed upon a much lower tariff of only Tk 192 a tonne, of which the customs department will get Tk 130, roads and highways Tk 52 and inland water transport authority Tk 10. An Indo-Bangladesh Protocol on Inland Water Transit and Trade exists between India and Bangladesh since 1972. The present one is an renewal to that Protocol, as it appears. Before this new arrangement of December 2016 kicked in, India was allowed to tranship goods on waterways and for that, it gave Bangladesh Tk 10 crore annually, with no additional trans-shipment or transit fee. Now that the facility has been extended to roads and railway, the question of fee has come to the surface. The only land route access to the north-eastern Indian states from within India is through Assam and West Bengal by Siliguri or the Chicken's Neck corridor. The lengthy route from Assam passes through hilly terrain with steep and narrow roads. India would be able to save $210 per truck, thanks to the shortening of distance by 600 km, according to the core committee report. After giving transit fee, bridge tolls and other charges, the potential gain for India would be at least $100, equivalent to nearly Tk 8,000. The distance between Kolkata and Agartala is about 1,650 km through India, which comes down to 515 km if transportation is through Bangladesh. So, India is saving over a thousand kilometre distance through Bangladesh and over $200 per trip. Similarly, the road distance between Kolkata to Aizawl, the capital of Mizoram, is 734 km, which is halved when using the Bangladesh territory. Documents show the core committee had proposed road usage charge of Tk 318.3 for every 100km for heavy trucks and Tk 215.9 for buses. But Bangladesh settled on only Tk 52 for use of its roads. Like other countries,

Bangladesh should also incorporate congestion, road usage and environmental degradation charges into the fee?

Whatever view is taken on this thorny issue, one important development cannot be overlooked – India's trade infrastructure is increasingly dependent on Bangladeshi goodwill. This new economic reality should be reflected in all levels of bilateral relations. General discussions with India about all aspects of relationships between the two countries should consider the import/export issue, and the slow progress of Indian investment into Bangladesh, as a matter of the highest priority, particularly as Bangladesh is more crucial than ever to every aspect of Indian trade in the region, and even within its own borders

Bangladesh may and should consider these connectivity issues from a global perspective and demand free movement of goods and persons through India. It would facilitate Bangladesh's trade with China, Nepal, Bhutan, and the middle-east. To begin with, the BCIM trade route must be given equal treatment by India and Bangladesh should endeavour to access the MGC routes in equal terms with India.

Power or electricity trades between Bangladesh and India

From October 2013, India started exporting power to Bangladesh. At present, Bangladesh is importing 500MW of electricity from India through grid interconnectivity according to the Power Development Board of Bangladesh. Two sides are working to double the capacity of the Baharmapur-Bheramara line to 1,000 mw and also examine the possibility of raising the Tripura- Comilla line's capacity to 200 mw. Also on the table is a proposal to lay a third line from Assam's Bongaigaon to a suitable interconnect point in Bihar through Bangladesh. Though the proposal is at a nascent stage, sources said a HVDC (high-voltage, direct current) line with a capacity of around 2,000 mw is being looked at. The new line is expected to wheel power from hydel projects proposed to be built in the northeast, some of which can also be shared with Bangladesh. This line would allow an easy tap-in or tap-off facility for both countries to feed -or plug into -each other's markets. It is estimated that India's northeastern states have the potential to generate 70,000 MW of hydropower. But without Bangladesh, supplying most of that power to other regions would be impossible.

Interestingly, as a result of another agreement, India will supply 100 megawatt of electricity in return for 10 Gigabits per second Internet bandwidth. The bandwidth connection came as Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) and Bangladesh Submarine Cable Company Limited (BSCCL) signed an agreement for leasing of international bandwidth for Internet at Akhaura during Indian Prime Minister Modi's 2015 Dhaka visit. BSCCL has laid the optical fibre cable for the 30 km distance from Brahmanbaria to Akhaura, which adjoins Agartala, while BSNL has set up international long distance (ILD) gateway at Agartala along with associated equipment. The entire east of India was untouched in terms of bandwidth connectivity. The opening of eastern gateway in association with Bangladesh will bring connectivity to eastern region of India particularly to Assam, Tripura and Sikkim.

Thus, at present, Bangladesh imports 600MW of electricity from India. About 350MW is coming from the India's public sector while the remaining from the private sector. In addition, India's NTPC and Bangladesh' BPDB has entered into a Joint venture (BIFPCL) for commissioning of the 1320 MW Ramphal power project for which India's BHEL has been recently identified as the Engineering, Procurement and Construction (EPC) contractor. It is alleged that the coal- based power plant, near the Sundarbans, would adversely affect the world's largest mangrove forest. The Ramphal Thermal Power Plant will be located within 14 km of the Sundarbans.

While BNP, as the alternative government, is not against coal fired power plants, it does not support the building of the Ramphal power plant without clearance from the international environmental groups who can provide scientific evidence of its long term effects on the region. Recently on 5 December 2016, the government of India has clarified on the provisions of the 'Guidelines on Cross Border Trade of Electricity' in a bid to regularize electricity trade with its neighbours Nepal, Bangladesh, Bhutan and Myanmar. The guidelines have provisioned preferential treatment for the entities (generation projects, power trading companies) located outside India that have majority equity investment of Indian public and private sector to export power to India. In other words, Soon enough India will demand the public sector or private sectors of its neighbours' power companies to be open for investment by Indian investors. the companies fully owned by the government of concerned countries and those having 51 per cent equity investment of Indian public and private companies can export power to the Indian market after obtaining one-time approval from the designated authority in India. While the guidelines simplified electricity export to India from such entities, other independent power producers and potential foreign investors (except Indian) eyeing Indian market to export electricity will be dealt with on case-by-case basis as per the provision of the guidelines. This simply means that India is keeping control of its exports and negotiating power on a case by case basis.

While we sign various power trade agreements with India, we need to focus on our goal of 100% power access by Bangladeshis by 2021. We need to make most of the BBIN agreement in the power sector as well. Bangladesh needs to remember it its negotiations with India that, (i) it has the capacity to build whatever power is required for its own consumption, although it may take a little while and will have to attract international investments; and (ii) India's surplus power supply would be useless unless it is able to export it to Bangladesh (or others) and (iii) for the interconnection between its north-east and the west, it will need Bangladesh's help. These leverages Bangladesh enjoys may be used in negotiations in other sectors like the energy sector.

The crises of energy

Bangladesh is hungry for energy at the moment. We have inadequate primary energy such as gas, coal and oil. Hence, India's role in helping Bangladesh with enough supply for its domestic demand can be important. India's Petronet LNG Ltd and Indian Oil Corporation Ltd has proposed setting up a regasification liquefied natural gas (RLNG) plant in, and supplying RLNG to, Bangladesh. But, India rejected Bangladesh's proposal to import natural gas last year. Bangladesh needs to consider the possibility of importing gas from India, because there are some gas fields in Tripura and its Paltana Power Plant does not need all the gas extracted from there. It may not be wise for Bangladesh to become heavily dependent on LNG. Bangladesh government has planned to import 500 million cubic feet (cft) gas, and the amount will be increased to 2,000-4,000 million cft gas in phases. It implies that Bangladesh will greatly bank on LNG in future, but it is also questionable whether such an expensive fuel will be helpful for our national economy. We have natural gas and coal as an alternative to LNG. Bangladesh has the potential to discover gas fields on the seabed. It is doubtful regarding becoming dependent on LNG. US- based Excelerate Energy inked a deal to build an LNG terminal with 500 million cft gas production capacity in 2016, which will start operations next year. Bangladesh is also going to seal a deal with India's Petronet LNG Ltd for another such terminal. These are expensive sources, and we must be careful. Bangladesh has long been trying to get linked to the Turkmenistan-Afghanistan-Pakistan-India Pipeline (TAPI), but to no avail as yet. We need to be connected to such an international pipeline where the gas resource is massive. For instance, the gas reserve of Iran and Turkmenistan is so vast that it will not finish anytime soon. Pakistan and India are also trying to be long-term partners in the pipeline to help resolve their own gas crisis. If the pipeline reaches Delhi, Bangladesh can also be connected to it. We need to start the talks

now. However, we need to be careful. Bangladesh signed a memorandum of understanding with India to import diesel through pipeline, for which the latter has demanded high premium. Bangladesh is lagging behind in negotiations. If we pay more premiums to India in case of gas import, compared to the global market prices, it will make us incur losses.

(Continued ...)

MUHAMMAD NAWSHAD ZAMIR :
LL.M.(HARVARD), BARRISTER-AT-LAW (LINCOLN'S INN)
ADVOCATE, SUPREME COURT OF BANGLADESH

News

If ever there was a time to vote Labour, it is now

George Monbiot

Where are the nose-pegs this time? Those who tolerated anything the Labour party did under Blair tolerate nothing under Corbyn. Those who insisted that we should vote Labour at any cost turn their backs as it seeks to recover its principles.

They proclaimed undying loyalty when the party stood for the creeping privatisation of the NHS, the abandonment of the biggest corruption case in British history, the collapse of Britain's social housing programme, bans on peaceful protest, detention without trial, the kidnap and torture of innocent people and an illegal war in which hundreds of thousands died. They proclaim disenchantment now that it calls for the protection of the poor, the containment of the rich and the peaceful resolution of conflict.

Those who insisted that William Hague, Michael Howard and David Cameron presented an existential threat remain silent as Labour confronts a Conservative leader who makes her predecessors look like socialists.

Blair himself, forgiven so often by the party he treated as both ladder and obstacle to his own ambition, repays the favour by suggesting that some should vote for Conservatives who seek a softer Brexit. He appears to believe that the enhanced majority this would deliver to Theresa May might weaken her. So much for the great tactician.

Yes, Jeremy Corbyn is disappointing. Yes, his leadership has been marked by missed opportunities, weakness in opposition and (until recently) incoherence in proposition, as well as strategic and organisational failure. It would be foolish to deny or minimise these flaws. But it would be more foolish still to use them as a reason for granting May a mandate to destroy what remains of British decency and moderation, or for refusing to see the good that a government implementing Corbyn's policies could do.

Of course I fear a repeat of 1983. But the popularity of Corbyn's recent policy announcements emboldens me to believe he has a chance, albeit slight, of turning this around. His pledge to raise the minimum wage to £10 an hour is supported by 71% of people, according to a ComRes poll; raising the top rate of tax is endorsed by 62%.

Labour's 10 pledges could, if they formed the core of its manifesto, appeal to almost everyone. They promote a theme that should resonate widely in these precarious times: security. They promise secure employment rights, secure access to housing, secure public services, a secure living world. Contrast this to what the Conservatives offer: the "fantastic insecurity" anticipated by the major funder of the Brexit campaign, the billionaire Peter Hargreaves.

I would love to elect a government led by someone competent and humane, but this option will not be on the ballot paper.

Could people be induced to see past the ineptitudes of Labour leadership to the underlying policies? I would argue that the record of recent decades suggests that the quality of competence in politics is overrated.

Blair's powers of persuasion led to the Iraq war. Gordon Brown's reputation for prudence blinded people to the financial disaster he was helping to engineer, through the confidence he vested in the banks. Cameron's smooth assurance caused the greatest national crisis since the second world war. May's calculating tenacity is likely to exacerbate it. After 38 years of shrill certainties presented as strength, Britain could do with some hesitation and self-doubt from a prime minister.

Corbyn's team has been hopeless at handling the media and managing his public image. This is a massive liability, but it also reflects a noble disregard for presentation and spin. Shouldn't we embrace it? This was the licence granted to Gordon Brown, whose inept performances on television and radio as prime minister were attributed initially to his "authenticity" and "integrity". Never mind that he had financed the Iraq war and championed the private finance initiative, which as several of us predicted is now ripping the NHS and other public services apart. Never mind that he stood back as the banks designed exotic financial instruments. He had the confidence of the City and the billionaire press. This ensured that his ineptitude was treated as a blessing, while Corbyn's is a curse.

I would love to elect a government led by someone both competent and humane, but this option will not be on the ballot paper. The choice today is between brutal efficiency in pursuit of a disastrous agenda, and gentle inefficiency in pursuit of a better world. I know which I favour.

There is much that Labour, despite its limitations, could do better in the next six weeks. It is halfway towards spelling out an inspiring vision for the future; now it needs to complete the process. It must hammer home its vision for a post-European settlement, clarifying whether or not it wants to remain within the single market (its continued equivocation on this point is another missed opportunity) and emphasising the difference between its position and the extremism, uncertainty and chaos the Conservative version of Brexit could unleash.

It should embrace the offer of a tactical alliance with other parties. The Greens have already stood aside in Ealing Central and Acton, to help the Labour MP there defend her seat. Labour should reciprocate by withdrawing from Caroline Lucas's constituency of Brighton Pavilion. Such deals could be made all over the country: as the thinktank Compass shows, they enhance the chances of knocking the Tories out of government.

Labour's use of new organising technologies is promising, but it should go much further. No one on the left should design their election strategy without first reading the book Rules for Revolutionaries, by two of Bernie Sanders' campaigners. It shows how a complete outsider almost scooped the Democratic nomination, and how the same tactics could be applied with greater effect now that they have been refined. And anyone who fears what a new Conservative government might do should rally behind Labour's unlikely figurehead to enhance his distant prospects.

The choice before us is as follows: a party that, through strong leadership and iron discipline, allows three million children to go hungry while hedge fund bosses stash their money in the Caribbean and a party that hopes, however untidily, to make this a kinder, more equal, more inclusive nation. I will vote Labour on 8 June, and I will not hold my nose. I urge you to do the same.

Malaria: Kenya, Ghana and Malawi get first vaccine

The world's first vaccine against malaria will be introduced in three countries - Ghana, Kenya and Malawi - starting in 2018.

The RTS,S vaccine trains the immune system to attack the malaria parasite, which is spread by mosquito bites.

The World Health Organization (WHO) said the jab had the potential to save tens of thousands of lives.

But it is not yet clear if it will be feasible to use in the poorest parts of the world.

The vaccine needs to be given four times - once a month for three months and then a fourth dose 18 months later.

This has been achieved in tightly controlled and well-funded clinical trials, but it is not yet clear if it can be done in the "real-world" where access to health care is limited.

It is why the WHO is running pilots in three countries to see if a full malaria vaccine programme could be started. It will also continue to assess the safety and effectiveness of the vaccination.

Dr Matshidiso Moeti, the WHO regional director for Africa, said: "The prospect of a malaria vaccine is great news.

"Information gathered in the pilot programme will help us make decisions on the wider use of this vaccine.

"Combined with existing malaria interventions, such a vaccine would have the potential to save tens of thousands of lives in Africa."

The pilot will involve more than 750,000 children aged between five and 17 months. Around half will get the vaccine in order to compare the jab's real-world effectiveness.

In this age group, the four doses have been shown to prevent nearly four in ten cases of malaria.

This is much lower than approved vaccines for other conditions.

It also cuts the most severe cases by a third and reduces the number of children needing hospital treatment or blood transfusions.

But the benefits fall off significantly without the crucial fourth dose.

Ghana, Kenya and Malawi were chosen because they already run large programmes to tackle malaria, including the use of bed nets, yet still have high numbers of cases.

Each country will decide how to run the vaccination pilots, but high-risk areas are likely to be prioritised.

Despite huge progress, there are still 212 million new cases of malaria each year and 429,000 deaths.

Africa is the hardest hit and most of the deaths are in children.

The pilots are being funded by: Gavi, the Vaccine Alliance, the Global Fund to Fight Aids, Tuberculosis and Malaria, Unitaid, the WHO and GSK.

Dr Seth Berkley, the chief executive of Gavi, said: "The world's first malaria vaccine is a real achievement that has been 30 years in the making.

"Today's announcement marks an important step towards potentially making it available on a global scale.

"Malaria places a terrible burden on many of the world's poorest countries, claiming thousands of lives and holding back economies.

Ukip's overt anti-Muslim bigotry has a bright side: it could bury the party

Miqdaad Versi

What do the burqa, sharia law, Islamic faith schools, so-called honour violence and FGM have in common? Answer: they all represent an urgent threat to the country, according to Ukip. They are central to its integration agenda, which from the outside looks like an attempt to corner the market in racist posturing before any other party gets the chance. Bashing Muslims brings in votes – so Ukip seems to think.

Policies include a ban on wearing face coverings in public and a ban on opening new Islamic faith schools in the state sector until Muslims can demonstrate "they" have made "substantial progress" on integrating into British society.

As if that were not persecutory enough, Ukip's proposals include regularly singling out children from minority groups at school for examinations to check that they haven't been genitally cut.

Over and above the prejudice masquerading as an attempt to tackle some undoubtedly serious issues, the policies are wholly impractical. FGM experts such as Daughters of Eve believe introducing checks on girls from at-risk communities would be an invasion of privacy that would create "second-class citizens". And it is unclear how targeting Islamic faith schools would not fall foul of equality legislation. Even beekeepers are raising concerns about the applicability of the proposed ban on face coverings in public.

As voters have already started deserting the party for the Conservatives in droves, its dominant figures have clearly been asking what it can do to stop any further haemorrhaging of support. The anti-EU and anti-immigration party faces an existential crisis in the upcoming general election. With the path to Brexit to assured, what is Ukip supposed to be for, exactly?

৭ মে ক্যানারি ওয়ার্ফে বসছে দ্বিতীয় বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার

ফেয়ারের সিইও সুহানা আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আহাদ আহমদ বলেন, ২০১৬ সালে লন্ডনের পর ইউকে'র অন্যান্য শহরে বসবাসরত বাঙালি কমিউনিটির মানুষের ব্যাপক উৎসাহের প্রেক্ষিতে একই বছরের ডিসেম্বরে বার্মিংহ্যামের আস্টন ভিলা ফুটবল স্টেডিয়ামে কাতার এয়ারওয়েজের পার্টনারশীপে সফলভাবে দ্বিতীয় ২য় আয়োজন সম্পন্ন হয়। তিনি বলেন, ওয়েডিং বা বিয়ের কেনাকাটা করার ক্ষেত্রে ইউকের বাঙালি কমিউনিটির জন্যে বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে। ইউকেতে শুধু বাঙালি কমিউনিতেই বিয়ে সংক্রান্ত ব্যয় হয়ে থাকে বছরে প্রায় ৭৬ মিলিয়ন পাউন্ড। পছন্দসই বর-কনের সঙ্গে সুন্দরভাবে একটি বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে হলে এক সঙ্গে অনেকগুলো কাজের সমন্বয় ঘটাতে হয়। কম সময় এবং অর্থ ব্যয় করে পরিকল্পনা অনুযায়ী বিয়ের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে এবারও বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার একই ছাদের নিচে সব সুযোগ নিয়ে আসছে সবার জন্যে। তাই এই সুযোগটি কাজে লাগাতে স্বপরিবারে সকলকে অংশগ্রহণের আহবান জানাচ্ছি। ওয়েডিং ফেয়ার সকলের জন্যে প্রবেশ ফি ছাড়া উন্মুক্ত থাকবে। সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয়, ফ্যাশন শো'তে বিয়ের পোষাকসহ সর্বশেষ ডিজাইনের পোষাকগুলোর প্রদর্শন করবেন ইউকে'র খ্যাতনামা মডেলরা। এবারের ওয়েডিং ফেয়ারে কোরিওগ্রাফার হিসেবে থাকছেন চায়না চৌধুরী। আর এবারও সহযোগিতায় রয়েছে ফান্টট কারস ও লন্ডন টি একজেন্জসহ অন্যান্যরা।

ফেয়ারের সিইও সুহানা আহমদ বলেন, এবারের ফেয়ারে থাকছে প্রায় ৩৫ ধরনের প্রদর্শনী। এর মধ্যে লোকাল ওয়েডিং সার্ভিস, ওয়েডিং প্লানার্স, ক্যাটারার্স, ফ্লোরিষ্টস, ফটোগ্রাফার্স, কারস, বিয়ের পোষাক, জুয়েলার্স, ডিজাইনার্স কোম্পানি ও হেনা আর্টিস্ট ইত্যাদি।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি সৈয়দ নাহাস পাশা, প্রেস ক্লাব সেক্রেটারি ও চ্যানেল এস-এর চীফ রিপোর্টার মুহাম্মদ জুবায়ের, চ্যানেল এস-এর হেড অব প্রোগ্রামস ফারহান মাসুদ খান, লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সহ সভাপতি মাহবুব রহমান, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, বাংলা মিরর সম্পাদক আব্দুল করিম গণি, লন্ডন টাইগার্সের সিইও মেসবাহ আহমদসহ অন্যরা।

নাইফ-ক্রাইম বন্ধে কমিউনিটি সমাবেশ

ক্রাইম' বন্ধের দাবীতে এক বিক্ষোভ র‍্যালি ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের আলতাব আলী পার্কে কমিউনিটি নেতা মাসুদ আহমদের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সমাবেশের শ্লোগান ছিল 'কেরি এ পেন, নট নাইফ'।

সমাবেশে বক্তারা জামানুরের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান। তাঁদের এই কষ্টের সময়ে কমিউনিটির পক্ষ থেকে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করে বক্তারা বলেন, আমাদের কমিউনিটিতে এ ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনক। বক্তারা এই মর্মান্তিক ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং সুষ্ঠু বিচার দাবি করেন।

বক্তারা বলেন নাইফ ক্রাইম, গ্যাং ফাইট একটি মারাত্ম অপরাধ। এর বিরুদ্ধে দল, মত নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে সবাইকে রুখে দাঁড়াতে হবে। এ ব্যাপারে আমাদেরকে সচেতন থাকতে হয়ে। ছেলেমেয়েরা কোথায় যায়, কী করে এবং অন্যদের সাথে কী ধরনের আচরণ করছে, সে ব্যাপারে প্রত্যেক পিতামাতা, অভিভাবককে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। ছেলেমেদেরকে ভাল কাজ ও ভাল পরিবেশে সম্পৃক্ত করা প্রত্যেক পিতামাতা ও অভিভাবকদের দায়িত্ব।

প্রতিবাদ সমাবেশে 'নাইফ ক্রাইম' বন্ধে একটি 'টাস্ক ফোর্স' গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। যেখানে স্থানীয় কাউন্সিলার, ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্য, আইন বিশেষজ্ঞ ও কমিউনিটির নেতৃবৃন্দের সমন্বয় থাকবে। প্রস্তাবটি মেয়র জন বিগসের সম্মুখে উত্থাপন করা হলে মেয়র এ ব্যাপারে একাত্মতা পোষন করেন।

প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ব্যারা পুলিশ কমান্ডার সু ইউলিয়াম, রুশনারা আলী এমপি, মেয়র জন বিগস, টিভি প্রেজেন্টার আজমাল মসরুর, রয় আলন গ্রীন, কাউন্সিলার রাবিনা খান, কাউন্সিলার ডেভিড এডগার, জেনেট স্মিথ, কাউন্সিলার শিরিয়া খাতুন, জিতু চৌধুরি, ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, ইয়াসমিন আখতার এবং জামানুরের পিতা সৈয়দ আব্দুল মুকিত ও মাতা হাফসা চৌধুরী। সমাবেশে কাউন্সিলার অহিদ আহমদ, কাউন্সিলার অলিউর রহমানসহ কমিউনিটির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে নিহত জামানুরের পরিবারের পক্ষ থেকে উপস্থিত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান জামানুরের মামা জিতু চৌধুরী।

উল্লেখ্য, গত ১৪ এপ্রিল পূর্ব লন্ডনের মাইল এন্ড এলাকার ওয়েজার স্ট্রীটে কয়েকজন তরুণের ছুরিকাঘাতে নির্মম ভাবে প্রাণ হারান বাংলাদেশী বংশোদ্ভূত তরুণ সৈয়দ জামানুর ইসলাম। তার মৃত্যুতে বাঙালি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে আসে।

জামানুরের পরিবারকে শান্তনা ও সমবেদনা জানাতে ইতোমধ্যে তাঁর প্রতিবেশী এবং কমিউনিটির নেতৃবৃন্দর পরিবারের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন।

'বিচারকাজ ছাড়া প্রধান বিচারপতিরা এত কথা পাবলিকলি বলেন না'

এত উষ্মা, এত কথা পাবলিকলি বলেন না।

আনিসুল হক বলেন, আমার কথা হচ্ছে, নিশ্চয়ই উনি প্রয়োজনে বলেন, আমি এটা অস্বীকার করি না। কিন্তু উনি এই সব কথাগুলি, উনার যদি কোনো দুঃখ কষ্ট থেকে থাকে, এই সব কথাগুলি যদি উনি পাবলিকলি না বলে আমাদেরকে জানান, তাহলে আমরা হয়ত সেগুলো সুরাহা করার চেষ্টা করতে পারি। গত মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি বলেছেন, 'প্রশাসন বিচার বিভাগকে স্বাধীন হতে দিতে চায় না। বিচার বিভাগের সঙ্গে নির্বাহী বিভাগের সঙ্কটটা আসলে কোথায়? জাতীয় আইনগত সহায়তা প্রদান দিবস উপলক্ষ্যে আইন মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে সংবাদ সম্মেলনে এসেছিলেন আইনমন্ত্রী। সেখানেই এক সাংবাদিক প্রধান বিচারপতির বক্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে আইনমন্ত্রীর বক্তব্য জানতে চান। জবাবে মন্ত্রী বলেন, প্রধান বিচারপতিকে তিনি অত্যন্ত সম্মান করেন। প্রধান বিচারপতি যদি তার ওই বক্তব্যের কারণটা বলতেন, তাহলে অনেক সুবিধা হত।

গাছের পাতা খেয়ে ২৫ বছর!

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, মেহমুদ বাট পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের গুজরানওয়ালার বাসিন্দা। প্রায় ২৫ বছর আগে তিনি চরম দারিদ্র্যের মুখে পড়ে গাছের ডাল-পাতা খাওয়া শুরু করেন। তখন থেকেই তাঁর নিত্য দিনের খাবার এটাই।

প্রতিবেদনে বলা হয়, ২৫ বছর আগে কর্মহীন হয়ে পড়েন মেহমুদ। চরম দারিদ্র্য গ্রাস করে তাঁকে। বেঁচে থাকার জন্য যে এক মুঠো ভাত কিনে খাবেন-সে উপায়ও ছিল না। ভিক্ষা করায় তাঁর ঘোর আপত্তি। তাই বাধ্য হয়ে খিদের যন্ত্রণায় গাছের ডাল আর পাতা খাওয়া শুরু করেন। অভ্যাস হয়ে যায় এক সময়। আজও এই অভ্যাস ছাড়েননি তিনি। তাঁর প্রিয় খাবারের তালিকায় রয়েছে বট, করঞ্জ ও শিশু কাঠের ডাল-পাতা।

মেহমুদ বাট বলেন, 'সে সময় চরম অর্থ কষ্টে ছিলাম। দিনে এক বেলা ভাত খাওয়ারও কোনো উপায় ছিল না। রাস্তায় ভিক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু এক সময় ভাবলাম, ভিক্ষা করার চেয়ে গাছের ডাল-পাতা খাওয়া ঢের ভালো। ব্যস, সেটাই শুরু করে দিলাম। এখন তা অভ্যাস হয়ে গেছে।'

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, মেহমুদ এখন কাজ করেন। রোজগারও ভালো হয়। গাধা টানা গাড়িতে জিনিসপত্র এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আনা-নেওয়ার কাজ করছেন। দিনে ৬০০ রুপির মতো আয় দিয়ে তিন বেলা স্বাভাবিক খাবার খাওয়ার মতো অবস্থান তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্বাভাবিক খাবারে আর রুচি নেই। তাঁর দৃষ্টিতে খাবার বলতে গাছের সতেজ পাতা আর ডাল। তাই খাওয়ার বিচিত্র ওই অভ্যাসটা এখনো বদলাতে পারেননি তিনি।

দীর্ঘদিন থেকে গাছের ডাল-পাতা খাওয়ার কারণে এলাকায় ব্যাপক পরিচিত মেহমুদ। এলাকার সবাই তাঁর এই খাদ্যাভ্যাসের কারণে বিস্মিত। কারণ এই এত বছরে একদিনও অসুস্থ হয়ে পড়েননি তিনি।

মেহমুদের প্রতিবেশী গোলাম মোহাম্মদ বলেন, 'যখন-তখন খিদে পেলেই মেহমুদ তাঁর গাধা টানা গাড়ি থামিয়ে গাছের ডাল-পাতা খাওয়া শুরু করেন। এত বছরে কখনো তাঁকে চিকিৎসক বা হাসপাতালে যেতে হয়নি। আমরা তো অবাক যে, কী করে একজন মানুষ দীর্ঘ বছর গাছের ডাল-পাতা খেয়ে সুস্থ থাকতে পারেন।'

বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে

সোমবার ক্যামব্রিজের হানটিংডনশায়ারে এক সমাবেশে এসব কথা বলেন যুক্তরাজ্য সফররত বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের হুইপ, মৌলভীবাজার-১ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ শাহাব উদ্দীন আহমদ। তিনি বলেন, সরকার তার লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেশে দারিদ্র্যসীমার নিচে কোনো লোক থাকবে না। প্রত্যেক মানুষের জীবনমানের উন্নয়ন হয়েছে। বাংলাদেশের প্রত্যেক ঘরে, ঘরে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে। মানুষ হাতের মোবাইলের মাধ্যমে সারাবিশ্বের খবর মিনেটের মধ্যেই জানতে পারছে।

ক্যামব্রিজের হানটিংডনশায়ার কালচারাল অর্গানাইজেশনের উদ্যোগে হুইপ মোঃ শাহাব উদ্দীন আহমদকে সংবর্ধনা প্রদান করা হয়। ব্রাম্পটনের মনতাজ বার এন্ড রেষ্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত সংবর্ধণা সভায় সভাপতিত্ব করেন হানটিংডনশায়ার কালচারাল অর্গানাইজেশনের চেয়ারম্যান মকবুল আহমদ।

লন্ডন মহানগর ছাত্রলীগের সভাপতি সলিসিটর মোঃ নাজমুল হোসাইনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক অজয় পাল, কমিনিউনিটি নেতা নজরুল ইসলাম, গ্রেটার বড়লেখা ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি আসাদ উদ্দীন, সিনিয়র সহ সভাপতি কেএন নাসের ও যুক্তরাজ্য ছাত্রলীগের সহ সভাপতি সারওয়ার কবির। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন লন্ডন মহানগর ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মেহেদী হাসান সোহাগ।

‘রাইড ফর ইউর মস্ক’ শনিবার

ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য জানানো হয়। এতে বক্তব্য রাখেন ইস্ট লন্ডন মসজিদের সেক্রেটারি আইয়ূব খান, নির্বাহী পরিচালক দেলওয়ার খান ও সিনিয়র ফান্ডরেইজিং অফিসার তজম্মুল আলী। এ সময় সাইক্লিস্টদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সলিসিটর সিদ্দিক ফজল উদ্দিন ও নজিমুল ইসলাম।

প্রেস ব্রিফিংয়ে জানানো হয়, ইস্ট লন্ডন মসজিদ থেকে সারের বক্স হিল পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট রুটে এই সাইকেল দৌঁড় অনুষ্ঠিত হবে। শনিবার সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত ৩৬ মাইল রাস্তা দৌঁড়াবেন অংশগ্রহণকারীরা। টপ ফান্ডরাইজারের জন্য থাকবে বিশেষ পুরস্কার ওমরা টিকেট।

রাইড ফর ইউর মস্ককে একটি ইউনিক ক্যাম্পেইন উল্লেখ করে ইস্ট লন্ডন মসজিদ ম্যানেজমেন্ট কমিটির সেক্রেটারি আইয়ূব খান বলেন, তরুণ সমাজকে মসজিদমুখী করতে ইস্ট লন্ডন মসজিদ বছরজুড়ে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছে। প্রতি বছর সামারে রান ফর ইউর মস্ক, ফুটবল টুর্নামেন্টসহ আরো বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসবের পাশাপাশি গত বছর থেকে শুরু হয়েছে ‘রাইড ফর ইউর মস্ক’ কর্মসূচি। এই কর্মসূচিতে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে যুব ও তরুণ সমাজ মসজিদের জন্য ফান্ডরেইজিংয়ের পাশাপাশি নিজেদের শরীরচর্চায়ও উদ্ধুদ্ধ হচ্ছেন। তিনি রাইড ফর ইউর মস্ক ক্যাম্পেইনে অংশগ্রহণ করতে তরুণ-সমাজের প্রতি আহবান জানান।

উল্লেখ্য, গত বছরের রাইড ফর ইউর মস্ক কর্মসূচিতে ২১জন সাইক্লিস্ট অংশগ্রহণ করেন। তখন রুট ছিলো উইনজার থেকে ইস্ট লন্ডন মসজিদ পর্যন্ত ৩০ মাইল রাস্তা।

ভারতে গরুও পাবে পরিচয়পত্র!

থেকে প্রস্তাবে আরো বলা হয়েছে, গরুর জন্য ১২ সংখ্যার বিশেষ শনাক্তকরণ নম্বর (ইউআইডি) চালু করতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার।

প্রসঙ্গত, বিজেপি ক্ষমতায় আছে ভারতের এমন রাজ্যগুলোতে গরু নিয়ে সহিংসতার পরিমাণও সম্প্রতি ব্যাপক হারে বেড়েছে। অভিযোগ রয়েছে, সরকার কথিত ‘গোরক্ষকদের’ এসব সহিংসতা আটকাতে যথেষ্ট তৎপর নয়। অনেকেই বলেন, গরুকে ওই হিন্দুত্ববাদী ‘গোরক্ষকরা’ মুসলিম ও দলিতের মতো সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর হামলার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। খবর এনডিটিভি ও দ্য টাইমস অব ইন্ডিয়ার।

বিএনপি প্রার্থী এগিয়ে

আওয়ামী লীগের প্রার্থী আব্দুস শুকুর পেয়েছেন ৩ হাজার ৫০১ ভোট।

এছাড়া স্বতন্ত্র প্রার্থী ও সাবেক পৌর প্রশাসক মো. তফজ্জুল হোসেন ৩ হাজার ৩০৫ ভোট পেয়ে তৃতীয় স্থানে রয়েছেন। এছাড়াও বিয়ানীবাজার উপজেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি মোবাইল ফোন প্রতীকে আবুল কাশেম পল্লব পেয়েছেন ২১৭৩ ভোট ।

এদিকে, স্থগিতকৃত ৩নং ওয়ার্ডের কসবা আদর্শ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে মোট ভোট ৩৩৮৮। এ কেন্দ্রে দুই কাউন্সিলর প্রার্থীর মধ্যে সংঘর্ষ ও জাল ভোট হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে ভোট বাতিল করা হয়। এই কেন্দ্রে পুনঃভোট গ্রহণ হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কর্মকর্তা। নির্বাচনে সবগুলো কেন্দ্রে ব্যাপক জাল ভোট পড়েছে বলে জানা গেছে। বিয়ানীবাজার থেকে বিশেষ প্রতিনিধির পাঠানো প্রতিবেদনে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ওঠে এসেছে।

জাল ভোট, হাঙ্গামা

তরুণীর বয়স ১৫ কিংবা ১৬। বেলা আড়াইটার দিকে গিয়ে ঢুকলো বিয়ানীবাজার বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে। সে ঢুকার আগেই ভেতরের পরিস্থিতি কিছুটা ঘোলাটে। জাল মহিলা ভোটার কেন্দ্রে আসছে সেটি জেনে গেছেন সবাই। ভ্রাম্যমাণ টিমের ম্যাজিস্ট্রেট ইতোমধ্যে আটক করেছেন দুই মহিলাকে। তারা কেন্দ্রের একটি কক্ষে পুলিশ পাহারায় রয়েছে। এই উত্তাপের মধ্যেই তরুণীটি কেন্দ্রে যায় ‘সাকী’ নামে এক মহিলা ভোটারের ভোট দিতে। তখন কেন্দ্র অনেকটা ফাঁকা। পুলিশ, বিজিবি ও আনসার সদস্যরা নিরাপত্তা জোরদার করেছেন। এই অবস্থায় ওই তরুণী যখন জাল ভোট দিতে আসে তখন বিষয়টি নজরে আসে পোলিং এজেন্টদের। তারা ওই তরুণীকে জেরা শুরু করেন। জেরার মুখে একপর্যায়ে পিতার নাম ভুলে যায় তরুণীটি। এগিয়ে যান ম্যাজিস্ট্রেট শফিক আহমদ। তিনি গিয়েও ওই তরুণীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। ধরা পড়ে যায় তরুণীটি। তাকে আটক করে নিয়ে রাখা হয় কেন্দ্রের একটি কক্ষে। ওই কক্ষে চল্লিশোর্ধ্ব আরো দুই মহিলা রয়েছে। মহিলা পুলিশরা রয়েছে কক্ষের দরজায় পাহারায়। ম্যাজিস্ট্রেট জানালেন- ‘তার তিনজনকেই সন্দেহ হয়েছে। এ কারণে তাদের আটকে রাখা হয়েছে। ভোটার হিসেবে তারা যে সঠিক তার প্রমাণ দেখাতে পারলেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে। অন্যথায় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।’

সাকী নামে ভোট দিতে আসা ওই তরুণী তার প্রকৃত নাম বলেনি। তবে- আটকের পর সে জানায়- এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থী সে। প্ররোচনায় পড়ে কেন্দ্রে ভোট দিতে আসছে। সে আইন সম্পর্কে জানে না বলে জানায়। এ সময় কক্ষে তারা অপর দুই মহিলা তাদের একজন নিজেকে পরিচয় দেয় হেলেনা নামে। আর অপরজন তার নাম বলে কল্পনা। তারা সঠিক ভোটার বলে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দাবি করে। ওই সময় ম্যাজিস্ট্রেট জানান- ‘আপনারা ভোটার আইডি বাসা থেকে লোক মারফতে নিয়ে আসেন। এরপর পরিচয় শনাক্ত হলে আপনাদের সম্মান জানানো হবে।’

সিলেটের বিয়ানীবাজারের পৌর নির্বাচনের ভোট কেন্দ্রের চিত্র এটি। এটি কেবল একটি কেন্দ্রের নয়, মঙ্গলবারের ৯টি কেন্দ্রে শেষ বিকালে জাল ভোট হয়েছে। আর জাল ভোট সামাল দিতে হিমশিম খেয়েছেন প্রশাসনের কর্মকর্তারা। প্রতিটি কেন্দ্রেই পুরুষ ও মহিলারা মিলে জাল ভোট দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন প্রার্থীরা। শিক্ষামন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য নুরুল ইসলাম নাহিদের এলাকা সিলেটের বিয়ানীবাজার। ১৭ বছর পর বিয়ানীবাজার পৌর নির্বাচনে ভোট হচ্ছে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ, বিএনপিসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ৮জন প্রার্থী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রার্থী ছিলেন ১৭ বছরের প্রশাসক তফজ্জুলও। এ কারণে বিয়ানীবাজার নির্বাচন নিয়ে গোটা উপজেলা জুড়েই ছিল নানা কৌতূহল। আর নিজেদের ইমেজ রক্ষার্থে প্রার্থীরাও দিয়েছেন মরণকামড়। এ কারণে শেষ বিকালে জাল ভোটের কারণে সকালের উৎসবমুখর পরিবেশ বিবর্ণ হয়ে যায়। বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে যখন তিনজন নারীকে জাল ভোটের দায়ে আটক করা হয় তখন পার্শ্ববর্তী বিয়ানীবাজার সরকারি কলেজ কেন্দ্রের পরিস্থিতিও ছিল একই। ওই কেন্দ্রে তখন জাল ভোটের কারণে আটক করা হয় এক তরুণকে। কসবা বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে দুপুরের পর জাল ভোটের অভিযোগ আসে। ওই সময় ওই কেন্দ্রে দায়িত্বপালনকালে প্রভাবশালী মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের কাছে নাজেহাল হন সাংবাদিক। বিকাল ৩টার দিকে খবর আসে কসবা কেন্দ্রে ব্যালট নেই। সব ব্যালট শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ভোটাররা লাইনে রয়েছেন। পরে ওই কেন্দ্রের প্রিজাইডিং অফিসার বিষয়টির সুরাহা দেন। তিনি ফের ভোট গ্রহণ শুরু করেন। দিনভর টান টান উত্তেজনা বিরাজ করে খাসা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্র ও পিএইচডি ভোট কেন্দ্রে। সকাল থেকে দুটি কেন্দ্রের ভেতরে যেমন ছিল ভোটারে ঠাসা তেমনি বাইরেও ছিল প্রার্থীদের সমর্থকদের অবস্থান। র‍্যাব ও পুলিশের কর্মকর্তারা বার বার গিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা চালালেও কোনো কাজ হয়নি। বিকাল ৩টার দিকে প্রতিটি কেন্দ্রের সামনে হাজারো মানুষের ভিড় জমে যায়।

বিয়ানীবাজার পৌরসভার ভোট নিয়ে মঙ্গলবার উৎসাহ উদ্দীপনার কমতি ছিল না। ১৭ বছর পর ভোট। ভোটের অধিকার ফিরে পেয়ে বাসায় থাকেননি কেউ। ছুটে আসেন কেন্দ্রে। এ কারণে সকাল ৮টা থেকে প্রতিটি ভোট কেন্দ্রে নারী ভোটারের উপস্থিতি চমকে দেয় সবাইকে। বৃষ্টি বাদলে কেন্দ্রের ভেতর কাদায় একাকার। পাশাপাশি আকাশ থেকে ঝরছে বৃষ্টিও। এই বৃষ্টিতে ভিজে মহিলারা সকালের দিকে উৎসবমুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করেছেন। দুপুরের পর কেন্দ্রে পুরুষ ভোটারের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। কিন্তু পুরুষ ভোটার বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জাল ভোটের আশঙ্কা তৈরি হয়। আর শেষ পর্যন্ত জাল ভোটের মাধ্যমেই বিতর্ক কুড়ালো বিয়ানীবাজারের পৌর নির্বাচন। সকালে কথা হয় নৌকার প্রার্থী আবদুস শুকুরের সঙ্গে। তিনি বলেন- নির্বাচন সুষ্ঠু করতে প্রশাসন যে উদ্যোগ নেবে তাতে তিনি সমর্থন দেবেন। মেয়রপ্রার্থী তফজ্জুলসহ অন্যান্য মেয়র প্রার্থীরা একই কথা বলেন। কিন্তু এই মেয়র প্রার্থীরাই যার যার নিজের ভোট কেন্দ্রে ভোটের সংখ্যা বাড়াতে এই জাল ভোটের মহোৎসব চালান। আর জাল ভোট যে হচ্ছে সেটি বাইরে প্রার্থীদের নির্বাচনী বুথে দাঁড়ালেই স্পষ্ট বুঝা যায়। প্রার্থীর সমর্থকরা জাল ভোটারদের নিজের নাম, পিতার নাম ও গ্রাম মুখস্থ করেই ভোটার পাঠান কেন্দ্রে।

‘কাউন্সিলের সার্ভিস মান উন্নয়নে জন বিগসের কোনো ভিশন নেই’

দিনাতিপাত করছে অফস্ট্যাট রিপোর্টই এর প্রমাণ। তাঁরা মেয়র জন বিগসের কঠোর সমালোচনা করে বলেন, কাউন্সিলের সার্ভিস উন্নয়নে মেয়রের কোনো মিশন নেই, নেই কোনো ভিশন।

গত ২১ এপ্রিল শুক্রবার বিকেলে পূর্ব লন্ডনের হোয়াইটচ্যাপেল রোডের একটি রেষ্টুরেন্টে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ আয়োজিত এ সংবাদ সম্মেলনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কাউন্সিলার মায়ুম মিয়া। লিখিত বক্তব্য উপস্থাপন করেন কাউন্সিলার মুহাম্মদ আনসার মুস্তাকিম। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মেয়র জন বিগস এবং তার প্রশাসন কাউন্সিলের চাইলড প্রটেকশনে গুরুতরভাবে ব্যর্থ হওয়ায় সরকারী ওয়াচডগের কড়া সমালোচনায় পড়েছেন। অফস্টেড তাদের রিপোর্টে পরিস্কার বলেছে কাউন্সিলের ঝুঁকিপুর্ন ছেলেমেয়েদের নিরাপত্তা ও সাহায্যের জন্য নিয়োজিত চিলড্রেন সার্ভিস দায়িত্ব পালনে সম্পুর্নরূপে ব্যর্থ।

অফস্টেড বলেছে, টাওয়ার হামলেটসের নেতৃত্ব ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। কাউন্সিলের চিলড্রেন সার্ভিসের অবস্থা যে কত বেহাল এ ব্যাপারে কাউন্সিলের প্রধান নির্বাহী, ডাইরেক্টর অব চিলড্রেন সার্ভিস এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদেরকে রাখা হয়েছে সম্পুর্ন অন্ধকারে, গুরুতর এমন অভিযোগও এনেছে অফস্টেড।

কাউন্সিলার অহিদ আহমদ জন বিগসের কড়া সমালোচনা করে বলেন, মেয়র বিগসের নেতৃত্ব যে কত দুর্বল তার প্রমান অফস্টেডের এ রিপোর্ট। শিশুদের জীবন ঝুঁকিপূর্ণ ও নিরাপত্তাহীন করার এ দায় নিতে হবে মেয়রকে, জনগনের কাছে জবাবদিহি করতে হবে তার নেতৃত্বাধীন ব্যর্থ এ প্রশাসনকে।

গ্রুপ লিডার কাউন্সিলার অলিউর রহমান মেয়র জন বিগসের প্রতি হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেন, আমাদের গ্রুপ থেকে অতীতে বার বার প্রমাণসহ বলা হয়েছে, টাওয়ার হামলেটসকে একটি ব্যর্থ বারায় পরিণত করতে চান মেয়র বিগস এবং তার প্রশাসন। অফস্টেড রিপোর্ট আমাদের অভিযোগের পক্ষে আরেকটি জলন্ত প্রমান।

ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের এই দুই নেতা আরো অভিযোগ করেন, কাউন্সিল সার্ভিসের মান দিন দিন অবনতির দিকে গেলেও নেতৃত্বের কোন খেয়ালই নেই এদিকে। আর একারণেই চিলড্রেন, এডুকেশন ও ইয়ুথ সার্ভিসের বিরাট বাজেট কাট এবং নার্সারী প্রাইভেটাইজেশনের বিরুদ্ধে হাজার হাজার স্থানীয় বাসিন্দা প্রতিবাদ করলেও মেয়র বিগস তাতে পাত্তা দেননি। দুই নেতা অভিযোগ করেন অভিভাবকেরা উপরোক্ত সার্ভিসগুলোর বাজেট কাটের বিরুদ্ধে যে পিটিশন করেছিলেন মেয়র বিগস তাতে কোন গুরুত্বই দেননি।

অহিদ আহমদ ও কাউন্সিলার অলিউর রহমান চিলড্রেন সার্ভিসের লিড মেম্বার কাউন্সিলার র‍্যাচেল সন্ডার্সেরও তীব্র সমালোচনা করেন সাংবাদ সম্মেলনে। তারা বলেন, অফস্টেড রিপোর্ট বলেছে, এই লিড মেম্বার ২০১৫ সালের মে মাসে এই বিভাগে নিয়োগের পর থেকে শিশুদের নিরাপত্তা ও দায়দায়িত্ব পালনে সম্পুর্নরূপে ব্যর্থ হয়েছেন। অফস্টেড রিপোর্ট অত্যন্ত পরিষ্কার, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ মন্তব্য করে বলা হয়, ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপ মনে করে বারাকে সামনে এগিয়ে নিতে বর্তমান মেয়রের না আছে কোন নেতৃত্বের যোগ্যতা, না রয়েছে কোন প্রশাসনিক দক্ষতা।

বিগত মেয়রের বিভিন্ন সফলতার দিক তুলে ধরে সাংবাদিক সম্মেলনে তারা বলেন, এই বারার চিলড্রেন সার্ভিসকে চমৎকার নেতৃত্ব দেবার বিগত প্রশাসনের রয়েছে সোনালী রেকর্ড।

সংবাদ সম্মেলনে ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের কাউন্সিলারদের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলার গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী।

CURRENCY WORLD
Fast and Reliable
1 j v‡L
wd gvÎ £6.99
50 nvRv‡i
wd gvÎ £3.99
***Valid upto 30 April 2017
Please bring this advert
UMRAH
£850
&
£750
Passport Service Available
m¯vq wegvb wU‡KU
Kg Li‡P Igivn I n¾
wc‡b †mBg †W
GKvD‡›U `B w`‡b
wd Kg I †iBU †ekx
DHL (£23) I Kv‡Mv
nwj‡W c¨v‡KR
N‡i e‡mB UvKv cvVvb AvcbR‡bi Kv‡Q
Low Cost with Hajj, Umrah & Air Ticket
Send Money Worldwide / Send Money Bangladesh
117 Whitechapel Road London E1 1DT
T : 020 3561 0265
M : 079 8473 0960

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক দেশ WEEKLY DESH
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Britain's first nationwide FREE Bengali newsweekly
TO PLACE ADVERT CALL: 07940 782 876

৭ মে ক্যানারি ওয়ার্ফে বসছে দ্বিতীয় বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার

বিয়ে অনুষ্ঠান সম্পন্ন করতে একই ছাদের নিচে সবকিছু

দেশ রিপোর্ট: লন্ডন এবং বার্মিংহ্যামে ব্যাপক সাফল্যের পর পার্ল এডভার্টাইজিং দ্বিতীয়বারের মতো লন্ডনে বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার আয়োজন করতে যাচ্ছে। আগামী ৭ মে রোববার ক্যানারি ওয়ার্ফের হোটেল রেডিসনে বসছে লন্ডনে দ্বিতীয় বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার ২০১৭। এ উপলক্ষে গত ২৬ এপ্রিল বুধবার এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

এবার ক্যানারি ওয়ার্ফের হোটেল রাডিসন ব্লুর মেইন হলে অনুষ্ঠিত হবে দ্বিতীয় বেঙ্গলী ওয়েডিং ফেয়ার। দুপুর ১২টা থেকে শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত চলবে পুরো আয়োজন।

ওয়েডিং ফেয়ারে বৃটিশ বাংলাদেশী বিখ্যাত মডেল এবং মিস মিডল ইস্ট খ্যাত ভাষা মুখার্জিসহ ইউকে'র মডেলরা ফ্যাশন শো'তে অংশ নেবেন। সঙ্গে থাকবেন বাংলাদেশে বিখ্যাত ওয়েডিং ব্লগারসহ আরো সেলিব্রেটি।

পৃষ্ঠা ৩৮

ইস্ট লন্ডন মসজিদের ব্যতিক্রমী উদ্যোগ

'রাইড ফর ইউর মস্ক' শনিবার

যুব ও তরুণ সমাজকে অংশগ্রহণের আহবান

দেশ রিপোর্ট: গত বছরের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারও ইস্ট লন্ডন মসজিদ আয়োজন করেছে রাইড ফর ইউর মস্ক। আগামী ২৯ এপ্রিল শনিবার এই বিশেষ সাইকেল দৌঁড় অনুষ্ঠিত হবে। তরুণ সমাজকে সাইকেল দৌঁড়ে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভালো কাজে উদ্বুদ্ধকরণ ও মসজিদকে ঋণমুক্ত করতে ফান্ডরেইজিংয়ের লক্ষ্যে গত বছর থেকে এই কর্মসূচি পরিচালিত হয়ে আসছে। এ বছরের কর্মসূচিতেও ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। ইতোমধ্যে ৩১জন সাইক্লিস্ট তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করেছেন। আগ্রহী যুবক ও তরুণেরা এখনও তাদের নাম রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন।

গত ২৪ এপ্রিল সোমবার বিকেলে ইস্ট লন্ডন মসজিদের সেমিনার রুমে আয়োজিত এক প্রেস

পৃষ্ঠা ৩৯

ক্যাম্ব্রিজে সংবর্ধণা অনুষ্ঠানে হুইপ মোঃ শাহাব উদ্দীন

বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে

লন্ডন, ২৫ এপ্রিল: বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ভিশন ২০২১ ও ভিশন ২০৪১ বাস্তবায়নের দিকে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে একটি সুখী, সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ গড়তে কাজ করছে বর্তমান সরকার। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। জননেত্রী শেখ হাসিনা ঘোষনা দিয়েছেন ২০৪১ সালে বাংলাদেশ হবে উন্নত দেশ। বাংলাদেশ আজ স্বপ্ন পূরণের পথে এগিয়ে যাচ্ছে। গত ২৪ এপ্রিল

পৃষ্ঠা ৩৮

ভারতে গরুও পাবে পরিচয়পত্র!

দেশ ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল : ভারতের প্রতিটি গরুর জন্য পরিচয়পত্রের আদলে ট্যাগ নম্বর দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। গরু চোরাচালান বন্ধে নরেন্দ্র মোদির সরকার এমন উদ্যোগ নিয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে। সোমবার এই পরিকল্পনার কথা জানিয়ে হাইকোর্টে এ সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

সোমবার ভারতের সলিসিটর জেনারেল রঞ্জিত কুমার সুপ্রিম কোর্টকে বলেছেন, কেন্দ্রীয় সরকার খুব শিগগিরই এমন পরিচয়পত্রের অনুমোদন দিতে যাচ্ছে, যাতে করে ভারতের সব গরুর তথ্য জানা যাবে। এখানে একটি নির্দিষ্ট সংখ্যা থাকবে এবং তাদের শিং ও লেজের ধরনের বিবরণ থাকবে। সরকারের পক্ষ

পৃষ্ঠা ৩৯

অফস্ট্যাট রিপোর্টের প্রেক্ষিতে ইণ্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের সংবাদ সম্মেলন

'কাউন্সিলের সার্ভিস উন্নয়নে জন বিগসের কোনো ভিশন নেই'

লন্ডন, ২৮ এপ্রিল: টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের চিলড্রেন সার্ভিসের অব্যবস্থাপনার বিষয়ে পাবলিক ইনকোয়ারী দাবী করেছেন কাউন্সিলের ইন্ডিপেন্ডেন্ট গ্রুপের নেতৃবৃন্দ। চিলড্রেন সার্ভিসের অনিয়ম নিয়ে অফস্ট্যাড কর্তৃক প্রকাশিত সাম্প্রতিক রিপোর্টের প্রেক্ষিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নেতৃবৃন্দ এই দাবী জানিয়ে বলেন, বারার শিশুরা যে চরম নিরাপত্তাহীতা ও ঝুঁকির মধ্যে

পৃষ্ঠা ৩৯

'দেশ কিডস কর্ণারস'-এ আপনার শিশুর আঁকা ছবি পাঠান

সাপ্তাহিক দেশ বৃটিশ-বাংলাদেশী শিশুদের জন্য চালু করছে বিশেষ বিভাগ 'দেশ কিডস কর্ণারস'। এই বিভাগে আপনার শিশুর আঁকা ছবি ছাপা হবে। সবচেয়ে সুন্দর ও অর্থসম্পন্ন ছবির জন্য থাকবে বিশেষ পুরষ্কার। তাহলে দেরি কেন, আজই আপনার শিশুর আঁকা সুন্দর ছবিটি সাপ্তাহিক দেশ'র ইমেইলে পাঠিয়ে দিন এবং শিশুকে ছবি আঁকতে উৎসাহিত করুন। ছবির সাথে শিশুর নাম এবং বয়স উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

ছবি পাঠানোর ঠিকানা
Desh Kids Cornes
info@weeklydesh.co.uk

Editor Taysir Mahmud | Published By Reflect Media Ltd. 7th Fl, City Reach, 5 Greenwich View, E14 9NN | Telephone 0203 540 0942 ● 0203 540 0940 ● Advert: 07940 782 876 | Email info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk